মাসিক

# আত-তাহরীক

আল্লাহ বলেন, তোমরা সেদিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারু কোন উপকারে আসবে না এবং কারু পক্ষে কোন সুফারিশ কবুল করা হবে না। কারু কাছ থেকে বিনিময় নেয়া হবে না এবং কেউ কোনরূপ সাহায্য পাবে না *(বাক্বারাহ ২/৪৮)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২২তম বর্ষ ২য় সংখ্যা
নভেম্বর ২০১৮

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

# মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২২তম বর্ষ ২য় সংখ্যা

ছফর-রবীঃ আউঃ ১৪৪০ হিঃ

কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৫ বাং

নভেম্বর ২০১৮ ইং

**সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি**
**প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**

**সম্পাদক**
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

**সহকারী সম্পাদক**
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

**সার্কুলেশন ম্যানেজার**
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

**সার্বিক যোগাযোগ**

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

**হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র**

| বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা | সাধারণ ডাক | রেজিঃ ডাক |
|---|---|---|
| বাংলাদেশ | (ষাণ্মাসিক ২০০/-) | ৪০০/- |
| সার্কভুক্ত দেশসমূহ | ৮৬০/- | ২১০০/- |
| এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ | ১২০০/- | ২৪৫০/- |
| ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ | ১৫০০/- | ২৭৫০/- |
| আমেরিকা মহাদেশ | ১৮৬০/- | ৩১০০/- |

## সূচীপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **প্রবন্ধ :**

♦ আক্বীদা ও আহকামে হাদীছের প্রামাণ্যতা *(৯ম কিস্তি)* ০৩
*-অনুবাদ : মীযানুর রহমান*

♦ হজ্জের সফর *(২য় কিস্তি)* ০৭
*-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব*

♦ ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ *(২য় কিস্তি)* ১২
*-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম*

♦ ঈদে মীলাদুন্নবী ১৯
*-আত-তাহরীক ডেস্ক*

♦ যে সকল কর্ম লা'নত ডেকে আনে *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)* ২১
*-আহমাদুল্লাহ*

♦ বাংলাদেশের উপজাতীয়রা আদিবাসী নয় কেন? ২৫
*-মেহেদী হাসান পলাশ*

◈ **সাময়িক প্রসঙ্গ :** ২৯

♦ রাষ্ট্রহীন করা হচ্ছে ৪০ লাখ মানুষকে

◈ **চিকিৎসা জগৎ :** ৩১

♦ হাঁটুর ক্ষতি এড়াতে করণীয়

◈ **ক্ষেত-খামার :** ৩২

♦ ছাদে আনার বা বেদানার চাষ পদ্ধতি

◈ **কবিতা :** ৩৪

♦ দু'টি বিন্দু কবিতা ♦ ফিরক্বা নাজিয়াহ
♦ পরিচয়

◈ **সোনামণিদের পাতা** ৩৫

◈ **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৬

◈ **মুসলিম জাহান** ৩৯

◈ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৩৯

◈ **সংগঠন সংবাদ** ৪২

◈ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

**হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ** কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

# জবাবদিহিতার অনুভূতি

মানব জীবনে অধঃপতনের অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল জবাবদিহিতার অনুভূতির দুর্বলতা। যা দু'প্রকার : মানুষের নিকট জবাবদিহিতা এবং আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহিতা। মানুষের নিকট জবাবদিহিতার অনুভূতি কমে গেলে বা বিলুপ্ত হ'লে মানুষ যত না বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার চাইতে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহিতার অনুভূতি বিলুপ্ত হ'লে। কেননা 'আল্লাহ্র নিকটে যমীন ও আসমানের কোন কিছুই গোপন থাকে না' *(আলে ইমরান ৩/৫)*। তিনি মানুষের চোখের চোরা চাহনি এবং তাদের বুকে যা লুকিয়ে থাকে, সবই জানেন *(মুমিন ৪০/১৯)*। যদি প্রত্যেক মানুষ স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে সজাগ হ'ত ও আখেরাতে জবাবদিহিতার অনুভূতি তীব্রতর হ'ত, তাহ'লে সমাজের সিংহভাগ অভিযোগ ও সমস্যা বিদূরিত হ'ত।

মানব জাতির মধ্যে মুসলমান হ'ল মানবতার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। কারণ সে যা কিছুই করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে এবং আল্লাহ্র ভয়ে অন্যায় থেকে বিরত থাকে। সে জানে যে, 'কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে (ক্বিয়ামতের দিন) দেখতে পাবে'। 'আর কেউ অণু পরিমাণ মন্দকর্ম করলে তাও সে দেখতে পাবে' *(যিলযাল ৯৯/৭-৮)*। আখেরাতে কঠিন শাস্তির ভয়ে সে সদা কম্পবান থাকে। কেননা সে জানে যে, সেদিন 'যার ওযনের পাল্লা হালকা হবে', 'তার ঠিকানা হবে 'হাভিয়াহ'। 'তুমি কি জানো তা কি?' 'প্রজ্বলিত অগ্নি' *(ক্বারে'আহ ১০১/৮-১১)*। বস্তুতঃ ক্বিয়ামতের দিন ওযনের পাল্লা হালকা হওয়ার ভয়েই হযরত ওমর (রাঃ) স্বীয় খেলাফতকালে বলতে গেলে ঘুমাতেন না। তিনি বলতেন, যদি আমি রাতে ঘুমাই, তাহ'লে আমি নিজেকে ধ্বংস করলাম। আর যদি দিনে ঘুমাই, তাহ'লে প্রজাদের ধ্বংস করলাম। কেননা আমি তাদের উপর দায়িত্বশীল *(মাক্বরীযী, আল-খুত্বাত্ব ১/৩০৮)*। উমাইয়া খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (৯৯-১০১ হি.) রাতের বেলা মোটা মোমবাতি জ্বেলে কর্মকর্তাদের ডেকে প্রজাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হচ্ছিলেন। ...এমন সময় একজন বলে উঠল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার নিজের অবস্থা ও পরিবারের অবস্থা কেমন? তখন খলীফা ফুঁ দিয়ে বড় মোমবাতিটি নিভিয়ে দিলেন এবং গোলামকে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বললেন, চেরাগ নিয়ে আসার জন্য। কিছুক্ষণ পরে চেরাগ এল, যা নিবু নিবু আলোয় জ্বলছিল। এবার তিনি বললেন, তুমি এখন যা খুশী আমাকে প্রশ্ন কর। অতঃপর তিনি তার প্রশ্ন সমূহের উত্তর দিলেন। শেষে ঐ ব্যক্তি তাঁকে বড় মোমবাতিটি নিভিয়ে দিয়ে নিবু নিবু চেরাগ আনার কারণ কি জিজ্ঞেস করল। জবাবে খলীফা বললেন, হে আল্লাহ্র বান্দা! বড় মোমবাতিটি যা আমি নিভিয়ে দিয়েছি, সেটি ছিল আল্লাহ্র মাল ও মুসলমানদের মাল। তার আলোয় আমি প্রজাদের অবস্থাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম। কিন্তু যখনই তুমি আমার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে, তখনই আমি মুসলমানদের মোমবাতিটি নিভিয়ে দিলাম' *(সীরাহ ওমর বিন আব্দুল আযীয ১৩৭-৩৮ পৃ.)*।

জবাবদিহিতার অনুভূতি ও দায়িত্বানুভূতির তীব্রতা মুসলিম নেতাদের মধ্যে কেমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর একটি ঘটনা থেকেই বুঝা যায়। একদিন তিনি প্রচণ্ড সূর্যতাপে ছাদাক্বার উটের পরিচর্যা করছিলেন। এমন সময় বনু তামীমের নেতা আহনাফ বিন ক্বায়েস ইরাক থেকে একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে আসেন। যখন তারা নিকটবর্তী হ'লেন, তখন খলীফা ওমর আহনাফকে ডেকে বললেন, হে আহনাফ! কাপড়-চোপড় ছেড়ে দ্রুত এস এবং এই উট পরিচর্যার ব্যাপারে আমীরুল মুমিনীনকে সাহায্য কর। কেননা এগুলি ছাদাক্বার উট। এর মধ্যে ইয়াতীম-মিসকীন ও বিধবাদের হক রয়েছে। তখন একজন বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি ছাদাক্বা খাতের কোন একজন গোলামকে এ কাজের নির্দেশ দিলেই তো যথেষ্ট ছিল। জবাবে ওমর (রাঃ) বললেন, আমার চাইতে ও আহনাফের চাইতে বড় গোলাম আর কে আছে? কেননা যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন দায়িত্বে থাকে তার উপরে ঐরূপভাবে দায়িত্ব পালন করা ওয়াজিব, যেভাবে একজন মনিবের প্রতি গোলামের দায়িত্ব পালন করা ওয়াজিব' *(ইবনুল জাওযী, তারীখু ওমর ৮৯ পৃ.)*।

আব্বাসীয় খলীফা মুক্তাদী বি আমরিল্লাহ (৪৬৭-৪৮৭ হি.)-এর মন্ত্রী আবু শুজা'-এর নিকটে জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, আমাদের প্রতিবেশী একজন বিধবা আছেন, যার চারটি সন্তান রয়েছে। যারা নগ্ন দেহ ও ক্ষুধার্ত। কথাটি শোনার সাথে সাথে মন্ত্রী একজন লোক দিয়ে খাদ্য, বস্ত্র ও কিছু নগদ অর্থ পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর প্রচণ্ড শীতে নিজের দেহের পোষাক খুলে রেখে দিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি এই পোষাক পরবো না, যতক্ষণ না এই ব্যক্তি আমার নিকট তাদের খবর নিয়ে আসে'। লোকটি ছুটে চলে গেল এবং দায়িত্ব পালন করে ফিরে এসে বলল যে, তারা খুবই খুশী হয়েছে এবং মন্ত্রীর জন্য দো'আ করেছে। একথা শোনার পর মন্ত্রী পোষাক পরিধান করলেন' *(আল-বিদায়াহ ১২/১৫০-৫১)*। কি বিস্ময়কর কথা! একজন প্রজার দেহে কাপড় নেই শুনে মন্ত্রী নিজের দেহের কাপড় খুলে রেখে দিলেন। আর খবর না আসা পর্যন্ত ঐভাবেই প্রচণ্ড শীতে কাঁপতে থাকলেন। এযুগে কি এর কোন তুলনা আছে? এটাই ছিল আল্লাহভীরু মন্ত্রীদের অন্যতম দৃষ্টান্ত। যারা জানতেন যে, ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষকে যে পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে। তা হ'ল এই যে, তার জীবন সে কোন কাজে ব্যয় করেছে? তার যৌবন সে কোন কাজে জীর্ণ করেছে? সে কোন পথে আয় ও ব্যয় করেছে? সে যা ইলম শিখেছে, সে অনুযায়ী আমল করেছে কি-না?' *(তিরমিযী হা/২৪১৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ কোন বান্দাকে যদি প্রজাদের উপরে দায়িত্বশীল নিযুক্ত করেন, অতঃপর সে তাদের উপর খেয়ানতকারী হিসাবে মৃত্যুবরণ করে, তাহ'লে তার উপর আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করে দেন' *(বুঃ মুঃ)*। কেবল শাসকই নন, বরং যেকোন দায়িত্বশীলের জন্য একই হুকুম।

বয়স, যোগ্যতা ও পদমর্যাদার হিসাবে মানুষের জবাবদিহিতার তারতম্য হয়ে থাকে। সেদিকে লক্ষ্য করেই রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মনে রেখ তোমরা সবাই দায়িত্বশীল। আর তোমরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। শাসক তার প্রজাদের উপর দায়িত্বশীল। সে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। ব্যক্তি তার পরিবারের উপরে দায়িত্বশীল। সে তার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর পরিবার ও সন্তানদের উপর দায়িত্বশীল। সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। গোলাম তার মনিবের সম্পদের উপর দায়িত্বশীল। সে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। সাবধান! তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে' *(বুঃ মুঃ)*। আল্লাহ বলেন, 'যেদিন তাদের কৃতকর্ম বিষয়ে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের যবান এবং তাদের হাত ও পা' *(নূর ২৪/২৪)*। এমনকি প্রত্যেকের দেহচর্ম ও ত্বক তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে *(হামীম সাজদাহ ৪১/২০-২৩)*। অতএব হে মানুষ! অবিচ্ছেদ্য সাক্ষীদের থেকে সাবধান হও। হে দায়িত্বশীলগণ! ক্বিয়ামতের দিন নিজের আমলনামা নিজে পাঠ করার জন্য প্রস্তুত হও *(বনু ইস্রাঈল ১৭/১৪)*। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন! *(স.স.)*।

# আক্বীদা ও আহকামে হাদীছের প্রামাণ্যতা

*মূল : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী*
*অনুবাদ : মীযানুর রহমান**

(৯ম কিস্তি)

**দলীল বুঝতে অপারগ ব্যক্তির জন্য তাক্বলীদ জায়েয প্রসঙ্গে :**

কেউ বলতে পারে, সবাই তো এই অর্থে আলেম হ'তে পারবে না। আমরা বলব, হ্যাঁ, বিষয়টি এমনই। কিন্তু নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীছ বিষয়ে কে বিতর্ক করবে? আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 'যদি তোমরা না জানো, তাহ'লে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর' *(আম্বিয়া ২১/৭)*। তিনি আরোও বলেন, فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا 'অতএব এ বিষয়ে যিনি সর্বাধিক অবগত, তাকে জিজ্ঞেস কর' *(ফুরক্বান ২৫/৫৯)*।

যারা অজ্ঞতা সত্ত্বেও ফৎওয়া দেয় তাদের সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, أَلَا سَأَلُوْا حِيْنَ جَهِلُوْا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ 'না জানার সময় যদি তারা জিজ্ঞেস করতো। কেননা না জানার চিকিৎসা হ'ল জিজ্ঞেস করা'।[১]

যদিও আলোচনার বিষয় এটা নয় যে, কার পক্ষে তা সম্ভব আর কার পক্ষে তা সম্ভব না। বরং আলোচনার বিষয়বস্তু দ্বারা বুঝা যায় যে, তা বিশেষ শ্রেণীর লোকের জন্য প্রযোজ্য, যাদেরকে 'আহলে ইলম' বলে ধরা হয় এবং মনে করা হয় যে, তাদের পক্ষে মাসআলা সমূহ জানা সম্ভব অথবা কিছু মাসআলা দলীল সহ জানা সম্ভব। বাস্তব কথা হ'ল ওরা মাযহাবের অভিমত বিষয়ে পণ্ডিত আর কিতাব ও সুন্নাতের ব্যাপারে অজ্ঞ। সুতরাং এমন প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। বিশেষত এ অধ্যায়ের শুরুতেই উছূল বিষয়ক মৌলিক নীতিমালা উল্লেখ করেছি, যা আমাদেরকে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফায়েদা দিয়ে থাকে। (এক) তাক্বলীদ কোন উপকারী ইলম নয়। এ বিষয়ে স্পষ্ট বর্ণনা করেছি যা যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ। (দুই) তাক্বলীদ সাধারণ ও অজ্ঞ লোকের কাজ। ফলে দলীলাদি জানতে সক্ষম আলেম এ হুকুমের বাইরে। তার কাজ তাক্বলীদ নয়; ইজতিহাদ করা। একথাটি দ্বিতীয় বিষয়টিকে স্পষ্ট করে দেয়। তাই আমি বলি, ইবনু আব্দিল বার্র তাঁর কথার শেষে বলেছেন যার সারাংশ পূর্বেও উল্লেখিত হয়েছে। তিনি বলেন, 'এসবই সাধারণ লোকদের জন্য। কেননা সাধারণ লোকজনের উচিত তাদের আলেমগণের তাক্বলীদ করা। কেননা দলীলের ক্ষেত্র তার নিকট স্পষ্ট নয় এবং না বুঝার কারণে এ বিষয়ে কোন ইলমও তারা অর্জন করতে পারে না। কেননা ইলমের অনেক স্তর রয়েছে। যার নিম্নটি ব্যতীত শীর্ষস্তরে যাওয়া সম্ভব নয়। এখানেই সাধারণ মানুষের মাঝে ও দলীল অন্বেষণের মাঝে অন্তরায়। আল্লাহ অধিক অবগত। সাধারণ লোকজন তাদের আলেম-ওলামার তাক্বলীদ করবে মর্মে আলেমগণ কোন দ্বিমত পোষণ করেননি এবং নিম্নোক্ত আয়াতে তারাই উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 'যদি তোমরা না জানো, তাহ'লে জ্ঞানীদের নিকটে জিজ্ঞেস কর' *(আম্বিয়া ২১/৭)*। তারা এ বিষয়ে একমত যে, অন্ধ ব্যক্তির ওপর আবশ্যক কিবলা চিনতে সমস্যা হ'লে বিশ্বস্ত ও তা সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তির তাক্বলীদ করা। অনুরূপভাবে দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে যার কোন ইলম এবং দূরদৃষ্টি নেই, সেও অবশ্যই আলেমের তাক্বলীদ করবে। অনুরূপ আলেমগণ একমত যে, সাধারণ লোকের জন্য ফৎওয়া দেওয়া জায়েয নেই। এটা এ কারণে যে, কিভাবে হালাল করা হয় আর কিভাবে হারাম করা হয় সে সম্পর্কে তার কোন ইলম নেই'।

তবে আমি মনে করি, সাধারণ লোক অবশ্যই তাক্বলীদ করবে কথাটি দু'টি অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। কেননা আপনি ভাল করেই জানেন যে, তাক্বলীদ হ'ল অন্যের কথা দলীলবিহীন মেনে নিয়ে আমল করা। অনেক সময় এমন কিছু বিচক্ষণ সাধারণ লোক থাকে যারা তাদের নিকটে পৌঁছানো দলীল স্পষ্ট হওয়ার কারণে দলীল হিসাবে তা তারা জানতে পারে। কে দাবী করবে যে, রাসূলের বাণী اَلتَيَمُّمُ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ 'তায়াম্মুম হ'ল মুখমণ্ডল ও দু'কব্জির জন্য একবার (দু'হাত মাটিতে) মারা'।[২] এটার দলীল তাদের নিকট স্পষ্ট নয়? বরং তাদের চেয়ে কম মেধার অধিকারী হ'লেও? সুতরাং সত্য কথা হ'ল, যে ব্যক্তি দলীল জানতে অপারগ তার জন্য আবশ্যক তাক্বলীদ করা। আর আল্লাহ তা'আলা কারো ওপর সাধ্যাতীত কোন কিছু আরোপ করেন না। এ প্রসঙ্গে আলোচনার শেষে ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর বক্তব্য তুলে ধরা হবে, যা এটিকে আরোও শক্তিশালী করবে। আলেমও কখনো কখনো কিছু মাসআলায় তাক্বলীদের শরণাপন্ন হন। যখন সে বিষয়ে শক্তিশালী কোন দলীল আল্লাহ্র কিতাবে ও তাঁর রাসূলের হাদীছে তিনি নিজে খুঁজে না পান, তখন সে বিষয়ে তার চেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তির অভিমত পেলে যরূরী কারণে তারই তাক্বলীদ করেন। যেমন কিছু মাসআলায় ইমাম শাফেঈ (রহঃ) করেছেন। এজন্যই ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,

وَهَذَا فِعْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ الْوَاجِبُ؛ فَإِنَّ التَّقْلِيدَ إِنَّمَا يُبَاحُ لِلْمُضْطَرِّ، وَأَمَّا مَنْ عَدَلَ عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَعَنْ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ بِالدَّلِيلِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ إِلَى التَّقْلِيدِ فَهُوَ كَمَنْ عَدَلَ إِلَى الْمَيْتَةِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْمُذَكَّى؛ فَإِنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَا يَقْبَلَ قَوْلَ الْغَيْرِ إِلَّا بِدَلِيلٍ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ، فَجَعَلْتُمْ أَنْتُمْ حَالَ الضَّرُورَةِ رَأْسَ أَمْوَالِكُمْ -

---

* লিসান্স, এম.এ. (অধ্যয়নরত), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

১. আবূদাঊদ হা/৩৩৬, হাসান।

২. আবূদাঊদ হা/৩২৭, ছহীহ।

'এটা আহলে ইলমের কাজ যা ওয়াজিব। কেননা তাক্বলীদ বৈধ কেবল নিরুপায় ব্যক্তির জন্য। কিন্তু যে ব্যক্তি কিতাব, সুন্নাত, ছাহাবীগণের মতামত ও দলীল সহ হক জানতে সক্ষম হওয়ার পরও এসব থেকে মুখ ফিরিয়ে তাক্বলীদ করবে, সে যেন যবাইকৃত পশু ভোগ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা বাদ দিয়ে মৃত পশুর দিকে মুখ ফিরালো। কেননা মূল কথা হ'ল দলীল ছাড়া অন্য কারো কথা গ্রহণ না করা। কিন্তু মুক্বাল্লিদরা যরূরী অবস্থাকে আসল মূলধন মনে করে নিয়েছে'।[৩]

**ইজতিহাদের বিরুদ্ধে মাযহাবীদের যুদ্ধ এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর তাক্বলীদ আবশ্যক করা :**

এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর এখন আমাদের পূর্বেকৃত ওয়াদা যা বাকী রয়েছে তা হ'ল, ইমামগণের অনুসরণের দাবীদারদের অবস্থা পর্যালোচনা করা এবং তাদের মতামতগুলি অনুসরণের যৌক্তিকতা তুলে ধরা। এ প্রসঙ্গে আমি বলব, যুগ যুগ ধরে তাক্বলীদপন্থী মাশায়েখের অধিকাংশের অবস্থান খুবই বিস্ময়কর। কেননা তারা যখন দাবী করে যে, বিধি-বিধান বুঝার ক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের দিকে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা তাদের নেই এবং ইমামগণের তাক্বলীদ করা তাদের আবশ্যক! তখন আপনি দেখবেন যে তারা কিন্তু জাহেল বা অজ্ঞ সাব্যস্ত হ'তে রাযী নয়। অথচ তাদের আলেমগণের মতামতের দাবী এটাই। বরং আমরা দেখতে পাই তারা তাদের অনেক মূলনীতির তাক্বলীদ থেকেও বেরিয়ে গেছেন এবং নিজেরাই কিছু মূলনীতি তৈরী করেছেন! অথচ তাক্বলীদের দাবীদার হওয়ার পর তাদের এমন দাবী করাটা যৌক্তিক ছিল না। বিশেষ করে তখন যখন তাদের তৈরী করা মূলনীতিগুলি কিতাব ও সুন্নাতের দলীল বিরোধী। আসলে তারা এসব মূলনীতি এজন্য তৈরী করেছেন যাতে শাখা-প্রশাখাগত বিষয়গুলিতে ইমামগণের তাক্বলীদ করাকে নিজেদের ওপর আবশ্যক করতে পারেন। যদিও সেগুলি তাদের অনুসরণীয় ইমামগণের পূর্ববর্তী নির্দেশ বিরোধী। তারা দাবী করে যে, أَنَّ الْمُجْتَهِدَ الْمُطْلَقَ قَدْ فُقِدَ 'মুজতাহিদ মুতলাক্ব পাওয়া যায় না'।[৪] তাদের প্রসিদ্ধ কথা হ'ল '৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পর ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে!' ইবনু আবেদীন তার হাশিয়াতে এমনটিই উল্লেখ করেছেন (১/৫৫১)।

এজন্য তারা মুসলমানদেরকে কিতাব ও সুন্নাতের জ্ঞান অর্জন করতে নিষেধ করেছেন এবং চার ইমামের কোন একজনের তাক্বলীদ করা তাদের ওপর ওয়াজিব করেছেন। যেমন 'আল-জাওহারাহ' গ্রন্থকার বলেছেন,

وَوَاجِبٌ تَقْلِيْدُ حَبْرٍ مِنْهُمُ ... كَذَا حَكَى الْقَوْمُ بِلَفْظٍ يُفْهَمُ-

'তাদের মধ্যে একজন বড় আলেমের তাক্বলীদ ওয়াজিব। এমনটিই লোকেরা সুস্পষ্ট শব্দে বর্ণনা করেছেন'।

তারা দাবী করেছেন যে, ইলমে হাদীছ ও ফিক্বহ পূর্ণতা পেয়েছে এবং শুকিয়ে গেছে।[৫] তারা দৃঢ়তার সাথে এটা বলেছেন এবং এর স্বপক্ষে মানদণ্ড হিসাবে আবুল হাসান কারখীর নিম্নোক্ত কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

كُلُّ آيَةٍ تُخَالِفُ مَا عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا فَهِيَ مُؤَوَّلَةٌ أَوْ مَنْسُوْخَةٌ وَكُلُّ حَدِيْثٍ كَذَلِكَ فَهُوَ مُؤَوَّلٌ أَوْ مَنْسُوْخٌ-

'আমাদের অনুসারীরা যে সকল মূলনীতির ওপর রয়েছেন তার বিরোধী যে সকল আয়াত রয়েছে বুঝতে হবে সেগুলি তাবীলযোগ্য অথবা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে! অনুরূপভাবে আমাদের মাযহাব বিরোধী প্রত্যেকটি হাদীছ ব্যাখ্যাযোগ্য অথবা তা মানসূখ হয়ে গেছে'।[৬] সেজন্য যে কোন আয়াত কিংবা হাদীছ আপনি তাদের সামনে পেশ করুন না কেন তারা নিজেদের জন্য সেটাকে দ্রুত প্রত্যাখান করাকে জায়েয করে নিয়েছে!! তারা এর নির্দেশনা নিয়ে কোন চিন্তা ও গবেষণা করবে না এবং এ দু'টি বাস্তবিকভাবে তাদের মাযহাব বিরোধী কি-না তা নিয়েও ভাববে না। আর আপনি এ প্রশ্ন করলে আপনাকে এই বলে জবাব দেবে যে, আপনি বেশি জানেন, না মাযহাব?!!

**গোঁড়ামি ও ইমামগণের তাক্বলীদ করাকে ফরয করার ক্ষেত্রে মাযহাবীদের তাদের ইমামদের বিরোধিতা করা :**

তারা যে সকল মূলনীতি তৈরী করেছে তা তাদের ইমামগণ যা অছিয়ত করেছেন তার বিরোধী। তারা নিজেদের অন্তরে এবং শিক্ষার্থীদের মানসপটে তাক্বলীদকেই সুদৃঢ় করে দিয়েছে। এর মাধ্যমে তারা কিতাব ও সুন্নাতের জ্ঞান অর্জন করার রাস্তা তাদের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে ফিক্বহ বলতে বুঝায় তাদের (মাযহাবী) কিতাবসমূহে বর্ণিত আলেমগণের মতামতগুলি জানা ও বুঝা। তারা কেবল এতেই সন্তুষ্ট থাকেনি বরং মাযহাবী গোঁড়ামির দিকেও আহবান করেছে। যেমন তাদের কিছু লোক বলেছে, 'যদি আমাদেরকে আমাদের মাযহাব ও বিরোধী মাযহাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় তাহ'লে অবশ্যই বলব, আমাদের মাযহাব সম্পূর্ণ সঠিক, কিছু ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। আর আমাদের বিরোধী মাযহাব ভুল, সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। আর যদি আমাদের আক্বীদা ও আমাদের বিরোধীদের আক্বীদা সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসিত হই তাহ'লে অবশ্যই বলব, আমরা যে আক্বীদার ওপর রয়েছি তা হক আর আমাদের বিরোধীরা যার ওপর আছে তা বাতিল'।[৭]

অথচ এ ধরনের কথা এবং যেগুলি আমরা উল্লেখ করিনি, সেগুলি অনুসরণীয় ইমামগণের কেউই বলেননি। বরং তারা ছিলেন জ্ঞানী ও আল্লাহভীরু। উল্লেখিত কথাটি দু'টি কারণে সুস্পষ্টরূপে বাতিল। এক- এমন কথা কিতাব ও সুন্নাতের অনেক দলীল বিরোধী, যা ইলম ছাড়া কথা বলতে মানুষকে

৩. *ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ২/৩৪৪।*
৪. *আদ-দুরুল মুখতার ১/৪৫, হাশিয়া দ্রঃ।*
৫. *ঐ, হাশিয়া দ্রঃ।*
৬. *ঐ, হাশিয়া দ্রঃ।*
৭. *আল্লামা খুযারী, তারীখুত তাশরীঈল ইসলামী, পৃঃ ৩৩২।*

নিষেধ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ 'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পিছে পড়ো না' *(বানী ইসরাঈল ১৭/৩৬)*।

আপনি ভাল করেই জেনেছেন যে, প্রকৃত ইলম তো সেটাই যা কুরআন ও সুন্নাহতে এসেছে। সুতরাং তারা যা বলেছে এর স্বপক্ষে এদু'টির কোথাও কিছু এসেছে কি?!

দুই- তারা তাক্বলীদের দাবী করে। আর মুক্বাল্লিদের দলীল তার ইমামের কথা, যেমন তাদের কিতাব থেকেই জানা যায়। তাই যদি হয় তাহ'লে এ বিষয়ে তাদের ইমামের কথা কোথায় উল্লেখ আছে? এ থেকে তো তারা অনেক দূরে রয়েছেন।

**মুক্বাল্লিদদের মাঝে মতানৈক্য বেশি এবং আহলেহাদীছদের মধ্যে কম :**

যিনি এটা জেনেছেন তিনি দীর্ঘ শতাব্দী যাবৎ মুক্বাল্লিদদের নিন্দনীয় বিভক্তির কারণও জানতে পেরেছেন। এমনকি তাদের অনেকেই এমন ফৎওয়া দিয়েছেন যে, অন্য মাযহাবের লোকের পিছনে ছালাত আদায় করলে তা বাতিল অথবা মাকরূহ। বরং তাদের কিছু লোক হানাফীকে শাফেঈ মাযহাবের মেয়েকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন। আবার কেউ কেউ এটাকে বৈধ করেছেন। কিন্তু বিপরীতটাকে (হানাফী মেয়ে ও শাফেঈ ছেলে) জায়েয বলেননি! এর কারণ হিসাবে তারা বলে থাকেন 'তাকে (শাফেঈ মাযহাবের মেয়েকে) আহলে কিতাব হিসাবে ধরতে হবে'! বিষয়টি এমন যেন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিম্নোক্ত বাণীতে তাদেরকে উদ্দেশ্য করেননি, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ– 'তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং স্পষ্ট প্রমাণাদি এসে যাওয়ার পরেও তাতে মতভেদ করেছে। এদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর শাস্তি' *(আলে ইমরান ৩/১০৫)*। তিনি আরোও বলেন, فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ– 'কিন্তু তারা তাদের দ্বীনকে বহু ভাগে বিভক্ত করে ফেলে। আর প্রত্যেক দলই তাদের কাছে যা আছে, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট' *(মুমিনূন ২৩/৫৩)*।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, اَلزُّبُر দ্বারা কিতাবসমূহ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ প্রত্যেকটি দল নিজেদের জন্য কিতাবসমূহ রচনা করেছে, তা গ্রহণ করেছে, সেগুলি অনুযায়ী আমল করেছে এবং সেদিকেই মানুষকে দাওয়াত দিয়েছে। আর অন্য কিতাবগুলিকে পরিহার করেছে এবং বাস্তবতায় এমনটিই দেখতে পাওয়া যায়'।[৮]

আমার বক্তব্য হ'ল, সম্ভবত এইগুলি সেই কিতাব যার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ), যা আমর বিন কায়স সাকূনী তার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

خَرَجْتُ مَعَ أَبِي فِي الْوَفْدِ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَسَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ النَّاسَ يَقُولُ : إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُرْفَعَ الْأَشْرَارُ وَتُوضَعَ الْأَخْيَارُ، وَأَنْ يُخْزَنَ الْفِعْلُ وَالْعَمَلُ وَيَظْهَرَ الْقَوْلُ، وَأَنْ يُقْرَأَ بِالْمُثَنَّاةِ فِي الْقَوْمِ لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يُغَيِّرُهَا أَوْ يُنْكِرُهَا فَقِيلَ : وَمَا الْمُثَنَّاةُ؟ قَالَ : مَا اكْتُتِبَتْ سِوَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ–

'আমি আমার পিতার সাথে একটি দলে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর নিকট গেলাম। আমি শুনতে পেলাম একজন লোক মানুষদের নিকট আলোচনা করছেন। তিনি বলছেন, ক্বিয়ামতের আলামতগুলির মধ্যে রয়েছে খারাপ লোকদেরকে মর্যাদায় আসীন করা এবং ভাল মানুষদের মর্যাদাকে তুচ্ছ করা (অর্থাৎ মানুষেরা খারাপ লোকদেরকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করবে এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মর্যাদা হ্রাস করা হবে, যা আজকাল দেখা যায়।) মানুষ কাজ কর্ম জমা করে রাখবে, কথা বেশি প্রকাশ পাবে (অর্থাৎ কথা বেশী, কাজ কম হবে), লোকদের মাঝে কিতাব (কুরআন) ছাড়া অন্যকিছুর পঠন চালু হবে। তাদের মাঝে এমন কাউকে পাওয়া যাবে না যে তা পরিবর্তন করবে অথবা অপসন্দ করবে। বলা হ'ল, মুছান্নাত কি? তিনি বললেন, কিতাবুল্লাহ্ ছাড়া অন্য যা কিছু লিখা হয়'।[৯]

সম্ভবত এজন্যই ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) কিতাব ও সুন্নাতের একনিষ্ঠ অনুসারী হওয়ার কারণে শাখা-প্রশাখাগত ও রায়ভিত্তিক বইগুলিকে অপসন্দ করতেন।[১০] এই ভয়ে যে, মানুষ কিতাব ও সুন্নাহকে বাদ দিয়ে সেগুলিকেই প্রাধান্য দিতে পারে। যেমনটি মুক্বাল্লিদরা পুরোপুরি করেছে। কেননা তারা মতভেদের সময় তাদের মাযহাবকেই কিতাব ও সুন্নাতের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং মাযহাবকেই এ দু'টির মানদণ্ড (معيارا) মনে করে, যা পূর্বে কারখীর কথা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে। অথচ কিতাব ও সুন্নাতের ইত্তেবা ওয়াজিব ছিল, যেটি পূর্বে উল্লেখিত কুরআন ও সুন্নাহ্র দাবী। তাদের ইমামগণের অভিমতগুলিও তাদের ওপর এটাই ওয়াজিব করে এবং তাদের উচিত অন্যান্য মাযহাবগুলির মধ্যে যার নিকট কিতাব ও সুন্নাত রয়েছে তার সাথে একাত্মতা পোষণ করা। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় তারা পরস্পর বিরোধী ও মতানৈক্যকারী রূপেই থেকেছে! এজন্যই ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) রাসূলের (ছাঃ) এই হাদীছটি,

وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي...–

---

৮. *ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ১/৩১৪*

৯. *হাকেম হা/৮৬৬১। তিনি বলেছেন, এর সনদ ছহীহ। যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন। যদিও তা মাওকূফ কিন্তু তার হুকুম মারফূ'। কেননা তা এমন গায়েবী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যা কেবল রায় দ্বারা বলা যায় না। তাছাড়া কিছু রাবী এটিকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করে ছহীহও বলেছেন।*

১০. *ইবনুল জাওযী, মানাক্বিবু আহমাদ, পৃঃ ১৯২।*

'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আমার পরে যে ব্যক্তি বেঁচে থাকবে সে অচিরেই অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। সে সময় তোমরা আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে...'[১১] উল্লেখ করে বলেন, 'এটা মতভেদকারীদের জন্য নিন্দা এবং তাদের পথে চলার ব্যাপারে সতর্কবার্তা। নিশ্চয়ই মতভেদ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা জটিল আকার ধারণ করেছে তাক্বলীদ ও এর অনুসারীদের কারণেই। যারা দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং দ্বীনের অনুসারীদেরকে বিভিন্ন দলে ভাগ করে ফেলেছে। প্রত্যেকটি ফের্কা স্বীয় অনুসৃত ব্যক্তির প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত হয়, সেদিকেই দাওয়াত দেয়, তার বিরোধীদেরকে তিরস্কার করে এবং তাদের কথা অনুযায়ী আমল করাকে বৈধ মনে করে না। এমনকি বিষয়টি এমন যেন ওরা ভিন্ন ধর্মের লোক! তারা তাদের বিরুদ্ধে জবাব দেওয়ার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও মেহনত করে। তারা বলে, 'তাদের বইগুলি' ও 'আমাদের বইগুলি', 'তাদের ইমামগণ' ও 'আমাদের ইমামগণ' 'তাদের মাযহাব' ও আমাদের মাযহাব'! অথচ নবী একজন, কুরআন একটিই, রব এক। সুতরাং সকলের ওপর ওয়াজিব হ'ল একটি বাক্যের প্রতি অনুগত হওয়া যা সবার কাছেই সমান, রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত আর কারো নিঃশর্ত আনুগত্য না করা, অন্য কাউকে তার সমকক্ষ মনে করে তার মতামতগুলিকে তাঁর বাণীর মত মনে না করা, আল্লাহ ব্যতীত পরস্পরকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ না করা। এসব বিষয়ে যদি তাদের সবার কথা এক হয়, তাদের প্রত্যেকেই যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বানকারীর প্রতি অনুগত হয়, তারা সবাই যদি সুন্নাত ও ছাহাবীগণের আছারের মাধ্যমে শারঈ বিষয়ে ফায়ছালা গ্রহণ করে, তাহ'লে অবশ্যই মতভেদ কমে যেত। যদিও তা একেবারে পৃথিবী থেকে নিঃশেষ হ'ত না। সেজন্য আপনি দেখতে পাবেন আহলে সুন্নাত ও আহলেহাদীছরা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কম মতভেদকারী। সুতরাং ভূ-পৃষ্ঠে ঐক্যের দিক দিয়ে তাদের চেয়ে বেশি এবং মতভেদের ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে কম আর কোন দলকে আপনি দেখতে পাবেন না। কেননা তারা এই মূলের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যখনই কোন ফির্কা হাদীছ থেকে বেশী দূরে থাকবে তখনই তাদের নিজেদের মাঝে মতভেদ ততবেশি কঠিন ও জটিল আকার ধারণ করবে। কেননা যে হককে প্রত্যাখ্যান করে, তখন হক তার নিকট বিশৃঙ্খল ও অগোছালো মনে হয়। সঠিক বিষয়টাও তার নিকট সংশয়পূর্ণ মনে হয়। ফলে সে তার গন্ত ব্যস্থল সম্পর্কে জানে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيْجٍ– 'বরং তারা সত্য আসার পর তাতে মিথ্যারোপ করেছে। ফলে তারা সংশয়ে পড়ে গেছে' *(ক্বাফ ৫০/৫)*।

তিনি আরো বলেন, *(২/৩৪৭)* 'আমরা এমন দাবী করি না যে, আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির ওপর এটি ফরয করে দিয়েছেন যে, দ্বীনের ছোট-বড় সকল মাসআলায় সত্য বিষয়কে দলীল সহ জানবে। আমরা কেবল সেগুলিকেই অপসন্দ করি যেগুলিকে ইমামগণ ও তাদের পূর্বে ছাহাবীগণ ও তাবেঈগণ অপসন্দ করেছেন। আমরা অপসন্দ করি রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষায় শ্রেষ্ঠ যুগের পর নিন্দিত চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর পর ইসলামের নামে যা কিছু নতুন সৃষ্টি হয়েছে সেগুলিকে। যেমন একজন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে নিয়ে তাঁর ফৎওয়া সমূহকে শরী'আত প্রণেতার দলীলের মর্যাদা দেয়া, বরং তাঁর ওপর তাকে প্রাধান্য দেওয়া, তার কথাকে রাসূল (ছাঃ)-এর পরে তাঁর উম্মতের সকল আলেমের মতামতের ওপর প্রাধান্য দেওয়া, আহকামকে আল্লাহ্র কিতাব, তাঁর রাসূলের সুন্নাত ও ছাহাবীগণের বক্তব্য থেকে হাছিল করার পরিবর্তে তাঁর তাক্বলীদকেই যথেষ্ট মনে করা, এগুলির সাথে আরো কিছু যোগ করা যেমন 'মুক্বাল্লাদ' (অনুসৃত ব্যক্তি) সম্পর্কে এমন বিশ্বাস করা যে, তিনি কেবল তাই বলেছেন যা কিতাব ও সুন্নাতে রয়েছে, (এর বাইরে তিনি কিছু বলতেই পারেন না)! এটা এমন সাক্ষ্য যে, সাক্ষীদাতা নিজেই তা জানে না এবং এটি আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে না জেনে কথা বলার নামান্তর। সে তার বিরোধী ব্যক্তি সম্পর্কে বলে থাকে যে, তিনি কিতাব ও সুন্নাতের সঠিক অনুসারী নন! যদিও বাস্তবিকপক্ষে তিনিই তার চেয়ে বেশি জ্ঞানী! সে আরো বলে যে, আমি যার অনুসরণ করি তিনিই সঠিক অথবা বলে, তারা দু'জনই কিতাব ও সুন্নাহর যথার্থ অনুসারী। অথচ দেখা যায় যে, তাদের উভয়ের অভিমত পরস্পর বিরোধী। ফলে সেই ব্যক্তি কিতাব ও সুন্নাহর দলীলগুলি পরস্পর সাংঘর্ষিক মনে করে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) একই সময়ে কোন একটি বিধান দেন আবার তার বিরোধী বিধানও দেন। তাঁর দ্বীন কি লোকদের রায়ের অনুগামী? একই বিষয়ে তাঁর কি নির্দিষ্ট কোন বিধান নেই? ঐ ব্যক্তি হয় এই মাসলাক অনুসরণ করে চলবে অথবা তার অনুসৃত ব্যক্তির বিরোধী ব্যক্তিকে ভুল বলবে। এ দু'টি বিষয়ের যেকোন একটি করা তার জন্য যরূরী। আর এটাই তার তাক্বলীদের বরকত!

যখন এই কথাগুলি জানা গেল তখন আমরা বলছি এবং পূর্বেও বলেছি যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের ওপর সাধ্যমত তাঁকে ভয় করা আবশ্যক করেছেন। যা থেকে বেঁচে থাকবে তা জানাই তাক্বওয়ার মূল বিষয়। তারপর সে অনুযায়ী আমল করা। তাই প্রত্যেক বান্দার ওপর ওয়াজিব যে বিষয়ে তাক্বওয়া অবলম্বন করবে সে বিষয়ে জানার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা যেমন আল্লাহ্র আদেশ, নিষেধ ইত্যাদি। অতঃপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যকে আঁকড়ে ধরবে। জানার চেষ্টা করার পর যা কিছু তার অজানা থেকে যাবে সে বিষয়ে তিনি রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত অন্য লোকদের মতই। কেননা তিনি ব্যতীত তাঁর আনীত বিষয়ের কিছু না কিছু প্রত্যেকের নিকট অজানা থাকেই। কিন্তু এই অজানা তাকে আহলে ইলমের তালিকা থেকে বের করে দেয় না। হক জানা ও মানার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের ওপর সাধ্যাতীত কিছু চাপিয়ে দেন না।

*[চলবে]*

১১. *আবূদাঊদ হা/৪৬০৭, ছহীহ।*

# হজ্জ সফর

*-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব*

৮.

১৫ই আগস্ট, বুধবার। বেলা ৯-টায় মতীউর রহমান ভাই আমাদেরকে নিয়ে গেলেন হোটেল হিলটন কনভেনশন সেন্টারে। সকাল ৯-টা থেকে সঊদী হজ্জ মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'বার্ষিক গ্রাণ্ড হজ্জ কনফারেন্স ১৪৩৯হিঃ' শুরু হয়েছে। সঊদী আরব সহ বহির্বিশ্বের অনেক মেহমান উপস্থিত হয়েছেন। পূর্ব নির্ধারিত বিষয়সমূহের উপর আলোচনা চলছে। হজ্জের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচকগণ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করলেন। যোহরের ছালাতের বিরতিতে আব্বা সঊদী আরবের হজ্জ ও ওমরাহ মন্ত্রী ড. মুহাম্মাদ ছালিহ বিন তাহির বিনতান, হাইয়াতু কিবারিল উলামার সদস্য ড. সা'দ বিন নাছির আশ-শাতরী, বাহরাইনের শারঈ আদালতের প্রধান বিচারপতি ড. আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ আল-হাই, জমঈয়তে আহলেহাদীছ জম্মু-কাশ্মীরের সেক্রেটারী ড. আব্দুল লতীফ আল-কিন্দী প্রমুখের সাথে সাক্ষাৎ, পরিচয়পর্ব এবং কুশল বিনিময় করলেন। অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ এই পর্বটিই সবচেয়ে আনন্দঘন ছিল। যোহরের ছালাতের পর বক্তব্য রাখলেন হারামাইনের প্রেসিডেন্ট এবং কা'বার সম্মানিত ইমাম শায়খ আব্দুর রহমান আস-সুদাইস। শান্ত ভঙ্গিতে এবং আকর্ষণীয় ভাষায় বক্তব্য রাখলেন আধা ঘন্টা। অতঃপর বিদায়ের সময় পথিমধ্যে তাঁর সাথে আব্বার সাক্ষাৎ এবং কুশল বিনিময় হ'ল। সুললিত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত আর আবেগময় দো'আ কুনুতে বিমোহিত করে তোলা এই মহান ব্যক্তিত্বের এত কাছাকাছি এসে বুকটা তোলপাড় করতে থাকে। ছোটখাট, নাদুস-নুদুস এই মানুষটার কণ্ঠে আল্লাহ কি জাদুই না দিয়েছেন। মাসজিদুল হারামের ইমামতিতে তাঁকে পাওয়া মানেই পুরো ছালাত জুড়ে তন্ময়তায় ঘিরে থাকা। প্রতি রাক'আতে তিনি হজ্জ সংক্রান্ত আয়াতগুলিই বেছে নিতেন। তেলাওয়াত করতে করতে কখনও তাঁর কণ্ঠস্বর কান্নায় বুঁজে আসত। আর তা সংক্রমিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ত লাখো মুছল্লীর হৃদয়তন্ত্রীতে। তাবৎ দুনিয়ার আধ্যাত্মিক মুসাফিরদের এই মিলনমেলায় শায়খ সুদাইসের এই মুখলিছানা কণ্ঠস্বর যেন এক বাড়তি সওগাত হয়ে আসে।

অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা হ'লে হোটেল রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ সেরে নেই। খাওয়া শেষে আব্বার পায়ে হঠাৎ ব্যথা শুরু হয়ে এমন অবস্থা হ'ল যে এক পাও চলা সম্ভব হচ্ছিল না। মতি ভাই তার হোটেলরুমে নিয়ে গেলেন এবং আমরা গরম পানি দিয়ে আব্বার পায়ে সেক দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। মাগরিবের পর নাজীব বাসা থেকে আনা কিছু ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করল। তবুও কোন কিছুতেই ব্যথা কমল না। এশার ছালাত পর্যন্ত সেখানেই বিশ্রাম নিলেন। অবশেষে কিছুটা সুস্থ বোধ করলে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। মতি ভাইয়ের রুমে ছিলেন যাত্রাবাড়ী মাদরাসার শিক্ষক টাঙ্গাইলের ইবরাহীম ভাই। তিনি আব্বার প্রাক্তন ছাত্র। পরে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফারেগ হয়ে তিনি দক্ষিণ কোরিয়ায় শায়খ আকমাল ভাইয়ের সাথে দাঈ হিসাবে কর্মরত ছিলেন। পরে দেশে ফিরে তিনি এখন যাত্রাবাড়ী মাদরাসায় শিক্ষকতা করছেন। তিনিও এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন।

হিলটন হোটেলে থাকা অবস্থায় মতি ভাইয়ের মোবাইলে আব্বার সাথে সৌজন্য আলাপ হয় কুয়েতের এহয়াইউত তুরাছের পরিচালক শায়খ তারিক সামী আল-ঈসা এবং কর্মকর্তা আবূ খালেদ আল-মুতাইরীর সাথে। আরও আলাপ হয় ভারতের বিশিষ্ট মুহাক্কিক ও গবেষক শায়খ উযাইর শামস্ এবং দাম্মাম ইসলামিক সেন্টারের খ্যাতনামা বাংলাভাষী দাঈ শায়খ মতীউর রহমান মাদানীর সাথে। শায়খ মতীউর রহমান মাদানী হজ্জের পরে মক্কায় আসবেন এবং সে সময় সাক্ষাৎ করবেন বলে জানালেন। শায়খ উযাইর শাম্স আব্বার থিসিসের উর্দূ অনুবাদ সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন শুনে আমরা খুশী হ'লাম। সে বিষয়ে কিছু আলাপ হ'ল। তিনি বিশেষ করে প্রাচীন আরবী পাণ্ডুলিপিসমূহের ওপর দীর্ঘদিন যাবৎ গবেষণা করছেন। এ পর্যন্ত তাঁর তাহকীক ও সম্পাদনায় ত্রিশোর্ধ মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং তাঁর মত অভিজ্ঞ ব্যক্তির এই দায়িত্ব গ্রহণ করাটা সত্যিই আনন্দের বিষয়। আল্লাহ তাঁর মেহনত কবূল করুন- আমীন!

পরদিন ১৬ই আগস্ট মক্কার হাই আন-নাসীমে সাক্ষাৎ হ'ল বাহরাইনের ডেপুটি স্পিকার ও পার্লামেন্ট সদস্য আদেল আল-মুআওয়াদাহ্র ভ্রাতা ও জমঈয়াতুত তারবিয়াহ আল-ইসলামিয়াহ্র কর্মকর্তা শায়খ জাসেম আল-মুআওয়াদাহ এবং বাহরাইনের জাস্টিস এ্যাণ্ড ইসলামিক এ্যাফেয়ার্স মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকতা ড. নাছের মুহাম্মাদ লোরীর সাথে। শায়খ নাছের লোরী অনেক আগে নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশে এসেছিলেন এবং আব্বা ও আব্দুল মতীন সালাফী চাচার সাথে তখন বেশ কিছু জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে কাজ করেছিলেন। রাজবাড়ী যেলার রঘুনাথপুর গ্রামের মসজিদটি তাঁর সংস্থারই দেয়া। মসজিদটি পরিদর্শনের জন্য একবার আব্বার সাথে তিনি ঢাকা থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন। কিন্তু আরিচা ঘাটে এসে গাড়ী নষ্ট হওয়ায় তাঁরা আর যেতে পারেননি বলে জানালেন আব্বা। এতদিন পর আব্বার সাথে সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি অত্যন্ত খুশী হ'লেন। হজ্জ উপলক্ষে তাঁর সাথে আগত প্রায় ৩০ জন সহযাত্রীর উদ্দেশ্যে আব্বা আরবীতে বক্তব্য রাখলেন এবং বাংলাদেশের আহলেহাদীছদের সম্পর্কে অবগত করালেন। তাঁর আমন্ত্রণে আমরা সেখানে একত্রে রাতের খাবার গ্রহণ করলাম। অতঃপর সেখান থেকে বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরলাম।

পরদিন ১৭ই আগস্ট শুক্রবার সকাল ১০-টার দিকে জুম'আর ছালাত আদায় করার উদ্দেশ্যে বের হ'লাম। মাসজিদুল হারামের অভ্যন্তরভাগ ততক্ষণে পূর্ণ হয়ে গেছে। সাড়ে দশটার মধ্যে হারামের মূল গেটগুলো বন্ধ হয়ে গেল। আমরা

চতুর্থ তলার ছাদসংলগ্ন বারান্দায় অবস্থান নিলাম। যথাসময়ে খুৎবা শুরু হ'ল। হজ্জের ফযীলত ও আনুসঙ্গিক বিষয়ে নিয়মমাফিক সংক্ষিপ্ত, পরিমিত অথচ সারগর্ভ বক্তব্য। তবে খত্বীবের নাম জানা গেল না। জুম'আর ছালাতের পর উন্মুক্ত ছাদ থেকে বায়তুল্লাহ এবং বায়তুল্লাহকে ঘিরে তাওয়াফের সুপরিচিত দৃশ্য দেখলাম। আঠার মত দৃষ্টি আটকে থাকে সেদিকে। সেই কত সহস্র বছরের ইতিহাস আজও চিরসজীব হয়ে আছে এই ঘরকে কেন্দ্র করে। ইবরাহীম (আঃ)-এর দো'আর বরকতে সেই যে শুরু হ'ল তাওয়াফ, তা আজ অবধি বিরামহীনভাবে চলমান। বিশ্বের প্রতিটি প্রান্ত থেকে কত শত মানুষ এসে যোগ দিচ্ছে এই বরকতের মহাসাগরে ডুবে ডুবে মণি-মানিক্য আহরণের অন্তহীন প্রতিযোগিতায়–প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত। সুবহানাল্লাহ!

এবার হজ্জে বিভিন্ন কাফেলায় আমার ছোট খালা-খালু, দুই চাচাতো ভাইসহ আমাদের বেশ কয়েকজন নিকটাত্মীয় এসেছিলেন। তারা হোটেলে এসে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। এছাড়া সংগঠনের বিভিন্ন যেলার প্রতিনিধিদের অনেকেই এসেছিলেন। যেমন কুমিল্লার মাওলানা শরাফত আলী, মেহেরপুরের মোশাররফ হোসেন প্রমুখ। এক রাতে সাতক্ষীরার হাজী আব্দুর রহমান, আব্দুল লতীফ, আব্দুল ওয়াদূদসহ আব্দুল মান্নান চাচার কাফেলার প্রায় ২০ জন এসে সাক্ষাৎ করলেন। এভাবে অনেক পরিচিত মানুষের সাথে সাক্ষাৎ হ'ল হজ্জে এসে, যাদের অনেকের সাথেই দীর্ঘদিন যোগাযোগ হয়নি। এ ক'দিন আমরা সাধারণত হিলটন হোটেলের ৪র্থ তলায় আবূ বকর মসজিদে বাদ আছর থেকে এশা পর্যন্ত অবস্থান করতাম। সংগঠনের কর্মী এবং শুভাকাঙ্ক্ষীগণ অনেকেই এখানে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। নেপালী ৩ জন ভাই ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু ভাই একদিন আসলেন। আব্বা তাদের উদ্দেশ্যে উর্দূতে বক্তব্য রাখলেন। এরপর একদিন এলেন ঢাকার নর্দা জামে মসজিদের খত্বীব ড. ইমাম হোসেন। সালাফী আক্বীদা ও মানহাজের প্রচার ও প্রসারে তিনি সাম্প্রতিককালে বেশ জোরালো ভূমিকা রাখছেন মাশাআল্লাহ। এ বিষয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা হ'ল তাঁর সাথে। আল্লাহ তাঁকে কবূল করুন- আমীন!

৯.

১৮ই সেপ্টেম্বর। হজ্জের মূল কার্যক্রম তথা মীনায় যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিতে সারাদিন অতিক্রান্ত হ'ল। বিশেষ ভিসায় হজ্জে আসায় মু'আল্লিম পেতেও বিশেষ ব্যবস্থাপনার আশ্রয় নিতে হয়েছে এবং তাতে যথেষ্ট ঝক্কি পোহাতে হয়েছে। এদিন রাত ৯-টায় আমরা ইহরামের কাপড় পরিধান করে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লাম। ফুরকান রোডের ইসকানে অবস্থিত মু'আল্লিমের অফিসে দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হয়। এই মু'আল্লিমের তত্ত্বাবধানে যারা রয়েছেন তারা সবাই 'ফুরাদা' তথা কোন এজেন্সির সাহায্য ছাড়া স্ব স্ব ব্যবস্থাপনায় বিচ্ছিন্নভাবে আগত। ফলে আমাদের এই দলে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ তথা পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ভারত, মালদ্বীপ ছাড়াও সিরিয়া ও লেবাননের কিছু আরব হজ্জযাত্রী রয়েছেন। সবমিলিয়ে বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মিশেলে এক বিচিত্র দল।

শুরুতেই অব্যবস্থাপনা দেখতে পাই। রাত অনেকটা গড়িয়ে যায় কিন্তু বাস আসে না। পাকিস্তানী হাজীদের কয়েকজন তো ক্ষুব্ধ হয়ে রীতিমত সড়ক আটকে বসে পড়ে। তাতে বেশ কাজও হয়। অবশেষ রাত ৩-টায় আমাদের বাস মিনার উদ্দেশ্যে ছাড়ে। মিনায় আমাদের ক্যাম্পের অবস্থান ছিল কুয়েত মসজিদের নিকটস্থ এক পাহাড়ের চূড়ায়। ক্যাম্প নং ২৬০। গাড়ী থেকে নেমে পাহাড়ের উপর বেশ কিছুটা পথ হেঁটে উঠতে হ'ল। আব্বা এবং ফুফুর তাতে বেশ কষ্ট হয়। কিন্তু পাহাড় থেকে দৃশ্যমান মিনার সুবিস্তৃত ময়দান আর হলুদাভ আলোকজ্জ্বল সারি সারি তাবুর ঠিকরে পড়া সৌন্দর্য আমাদের কষ্ট প্রায় লাঘব করে দিল। ১ লক্ষেরও বেশী তাবু রয়েছে এখানে প্রায় ২০ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে। যেখানে একত্রে ৩০ লক্ষেরও বেশী হজ্জযাত্রী অবস্থান করতে পারেন।

ক্যাম্পে ঢুকে নিজেদের তাঁবু খুঁজে পেতে কষ্ট হয় না। হাজীদের সহযোগিতার জন্য সেখানে সঊদী বয় স্কাউটদের দেখা গেল। একেকটি তাঁবুতে ২৮/৩০ জনের থাকার ব্যবস্থা। নারী-পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন তাঁবু। শোয়ার জন্য বরাদ্দ জায়গা বেশ সংকীর্ণ হ'লেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্রত্যেকের জন্য একটি করে ম্যাট্রেস ও বালিশ। গরমের তীব্রতা কাটাতে রয়েছে তাপানুকূল যন্ত্র। তবে সবচেয়ে প্রসন্ন বোধ করি টয়লেট ও পানির সুব্যবস্থা দেখে। লক্ষ লক্ষ মানুষের এই আয়োজনে টয়লেট ব্যবস্থাপনাতে কিছু ত্রুটি থাকবেই। তা সত্ত্বেও মনে হয়েছে ত্রুটিগুলো দূর করতে কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ আন্তরিকতাই দেখিয়েছেন। আমরা ফজর ছালাত আদায় করে শুয়ে পড়লাম। সকাল ৯-টায় ঘুম থেকে জাগার পর ক্যাম্প থেকে বরাদ্দ নাশতা গ্রহণ করি। আমাদের তাঁবুর প্রায় সকল হাজীই ছিলেন পাকিস্তানী। ফলে তাদের সাথে সহজেই আন্তরিকতা গড়ে উঠল।

পরদিন হজ্জ শুরু হবে বলে সেদিন অনেকটা বিশ্রামেই কাটল। পাকিস্তানীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে ক্যাম্প থেকে বরাদ্দ খাবারের মেন্যু ছিল সব পাকিস্তানী হেঁসেলের। আমার অভ্যাস থাকলেও পরিবারের বাকী সদস্যদের তা খেতে বেশ কষ্ট হ'ল। বিকেলবেলা আসমান হঠাৎ ঢেকে গেল কালো আঁধারে। আষাঢ়ের মত মেঘমেদুর আকাশ। শুরু হ'ল ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিও। সেই সাথে তাপমাত্রা কমে এসে। আবহাওয়া অনেকটা স্বস্তিদায়ক হয়ে ওঠে। কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকে বইতে শুরু করল তীব্র ঝড়ো হাওয়া। প্রায় ঘন্টাখানিক ধরে ঝড়ের তাণ্ডব চলল। ধুলোয় ধুসরিত হয়ে গেল মিনার আকাশ-বাতাস। তাঁবুগুলো অত্যন্ত মযবূত বলে শেষ পর্যন্ত বাঁধন আলগা হ'ল না বটে, কিন্তু প্রতিমুহূর্তে আশংকা হচ্ছিল এই বুঝি সব ভেঙ্গে পড়ল। না, তেমন কিছু হয়নি শেষ পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ। ঝড় শেষে প্রশান্তির ঝিরঝিরে সমীরণ

বইতে থাকে। তাতে গা জুড়িয়ে আমরা ক্যাম্পের বাইরে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়াই আর চায়ের কাপে চুমুক দেই। উপর থেকে মিনার সুবিস্তৃত ময়দানে, পাহাড়ের আঁকে-বাঁকে লক্ষ মানুষের জমায়েত দেখি আর হজ্জের জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিতে থাকি।

১০.

২০শে আগস্ট, সোমবার। হজ্জের দিন। সকালে উঠে আরাফা ময়দানের উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্য প্রস্তুতি শুরু হ'ল। সূর্য ওঠার পর একে একে হাজীরা রওয়ানা হ'তে লাগলেন। ভীড় এড়াতে আমরা একটু দেরীতেই বের হ'লাম। কিন্তু ভুলক্রমে অন্য একটি ক্যাম্পের বাসে উঠে পড়ায় বিপদ ঘটল। পাকিস্তানী ড্রাইভার এই সুযোগে বাড়তি কিছু আয়-উপার্জনের সুযোগ নিল। হজ্জের দিনও এদের এমন আচরণ দেখে ব্যথিত হ'লাম। যাইহোক, বাস চলল মিনা পেরিয়ে আরাফার পথে। সাড়ে ৯-টার দিকে আরাফা ময়দানের পশ্চিম প্রান্তে মসজিদে নামিরার পার্শ্বস্থ মহাসড়কে আমাদের নামিয়ে দেয়া হ'ল। জানি না কোথায় আমাদের ক্যাম্প। প্রচণ্ড রোদে হাঁটতে হাটতে হাফিয়ে উঠলাম আমরা। অবশেষে একজন রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবকের মাধ্যমে মসজিদে নামিরার শেষভাগে বাদশাহ্‌র ক্যাম্প অতিক্রম করে আমাদের ২৬০ নং ক্যাম্পটি খুঁজে পেলাম। ক্যাম্প প্রায় ফাঁকাই পাওয়া গেল। অর্থাৎ একটু ব্যাকওয়ার্ড স্থানে হওয়ার কারণে আমাদের দলের অধিকাংশই ক্যাম্পটি খুঁজে পায়নি। মসজিদে নামিরা ততক্ষণে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। মসজিদের বাইরে রাস্তাগুলোতেও কোন জায়গা নেই। ফলে ক্যাম্পে বসেই আমরা মসজিদের মাইকে হজ্জের খুৎবা শুনলাম। মসজিদে নববীর ইমাম ও খত্বীব ড. হুসাইন বিন আব্দুল আযীয আলে শায়খ খুৎবা দিলেন। প্রায় ৩৫ মিনিটের মত খুৎবা হ'ল। আক্বীদা, আমল, আখলাক সব বিষয়েই কম-বেশী আলোকপাত করলেন। খুৎবার পর ছালাত শুরু হ'ল। জমা ও ক্বছর করে প্রথমে দু'রাক'আত যোহর, অতঃপর ইক্বামত দিয়ে দু'রাক'আত আছর। আমরা ক্যাম্প থেকেই মসজিদের মূল জামা'আতের ইক্বতিদা করলাম। আব্বা বললেন, ইতিপূর্বে যে দু'বার হজ্জ করেছেন, মসজিদে নামিরার খুৎবা শুনতে পাননি এবং মূল জামা'আতেও অংশগ্রহণ করতে পারেননি। ফলে সরাসরি খুৎবা শোনা ও জামা'আতে ছালাত আদায় করা তাঁর জন্যও প্রথম অভিজ্ঞতা। আশ্চর্য হ'লাম যে, আমাদের ক্যাম্পে যে ক'জন উপস্থিত ছিল, তাদের অনেকেই জমা ও ক্বছর না করে পৃথক সময়ে ও পৃথকভাবে যোহর ও আছর পড়ল। দুর্ভাগ্য, একটি মাযহাবী ভুল ফৎওয়া আরাফার ময়দানেও মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করে রাখল।

আরাফা ময়দানে ক্যাম্পের ব্যবস্থাপনা এ বছর যথেষ্ট উন্নত করা হয়েছে। সবার জন্য তাঁবু, টয়লেট ও পানির উন্নত ও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে। তাঁবুতে রয়েছে এসিও। ফলে সারাদিন নিরবচ্ছিন্নভাবে ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য চমৎকার পরিবেশ পাওয়া গেল আলহামদুলিল্লাহ। এভাবে আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে হজ্জের দিনটি আমাদের হজ্জ সফরের সর্বোত্তম দিন হয়ে উঠল। আল্লাহ আমাদের প্রার্থনাগুলো কবুল করুন এবং পরিচিত-অপরিচিত সকলের হজ্জকে হজ্জে মাবরূর হিসাবে গ্রহণ করে নিন- আমীন!

বিকেলে মসজিদে নামিরার অভ্যন্তরভাগ পরিদর্শনে গিয়ে হতবাক হ'লাম। বিশালায়তন দ্বিতল মসজিদে জুতা-স্যান্ডেল নিয়ে নারী-পুরুষ যেভাবে প্রবেশ করছে এবং পানির বোতল, খাবারের প্যাকেট যত্রতত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখেছে, তাতে মনে হয়েছে ইবাদতের পরিবেশ এবং মসজিদের পবিত্রতা রক্ষার দিকটি এখানে অনেকটাই অবহেলিত। নাজীব বাইরে সংরক্ষিত জায়গায় স্যাণ্ডেল রেখে ভেতরে গিয়েছিল। খানিকবাদে ফিরে এসে সেটি আর যথাস্থানে পেল না। স্যাণ্ডেলটি ভিন্ন ধরনের হওয়ায় ভুলক্রমে পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। সুতরাং কে সরাতে পারে, তার কোন ধারণা পেলাম না। এ মসজিদটি সারাবছর বন্ধই থাকে। কেবল আরাফার দিন খোলা হয়। দৃষ্টিনন্দন এই মসজিদের আয়তন এত বড় যে, কেবল অভ্যন্তরভাগেই ছালাত আদায় করতে পারে প্রায় ৪ লক্ষাধিক মুছল্লী। মুছল্লীদের বড় অংশই ক্যাম্পে না গিয়ে মসজিদেই থেকে যান এবং সেখানেই খাওয়া-দাওয়া সারেন। এজন্যই বোধ হয় এমন অপরিচ্ছন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

মাগরিবের আযানের পর দলে দলে মানুষ চলতে শুরু করল মুযদালিফার উদ্দেশ্যে। পায়ে হেঁটে। একবার তাদের দলে যোগদানের কথা ভাবলেও আব্বা ও ফুফুর শারীরিক অবস্থার কথা চিন্তা করে বাসে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিলাম। রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম। গাড়ি এসে পৌঁছতে প্রায় রাত সাড়ে ৯-টা বাজল। আরাফার ময়দান তখন প্রায় শূন্য। আরাফা থেকে মুযদালিফা ময়দানের দূরত্ব ৫/৬ কি.মি.-এর বেশী নয়, তবুও জ্যাম অতিক্রম করতে ঘন্টাখানিকের বেশী সময় লেগে গেল। হাযার হাযার মানুষ তখনও পায়ে হাঁটা পথে এগিয়ে চলেছে মুযদালিফার পানে।

১১.

মুযদালিফা ময়দানে গাড়ি থেকে নামার আগেই দেখলাম মানুষ সারিবদ্ধভাবে রাস্তার পার্শ্বে সড়কদ্বীপেই শোয়ার বন্দোবস্ত করে ফেলেছে। আমরা মূল সড়ক থেকে বেশ ভেতরে একটি স্থানে আরো অনেক লোকের সাথে বিছানা পেতে রাত্রি যাপনের আয়োজন করলাম। প্রথমেই মাগরিব ও এশার ছালাত জমা ও ক্বছর আদায় করে কিছু শুকনা খাবার খেয়ে নেয়া হ'ল। রাত বারোটার দিকে আব্বারা ঘুমিয়ে পড়লেন। এদিকে আমি আর নাজীব কিছুতেই ঘুমের কথা ভাবতে পারলাম না। মুযদালিফার এই ময়দান এবং এখানে বালি-পাথরের ওপর শুয়ে রাত্রিবাসের বাস্তবরূপ যে এমন হ'তে পারে তা কল্পনাতেও আসেনি। আসার আগে এর কোন স্থির বা ভিডিওচিত্রও দেখিনি বলে এই দৃশ্য অচিন্তনীয় মনে হ'ল। শেষ পর্যন্ত আমি আর নাজীব বিছানা ছেড়ে অদূরে মাশআ'রুল হারাম মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

ময়দানে অল্প কিছু দূর পর পর টয়লেট ও পানির ব্যবস্থা, যা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নির্মিত হয়েছে। ফলে হজ্জযাত্রীদের আগের মত আর বাথরুমের জন্য কষ্ট পেতে হয় না। কিন্তু যত্র-তত্র শোয়ার দৃশ্য আর অপরিচ্ছন্নতা দেখে কষ্ট পেলাম। কেবলই মনে হচ্ছিল সরকারীভাবে ব্যবস্থাপনা আরও উন্নত ও সুশৃংখল হওয়ার প্রয়োজন ছিল। মিনা ও আরাফা ময়দানের মত এটিও সুবিন্যাস্ত করা গেলে মানুষের শোয়ার দৃশ্যটা এতটা বিশৃংখল মনে হ'ত না হয়তবা। তবে জাতি-বর্ণ, ধনী-গরীব, আমীর-ফকীর, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিশ্ব মানবকূল একাকার হয়ে রাত্রিযাপনের এই দৃশ্য পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যাবে না এটা সুনিশ্চিত। পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ও আত্মগর্বী মানুষটিরও এখানে এসে সর্বহারা ও মাথা গোঁজার ঠাঁইহীন মানুষের মত খোলা আকাশের নিচে শোয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। একটি রাতের জন্য হ'লেও তাকে আশ্রয়হীন ভাসমান মানুষের দলে অংশগ্রহণ এবং উদ্বাস্তু জীবনের স্বাদ নিতেই হবে। এভাবে জাত্যাভিমান ও অহম হরণের দ্বিতীয় কোন উপলক্ষ আর হ'তে পারে বলে জানা নেই।

মাশ'আরুল হারাম মসজিদে এসে দেখলাম অসংখ্য মানুষ মসজিদের ভেতরে ঘুমিয়ে রয়েছে। মসজিদের চতুর্দিকের চত্বরও গাদাগাদি করে বিশ্রামরত মানুষে ভরপুর। তবে এখানকার পরিবেশ অনেকটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মসজিদের দ্বাররক্ষীদের কয়েকজন বাঙালী ছিল। চোখে চোখ পড়তেই তারা এগিয়ে এসে খুব আন্তরিকভাবে ভাববিনিময় করল, যেটা সঊদীতে সচরাচর দেখিনি। এমনকি মসজিদে শোয়ার জন্য জায়গাও করে দিতে চাইল। আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে আসলাম। ক্বাযী হারূণ চাচা তাঁর দল নিয়ে কাছেই কোথাও ছিলেন। ফোন পেয়ে এলেন। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে আমরা আবার আমাদের অবস্থানস্থলে ফিরে এলাম। রাত তখন ৩-টা বাজে। এবার অবশ্য শুয়ে পড়তেই ঘুমিয়ে গেলাম। এক ঘন্টা বাদেই আবার ফজর ছালাতের জন্য উঠে পড়লাম। প্রক্ষালনের উত্তম ব্যবস্থা থাকায় তেমন কোন ঝক্কি পোহাতে হ'ল না। এভাবেই পরিসমাপ্ত হ'ল মুযদালিফা ময়দানে অবস্থান পর্বটি। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম।

১২.

২১শে আগস্ট মঙ্গলবার। ফজরের ছালাত আদায়ের পর দো'আ-দরূদ পাঠ শেষে আকাশ ফর্সা হ'লে আমরা জামরাতুল আক্বাবায় কংকর নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। লক্ষ লক্ষ মানুষের পায়দল মিছিল অবশ্য ফজরের পর পরই শুরু হয়েছে। সেই মিছিলে যোগ দিয়ে আমরা এগুতে থাকলাম। আজ ঈদের দিন। সুতরাং তালবিয়া ধ্বনি নয়, বরং তাকবীর ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। প্রচণ্ড ভীড়। শৃংখলা রক্ষার জন্য পুলিশ বাহিনী অত্যন্ত তৎপর। অন্ততঃ তিনটি রাস্তা দিয়ে মানুষ জামরার পথে ঢুকছে। ৫/৬ কি. মি. দীর্ঘ পথ। তবে ভীড়ের কারণে গতি শ্লথ। বেলা বাড়ার সাথে সাথে সূর্য তেতে ওঠে আর গরমে অস্থিরতা বাড়ে। ভীড়ের মধ্যে সতর্ক থাকতে হয় পেছন থেকে যেন হঠাৎ হুইলচেয়ার এসে পা মাড়িয়ে না দেয়। পথে পর্যাপ্ত টয়লেট ও পানির ব্যবস্থা রয়েছে। তবে বিশ্রামের তেমন সুযোগ নেই। প্রায় ৩ ঘন্টা পর আমরা জামরার নিকট পৌঁছলাম। জামরাতে পাথর মারার এই পর্বটিই হজ্জের সবচেয়ে কঠিন অংশ। পূর্বে প্রায় বছরই ভিড়ের কারণে এখানে অনেক হাজী মারা যেত। তখন উন্মুক্ত স্থানে একটি উঁচু পিলারে পাথর মারা হ'ত এবং চতুর্দিক থেকে হাজীরা পাথর মারত। ফলে এক জায়গায় তীব্র ভিড়ের সৃষ্টি হয়ে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা তৈরী হ'ত এবং প্রাণহানির সমূহ আশংকা থাকত। তবে ২০০৪ সালে এখানে ভীড়ের চাপে একসঙ্গে ২৫১ জন হাজী নিহত হ'লে সঊদী সরকার বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং পাথর মারার স্থানটি আরও প্রশস্ত করে। এতদসত্ত্বেও ২০০৬ সালে আবার অনুরূপ এক ঘটনায় এক সঙ্গে ৩৪৬ জন হাজী নিহত হ'লে জামরাকে ঘিরে চারতলা ব্রীজ নির্মাণ করা হয় এবং কঠোর ও সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়। ফলে পাথর মারার পর্বটি এখন অনেক সহজতর হয়েছে এবং দুর্ঘটনার আশংকা প্রায় দূরীভূত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। বর্তমানে সেখানে প্রতি ঘন্টায় ৫/৬ লক্ষ মানুষ নিরাপদে পাথর মেরে অতিক্রম করতে পারে।

জামরাতুল আক্বাবায় পাথর মারার স্থান রয়েছে মোট ৩টি, যে সকল স্থানে ইবরাহীম (আঃ)-কে কুমন্ত্রণা দিয়েছিল ইবলীস। এগুলি ছুগরা (ছোট), উসত্বা (মধ্যম) এবং কুবরা (বড়) বলে পরিচিত। ইবরাহীম (আঃ) ৭ বার করে পাথর মেরে প্রতিবার শয়তানকে বিতাড়িত করেছিলেন। সেই ঘটনার স্মরণে এই স্থানগুলোতে পাথর নিক্ষেপ করতে হয়। তবে প্রথমদিন তথা ঈদের দিন কেবল বড় জামরায় ৭টি পাথর মারতে হয়। আমরা পাথর নিক্ষেপের পর একটু দূরে গিয়ে পরিবারের জন্য এবং যারা খাছ দো'আ চেয়েছেন, সকলের নেক মকছূদ পূরণের জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করলাম। এছাড়া অব্যক্ত বহু কথা ইবরাহীম (আঃ)-এর একটি বাক্য দিয়েই শেষ করলাম- হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি জান যা আমরা লুকিয়ে রাখি ও যা আমরা প্রকাশ করি। আর তোমার নিকট যমীন ও আসমানের কোন কিছুই লুকানো থাকে না *(ইব্রাহীম ১৪/৩৮)*। অতঃপর নিজেদের ও সকলের জন্য সোলায়মানের দো'আ *(নমল ১৯)*, আবুবকরের দো'আ *(আহক্বাফ ১৫)*, সর্বোপরি রাসূল (ছাঃ)-এর পঠিত সারগর্ভ দো'আ রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া... *(বাক্বারাহ ২০১)* পড়ি।

জামরা থেকে বের হওয়ার পর সেলুনে মাথা মুণ্ডনের জন্য যাই। কিন্তু সেখানে বিশাল লাইন দেখে আমরা মাথা মুণ্ডন না করেই মক্কায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। অধিকাংশই পায়ে হেঁটে মক্কায় যাচ্ছে। আমরা গাড়ি পাওয়া যাবে জানতে পেরে আযীযিয়াহ্র উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। কিন্তু আযীযিয়াহ পর্যন্ত পৌঁছতে তীব্র গরমে আমাদের অবস্থা কাহিল হয়ে যায়। হজ্জ সফরের সবচেয়ে কষ্টকর সময় ছিল এটি। অবশেষে প্রায় ঘন্টাখানিক হাঁটার পর আযীযিয়াহ থেকে হারামগামী একটি

বাস পেয়ে চড়ে বসি। রাস্তায় জ্যামের কারণে হারামে পৌঁছতে আরও এক ঘন্টা লাগে। অবশেষে হারামে এসে যোহরের ছালাত আদায়ের পর আমরা এক বাঙালী সেলুনে জনপ্রতি ৩০ রিয়ালে মাথা মুণ্ডন করি। হোটেলে এসে ইহরাম খুলে গোসল করার পর প্রচণ্ড ক্লান্তিতে ভেঙে পড়া শরীর কিছুটা শক্তি ফিরে পায়। ওদিকে আমাদের নিজ হাতে দুম্বা কুরবানী করার কথা ছিল। কাযী হারূণ চাচা সব ব্যবস্থা করেও রেখেছিলেন। কিন্তু ক্লান্ত শরীরে আমরা আর বের হ'তে পারলাম না। মাগরিব পর্যন্ত টানা কয়েক ঘন্টা বিশ্রাম নেয়ার পর বেশ চাঙ্গা বোধ করলাম। তবে সে রাতে তাওয়াফে ইফাযাহ করার সাহস পেলাম না। একেবারে মিনা থেকে মক্কা ফেরার পরই তাওয়াফ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। মাগরিবের পর আব্দুল আহাদ ভাই কুরবানীর গোশত রান্না করে পাঠিয়ে দিলেন। সুস্বাদু বাঙালী রান্না খেয়ে আমরা খুবই তৃপ্তি পেলাম। হারূণ চাচা আমাদের কুরবানীর গোশতের কোন গতি না করতে পারলেও আব্দুল আহাদ ভাইয়ের এই খেদমতে ঈদের দিন গোশত খাওয়ার সুযোগ মিলল। আল্লাহ তার মঙ্গল করুন।

এশার ছালাতের পর মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে ২৫০ রিয়ালে একটি 'উজরা' গাড়ী নিলাম। পাকিস্তানী ড্রাইভার জামরার নিকটে কিং খালিদ ব্রীজের সম্মুখে নামিয়ে দিল। এই ব্রীজ থেকে আমাদের ক্যাম্পের দূরত্ব ছিল অনেকটা। মিনার অভ্যন্তরে যাত্রী পরিবহণের জন্য বিশেষ গাড়ীর ব্যবস্থা থাকলেও ভিড়ের কারণে সার্ভিসটি বন্ধ পাওয়া গেল। অতএব পায়ে হেঁটেই যেতে হবে। উপায়ন্তর না দেখে আমরা গুগল ম্যাপ ধরে হাঁটা শুরু করলাম। এছাড়া মূল ম্যাপাটিও হাতে ছিল। ফলে আত্মবিশ্বাস ছিল যে সহজেই খুঁজে পাব। কিন্তু বিপদে পড়লাম যখন দেখলাম যে, ম্যাপে সব ক্যাম্পের নম্বর দেয়া থাকলেও আমাদের ক্যাম্পের অবস্থান নির্দেশ করা নেই। কুয়েত মসজিদের কাছাকাছি এসে পথ না পেয়ে অনেক পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে জানতে চাইলাম ২৬০ নং ক্যাম্পের কথা। কিন্তু কেউ বলতে পারল না। ওদিকে মু'আল্লিম অফিসের নম্বরও নেয়া হয়নি। ফলে সেখানেও যোগাযোগ করতে পারলাম না। অবাক হ'লাম যে সুবিস্তৃত মিনার ময়দানে আমাদের মত আরও অসংখ্য মানুষ নিজ নিজ ক্যাম্পের খোঁজে বিশৃংখলভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তাদের দিক-নির্দেশনা দেওয়ার জন্য কোথাও কোন দায়িত্বশীল নেই। নেই কোন তথ্য কেন্দ্র। কিছু পাকিস্তানী স্বেচ্ছাসেবক চেষ্টা করছে মানুষকে সহযোগিতা করার জন্য। কিন্তু তারাও ম্যাপ সম্পর্কে বিশেষ অবগত নয়। একজন পুলিশকেও পাওয়া গেল না যারা এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারে। মনে হ'ল 'হার্রিক ইয়া হাজ্জ..রুহ..গিদ্দাম' (হে হাজী! দ্রুত চল, এগিয়ে যাও, সামনে যাও) বুলি ছুড়ে দেওয়া ব্যতিরেকে তাদের আর কোন দায়িত্ব নেই। একজন পুলিশকে দেখা গেল আপনমনে সুরে সুরে 'হার্রিক ইয়া হাজ্জ..' যপ করতে। পুলিশের এমন দায়িত্বহীন ও বালসুলভ আচরণে অনেককেই বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখলাম। বহু মানুষ রাস্তার ধারে বিছানা পেতে শুয়ে পড়েছে, হয়তবা ক্যাম্প খুঁজে না পেয়ে। আমাদের যদি ভাষা জানা সত্ত্বেও গন্তব্য খুঁজে পেতে এত ধকল পোহাতে হয়, তবে সাধারণ মানুষের কি দশা হ'তে পারে তা বলাই বাহুল্য।

আব্বাদের কিং আব্দুল্লাহ ব্রীজের নীচে একটি স্থানে বসিয়ে রেখে আমি আর নাজীব ক্যাম্প খুঁজতে বের হ'লাম। অবশেষে অনেক খোঁজার পর পাহাড়ের ওপর ক্যাম্পটির অবস্থান জানা গেল। রাত তখন ২-টা বেজে গেছে। একবার তো ভেবেছিলাম মক্কায় আবার ফিরেই যাব। অতঃপর আব্বাদের নিয়ে এসে পাহাড়ের উপর ক্যাম্পে পৌঁছতে রাত ৩-টা বেজে গেল। এসে দেখি বহু লোক ক্যাম্পে তখনও ফেরেনি। পরে আমাদের মতই ঘুরাঘুরি করতে করতে ফজরের আগে-পরে তারা পৌঁছেছেন। যাইহোক, সারারাত ধরে প্রায় পাঁচ ঘন্টা অনুসন্ধানের পর অবশেষে ক্যাম্পে পৌঁছতে পেরে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। *আলহামদুলিল্লাহ*।

*(ক্রমশঃ)*


# জাতীয় গ্রন্থ পাঠ প্রতিযোগিতা ২০১৯

**নির্বাচিত গ্রন্থ**

সকলের জন্য উন্মুক্ত

## রিয়াযুছ ছালেহীন

(প্রথম অধ্যায় থেকে 'সফরের আদব-কায়েদা' অধ্যায় পর্যন্ত)

**পুরস্কার**

**১ম পুরস্কার :** ১০,০০০/- (সনদসহ)।
**২য় পুরস্কার :** ৭,০০০/- (সনদসহ)।
**৩য় পুরস্কার :** ৫,০০০/- (সনদসহ)।
**বিশেষ পুরস্কার :** ২,০০০/- (৫টি)।

**প্রতিযোগিতার তারিখ :** তাবলীগী ইজতেমা ২০১৯-এর ২য় দিন, সকাল ৯-টা
**প্রতিযোগিতার স্থান :** বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়
**প্রশ্নপদ্ধতি :** এম সি কিউ, সময় : ১ ঘণ্টা। **পরীক্ষার ফি :** ১০০ টাকা
**পুরস্কার বিতরণ :** তাবলীগী ইজতেমা, ২য় দিন।

**সার্বিক যোগাযোগ**
০১৭২৩-৭৮৭৬৩৩
০১৭৯৫-৩১৮৩১৪

**বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ**
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২।

# ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ

*মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম**

(২য় কিস্তি)

**৯. নবুঅতের মিথ্যা দাবীদারদের আত্মপ্রকাশ :** ভণ্ড নবীদের আগমন ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত। এদের আবির্ভাব রাসূল (ছাঃ)-এর যুগেই হয়েছিল। এদের কেউ রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে নবুঅত ভাগাভাগি করতে চেয়েছিল। তাদের একজন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এ মর্মে পত্র লিখেছিল যে, 'হে মুহাম্মাদ! আমাকে তোমার সাথে নবুঅতে অংশীদার করা হয়েছে। পৃথিবীর অর্ধেক ভূমি তোমার এবং অর্ধেক আমার। তবে কুরাইশ সম্প্রদায় সীমালংঘনকারী'। রাসূল (ছাঃ) পত্রের জওয়াবে লিখেন, 'যারা হেদায়াতের উপরে আছে তাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক। এই পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহ্র। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এর উত্তরাধিকারী করেন। আর শুভ পরিণাম কেবল আল্লাহভীরুদের জন্যই'।[১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসায়লামার পত্র পাঠান্তে তার দু'জন দূতকে এ মর্মে জিজ্ঞেস করেন যে, মুসায়লামা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? তখন তারা বলে, আমরা তা-ই বলি, সে যা বলে (অর্থাৎ সে যে নবুঅতের দাবী করে, আমরা তাতে বিশ্বাসী)। তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম! দূতদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা যদি না থাকত, তবে আমি তোমাদের দু'জনের শিরশ্ছেদ করতাম'।[২] এরূপ মিথ্যুক ও নবুঅতের ভণ্ড দাবীদারদের ব্যাপারে উম্মতকে সতর্ক করে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ، يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ، وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، قَرِيبٌ مِنْ ثَلاَثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ...—

'ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ দু'টি বড় দল পরস্পরে মহাযুদ্ধে লিপ্ত না হবে। উভয় দলের দাবী হবে অভিন্ন। আর যতক্ষণ ত্রিশের কাছাকাছি মহামিথ্যাবাদী দাজ্জাল (ভণ্ডনবীর)-এর প্রকাশ না পাবে। তারা প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল বলে দাবী করবে....'।[৩] অন্যত্র তিনি বলেন, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلاَثُونَ كَذَّابًا دَجَّالاً كُلُّهُمْ يَكْذِبُ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ— 'ক্বিয়ামত ততক্ষণ সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। তারা সবাই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করবে'।[৪] তিনি আরো বলেন,

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِى بِالْمُشْرِكِيْنَ وَحَتَّى يَعْبُدُوْا الأَوْثَانَ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِى أُمَّتِى ثَلاَثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِىٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لاَ نَبِىَّ بَعْدِى—

'মুশরিকদের সাথে আমার উম্মতের কতিপয় গোত্র মিলিত না হওয়া পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, এমনকি তারা মূর্তিপূজাও করবে। আমার উম্মতের মধ্যে খুব শীঘ্রই ত্রিশজন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটবে। এদের সকলেই দাবী করবে যে, সে নবী। অথচ আমিই সর্বশেষ নবী, আমার পরে কোন নবী নেই'।[৫]

عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ نَبِىَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : فِىْ أُمَّتِىْ كَذَّابُوْنَ وَدَجَّالُوْنَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ مِنْهُمْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَإِنِّى خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لاَ نَبِىَّ بَعْدِى—

হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের মাঝে সাতাশজন মহামিথ্যুক দাজ্জালের (ভণ্ড নবীর) আগমন ঘটবে। এদের মধ্যে চারজন হবে নারী। অথচ আমিই সর্বশেষ নবী, আমার পরে কোন নবী নেই'।[৬] উল্লেখ্য যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) যে সর্বশেষ নবী এটি কুরআন, হাদীছ ও ইজমায়ে উম্মাত দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মুহাম্মাদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহ্র রাসূল ও শেষনবী। বস্তুতঃ আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্যক অবগত' *(আহযাব ৩৩/৪০)*।

**কতিপয় ভণ্ড নবীর পরিচয় :**

**(১) আসওয়াদ আনাসী** : এ ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর আমলে ইয়ামানে নবুঅতের দাবী করে। সে প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করলেও পরে মুরতাদ হয়ে যায় এবং তার মুমিনা স্ত্রীকে হত্যা করে। এ সংবাদ পেয়ে রাসূল (ছাঃ) ইয়ামানের মুসলমানদের নিকটে পত্র প্রেরণ করেন, যাতে তিনি ভণ্ড নবীর বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। মুসলমানরা আসওয়াদ আনাসীর পরবর্তী স্ত্রীর সহায়তায় তাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়। সে নিহত হ'লে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে জানিয়ে দেন। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন,

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ أَنَّهُ وُضِعَ فِى يَدَىَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَفُظِعْتُهُمَا وَكَرِهْتُهُمَا، فَأُذِنَ لِى، فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا ، فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ . فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِىُّ الَّذِى قَتَلَهُ فَيْرُوزُ بِالْيَمَنِ ، وَالآخَرُ مُسَيْلِمَةُ—

'আমি একদা ঘুমিয়ে ছিলাম, আমাকে দেখানো হ'ল যে আমার হাত দু'টিতে স্বর্ণের দু'টি চুড়ি রাখা হয়েছে। আমি সে দু'টি কেটে ফেললাম এবং অপসন্দ করলাম। অতঃপর

---

* *নিয়ামতপুর, নওগাঁ।*

১. *ইবনু তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ ১/২৫২; তাফসীরে ইবনু কাছীর ৫/২৯৭।*
২. *আবূদাউদ হা/২৭৬১; মিশকাত হা/৩৯৮২; ছহীহুল জামে' হা/৫৩২০।*
৩. *বুখারী হা/৬৫০৬, ৭১২১; মিশকাত হা/৫৪১০; মুসলিম হা/১৫৭।*
৪. *আহমাদ হা/৯৮১৭; আবূদাউদ হা/৪৩৩৪, সনদ ছহীহ।*
৫. *আবূদাউদ হা/৪২৫২; তিরমিযী হা/২২১৯; আহমাদ হা/২২৫০৫ মিশকাত হা/৫৪০৬; ছহীহুল জামে' হা/১৭৭৩।*
৬. *আহমাদ হা/২৩৪০৬; মু'জামুল কাবীর হা/৩০৬; ছহীহাহ হা/১৯৯৯।*

আমাকে অনুমতি প্রদান করা হ'ল, আমি উভয়টিকে ফুঁ দিলাম, ফলে উভয়টি উড়ে গেল। আমি চুড়ি দু'টির এ ব্যাখ্যা প্রদান করলাম যে, দু'জন মিথ্যা নবুঅতের দাবীদার বের হরে। ওবায়দুল্লাহ (রহঃ) বলেন, এদের একজন হ'ল, আল-আনসী, যাকে ইয়ামানে ফায়রুয (রাঃ) কতল করেছেন। আর অপরজন হ'ল মুসায়লামা।[৭]

**(২) মুসায়লামা বিন হাবীব আল-কাযযাব :** সে মনে করত অন্ধকারে তার নিকট অহী নাযিল হয়। সে নবুঅত ভাগাভাগি করার প্রস্তাব দিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট পত্র পাঠিয়েছিল। একবার সে নিজে গিয়েও এই প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিল। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে একবার মিথ্যুক মূসায়লামা (মদীনায়) এসেছিল। সে বলতে লাগল, মুহাম্মাদ (ছাঃ) যদি আমাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে যায়, তাহ'লে আমি তাঁর অনুগত হয়ে যাব। সে তার গোত্রের বহু লোকজনসহ এসেছিল। রাসূল (ছাঃ) ছাবিত ইবনু কায়স ইবনু শাম্মাসকে সাথে নিয়ে তার দিকে অগ্রসর হ'লেন। সে সময় রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে ছিল একটি খেজুরের ডাল। মুসায়লামা তার সাথীদের মধ্যে ছিল, এমতাবস্থায় তিনি তার কাছে পৌঁছে বললেন, যদি তুমি আমার কাছে এ তুচ্ছ ডালটিও চাও, তবে এটিও আমি তোমাকে দেব না। তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্র ফায়ছালা লংঘিত হ'তে পারে না। যদি তুমি আমার আনুগত্য থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর, তাহ'লে অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করে দিবেন। আমি তোমাকে ঠিক তেমনই দেখতে পাচ্ছি, যেমনটি আমাকে (স্বপ্নযোগে) দেখানো হয়েছে। এই ছাবিত আমার পক্ষ থেকে তোমাকে জবাব দিবে'।[৮]

আবুবকর (রাঃ) খালিদ বিন ওয়ালিদ, ইকরিমা ও শুরাহবিল (রাঃ)-এর নেতৃত্বে মুসায়লামার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। তার নিজ শহর ইয়ামামায় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সে চল্লিশ হাযার সৈন্য নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। অবশেষে হামাযা (রাঃ)-এর হত্যাকারী ওয়াহশী বিন হারবের বর্শার আঘাতে সে নিহত হয়। সে কুরআনের সূরা ও আয়াতের আদলে বহু সূরা ও আয়াত রচনা করেছিল।[৯]

**(৩) তুলায়হা বিন খুওয়াইলিদ আসাদী :** সে প্রথমে নবুঅতের দাবী করে এবং খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। নবম হিজরীতে প্রতিনিধি দলের সাথে মদীনা এসে ইসলাম কবুল করে। রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করলে সে আবার নবুঅতের দাবী করে। ফলে মুসলমানরা তার সাথে একাধিকবার যুদ্ধ করেন। পরে সে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়। তিনি ইসলামের বিধি-বিধান পালন করতেন। মুসলমান সৈন্যদের সাথে যোগদান করে কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। পরবর্তীতে আলী (রাঃ)-এর আমলে খারেজীদের বিরুদ্ধে নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন।[১০]

**(৪) সাজাহ বিনতে হারেছ তাগলিবী :** সে আরবীয় খৃষ্টান নারী। সে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে নবুঅতের দাবী করে। তার গোত্রসহ আশপাশের বহু মানুষ তার অনুসারী হয়ে যায়। সে ইয়ামামা এসে মুসায়লামা কাযযাবকে সত্যায়ণ করে এবং তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। মুসায়লামা ইয়ামামার যুদ্ধে মারা গেলে নিজ দেশে ফিরে গিয়ে সেখানে বসবাস শুরু করে। পরে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর আমলে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বছরায় হিজরত করেন। তিনি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।[১১]

**(৫) মুখতার বিন আবী ওবায়দ ছাক্বাফী :** সে তাবেঈ যুগের ভণ্ডনবী। সে প্রথমে শী'আ ও পরে নবুঅতের দাবী করে। সে মনে করত তার নিকট জিবরীল (আঃ) আগমন করেন। মুছ'আব বিন যুবায়ের তার বিরুদ্ধে একাধিকবার যুদ্ধ করেন। কোন এক যুদ্ধে সে মারা যায়।[১২] রাসূল (ছাঃ) তার ব্যাপারে সতর্ক করে বলেন, 'ছাক্বীফ গোত্রে মিথ্যুক ও সন্ত্রাসী খুনী ব্যক্তির জন্ম হবে'। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, কথিত আছে যে, এই মিথ্যাবাদী ব্যক্তিটি হ'ল মুখতার ইবন আবু ওবায়দ (সে দাবী করত যে, তার নিকট জিবরীল আসেন) আর সন্ত্রাসী খুনী ব্যক্তিটি হ'ল হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। হিশাম ইবনু হাসসান (রহঃ) বলেন, যে সমস্ত ব্যক্তিদের হাজ্জাজ বেধে এনে হত্যা করেছিল তাদের সংখ্যা এক লাখ বিশ হাযারে পৌঁছে যায়।[১৩]

**(৬) হারেক বিন সাঈদ আল-কাযযাব :** সে দিমাস্কে নবুঅতের দাবী করে। সে যখন জানতে পারে যে, তার ভণ্ডামীর কথা খলীফা আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান জেনে ফেলেছেন। তখন সে আত্মগোপন করে। একজন বছরী তার অবস্থান জানতে পারলে বিষয়টি তিনি খলীফাকে জানিয়ে দেন। খলীফা আব্দুল মালেক তার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করলে তারা তাকে আটক করে নিয়ে আসে। আব্দুল মালেক তাকে বুঝানোর জন্য একজন দক্ষ আলেম নিয়োগ করেন। কিন্তু সে কোন মতেই ইসলামে ফিরে না আসায় তাকে হত্যা করা হয়।[১৪]

**(৭) মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী :** কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের 'কাদিয়ান' শহরের জনৈক ভণ্ডনবী মির্যা গোলাম আহমাদ *(১৮৩৫-১৯০৮)*-এর মাধ্যমে। সে বর্তমান ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর যেলার 'কাদিয়ান' নামক উপশহরে জন্মগ্রহণ করে। ১৮৯১ সালের ২২শে জানুয়ারী নিজেকে মসীহ ঈসা ও ১৮৯৪ সালের ১৭ই মার্চ ইমাম মাহদী এবং ১৯০৮ সালের ৫ই মার্চ নিজেকে নবী হিসাবে ঘোষণা করে। এই ভণ্ডের প্রতি বিশ্বাসী হওয়ার কারণে কাদিয়ানীরা নিঃসন্দেহে কাফের। তাদের মুসলমান হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।[১৫] এভাবে যুগে যুগে

---

৭. *বুখারী হা/৪৩৭৯; আহমাদ হা/২৩৭৩।*
৮. *বুখারী হা/৪৩৭৯; আহমাদ হা/২৩৭৩; আল-বিদায়াহ ৫/৫০।*
৯. *আল-বিদায়াহ ৬/৩২৩-৩২৭।*
১০. *বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/১৬৫০৪; আল-বিদায়াহ ৭/১১৯।*
১১. *আল-বিদায়াহ ৬/৩১৯-১২৬; মুকরীযী, ইমতাউল আসমা ১৪/২৪১।*
১২. *নববী, আল-মাজমূ' ১৯/২৭২; আল-বিদায়াহ ৮/৩১৫-১৬।*
১৩. *তিরমিযী হা/২২২০; মিশকাত হা/৫৯৮৪, সনদ ছহীহ।*
১৪. *যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৫/৩৯০; ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাযাম ফী তারীখিল উমামে ওয়াল মুলূকে ৬/২০৭।*
১৫. *মাসিক আত-তাহরীক, সম্পাদকীয়, ফেব্রুয়ারী ২০০৪।*

Contents



ভণ্ডনবীদের আগমন ঘটতে থাকবে। অবশেষে দাজ্জাল এসে ৩০তম সংখ্যা পূরণ করবে। সে প্রথমে ইসলামের দিকে মানুষকে আহ্বান করবে, এরপর নবুঅতের দাবী করবে। অতঃপর নিজেকে সৃষ্টিকর্তা দাবী করবে।[১৬]

**১০. খারেজীদের আবির্ভাব :** রাসূল (ছাঃ) যে সকল বিষয়কে ক্বিয়ামতের আলামত বলে উল্লেখ করেছেন খারেজীদের উদ্ভব তার অন্যতম। খারেজী হ'ল প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে এমন হক ইমামের (শাসক) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, যাকে লোকেরা ইমাম হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছে। চাই এই বিদ্রোহ ছাহাবীগণের যুগে হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদার বিরুদ্ধে হোক বা তাদের পরবর্তী তাবেঈনে এযামের যুগে কিংবা তৎপরবর্তী যে কোন শাসকের যুগে হোক।[১৭]

ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ)-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী খারেজী বলতে প্রত্যেক এমন সম্প্রদায়কে বুঝায়, যারা চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের মতামত কিংবা তাদের রায় অবলম্বনকারী, তা যেকোন যুগেই হোক না কেন।[১৮] ড. নাছির আল-আক্বল বলেন, খারেজী হচ্ছে, যারা গোনাহের কারণে অন্য মুসলমানকে কাফের বলে এবং মুসলিম শাসক ও সাধারণ লোকজনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তিনি আরো বলেন, খারেজী নামটি যেমন পূর্বের খারেজীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি প্রত্যেক এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যে তাদের নীতি গ্রহণ করে এবং তাদের পন্থা অবলম্বন করে।[১৯] খারেজীরা ইসলামের জন্য এতই মারাত্মক যে রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে জাহান্নামের কুকুরের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেনে, الْخَوَارِجُ كِلاَبُ النَّارِ 'খারিজীরা হ'ল জাহান্নামের কুকুর'।[২০] আবু উমামাহ বলেন, আসমানের নীচে সর্বাধিক নিকৃষ্ট নিহত ব্যক্তি তারা, যারা জাহান্নামের কুকুর (খারিজীরা) এবং সর্বোত্তম নিহত তারা যারা তাদের হত্যা করতে গিয়ে নিহত হয়েছে। এরা (খারিজীরা) ছিল মুসলিম, পরে কাফের হয়ে যায়। আবূ গালিব বলেন, আমি বললাম, হে আবু উমামাহ! এটা কি আপনার মন্তব্য? তিনি বলেন, বরং আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তা বলতে শুনেছি।[২১] তবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ হ'ল খারেজীরা কাফের নয়। বরং তারা ভ্রান্ত আক্বীদা সম্পন্ন।[২২]

খারেজীদের উদ্ভব রাসূল (ছাঃ)-এর যুগেই ঘটেছিল। তবে তখন ভ্রান্ত দল হিসাবে তাদের পরিচিতি হয়নি। প্রথম খারেজী ছিল যুল খুওয়াইছিরা তামীমী। যে রাসূল (ছাঃ)-এর বণ্টন নীতির ব্যাপারে আপত্তি তুলেছিল। যেমন হাদীছে এসেছে, 'আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম এবং তিনি কিছু জিনিস বণ্টন করছিলেন। এমন সময় বানী তামীম গোত্রের যুল-খুওয়াইছিরা নামক এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইনছাফ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হতভাগা, তোমার জন্য আফসোস! আমি যদি ইনছাফ না করি, তাহ'লে কে ইনছাফ করবে? আমি যদি ইনছাফ না করি তাহ'লে তুমি তো ক্ষতিগ্রস্ত ও বিফল হয়ে যাবে। অতঃপর ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে তার শিরশ্ছেদ করার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা তার এমন কিছু সঙ্গী-সাথী রয়েছে, যাদের ছালাত ছিয়ামের তুলনায় তোমাদের কেউ তার ছালাত-ছিয়াম তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করবে অথচ তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তীর যেভাবে শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তারাও সেভাবে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে। অতঃপর সে (ধনুকধারী) তীরের ফলার মূলভাগ পরীক্ষা করে দেখে। এতে সে কিছুই দেখতে পায় না। তারপর সে তীর পরীক্ষা করে দেখে, এতেও সে কিছু পায় না। অবশেষে সে তীরের পালক পরীক্ষা করে দেখে এতেও সে কিছু পায় না, তীর এত দ্রুত গতিতে বেরিয়ে যায় যে, রক্ত বা মলের দাগ এতে লাগতে পারে না। তাদের নিদর্শন হ'ল, তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে যার এক বাহুতে মহিলাদের স্তনের ন্যায় একটি অতিরিক্ত মাংসপেশী থাকবে এবং তা থলথল করতে থাকবে। এদের আবির্ভাব এমন সময় হবে যখন মানুষের মধ্যে বিরোধ দেখা দিবে। আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এ কথা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে শুনেছি এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) তাদের সাথে যখন যুদ্ধ করেছিলেন, আমি স্বয়ং তার সাথে ছিলাম। অতঃপর তিনি উল্লিখিত ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে আনার জন্য নির্দেশ দিলেন। তাকে খুঁজে পাওয়া গেল এবং আলীর সামনে উপস্থিত করা হ'ল। আমি তার প্রতি লক্ষ্য করে দেখলাম তার মধ্যে সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে, যা রাসূল (ছাঃ) তার সম্বন্ধে বলেছিলেন'।[২৩] অন্য হাদীছে রয়েছে, লোকটি চলে যাওয়ার পর রাসূল (ছাঃ) বললেন, ঐ ব্যক্তির বংশ থেকে এমন কিছু লোক আসবে যারা কুরআন পড়বে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন শিকারের দেহ ভেদ করে তীর বের হয়ে যায়। তারা মূর্তিপূজারীদেরকে ছেড়ে দিবে এবং মুসলমানদেরক হত্যা করবে। যদি আমি তাদেরকে পাই তাহ'লে আদ জাতির মত হত্যা করব'।[২৪] সুয়াইদ ইবনু গাফালা (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রাঃ) বলেছেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে,

---

১৬. *উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২/১৫।*
১৭. *শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল ১/১১৪; মাসিক আত-তাহরীক, খারেজীদের আক্বীদা ও ইতিহাস ২০ বর্ষ/৬ষ্ঠ সংখ্যা পৃঃ ১৭।*
১৮. *আল-ফাছলু ফিল মিলালে ওয়াল আহওয়ায়ে ওয়ান নিহালে ২/৯০।*
১৯. *ড. নাছির আল-আক্বল, আল-খাওয়ারেজ আউয়ালুল ফিরাক ফী তারীখিল ইসলাম ১/১৯।*
২০. *ইবনু মাজাহ হা/১৭৩; ছহীহুল জামে' হা/৩৩৪৭।*
২১. *তিরমিযী হা/৩০০০; ইবনু মাজাহ হা/১৭৬; মিশকাত হা/৩৫৫৪; আল-আছারুছ ছহীহাহ হা/৩৪।*
২২. *নববী, শারহে মুসলিম ৭/১৬০; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/২৮২; হাশিয়াতু ইবনু আবেদীন ৩/৪৬।*
২৩. *বুখারী হা/৩৬১০; মুসলিম হা/১০৬২; মিশকাত হা/৫৮৯৪।*
২৪. *বুখারী হা/৭৪৩২; মুসলিম হা/১০৬৪; মিশকাত হা/৫৮৯৪।*



www.at-tahreek.com

يَأْتِى فِى آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

‘শেষ যামানায় একদল তরুণের আবির্ভাব ঘটবে যারা হবে স্থূলবুদ্ধির অধিকারী। তারা সুন্দর সুন্দর কথা বলবে। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে (দ্রুত গতিতে ও চিহ্নহীনভাবে) বেরিয়ে যাবে যেভাবে তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান গলদেশ অতিক্রম করবে না। যেখানেই তাদের সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাৎ হবে, তাদেরকে তোমরা হত্যা করে ফেলবে। তাদের হত্যাকারীদের জন্য এই হত্যার প্রতিদান রয়েছে ক্বিয়ামতের দিন’।[২৫] অন্যত্র তিনি বলেন,

إِنَّ بَعْدِىْ مِنْ أُمَّتِىْ أَوْ سَيَكُوْنُ بَعْدِىْ مِنْ أُمَّتِى قَوْمٌ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَلاَقِيْمَهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لاَ يَعُوْدُوْنَ فِيْهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ–

‘আমার পরে আমার উম্মতের মধ্যে বা অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে তারা কুরআন তেলাওয়াত করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তীর যেভাবে শিকার ভেদ করে চলে যায় তারাও তেমনিভাবে দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে। অতঃপর তাতে ফিরে আসবে না। সৃষ্টিকুলের মধ্যে তারা নিকৃষ্ট ও অধম’।[২৬] তিনি আরো বলেন,

سَيَكُونُ فِىْ أُمَّتِى اخْتِلاَفٌ وَفُرْقَةٌ قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ لاَ يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرْتَدَّ عَلَى فُوقِهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِى شَىْءٍ مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللهِ مِنْهُمْ. قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ مَا سِيمَاهُمْ قَالَ : التَّحْلِيقُ–

‘অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হবে। তারা এমন হবে যে, তারা উত্তম কথা বলবে, আর নিকৃষ্ট কাজ করবে। তারা কুরআন তেলাওয়াত করবে কিন্তু তা তাদের গলার হাড় অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে ছুটে যায়, যা আর ফিরে আসে না। আর তারা তাদের রাস্তা (মতবাদ) থেকে ফিরে আসবে না, যেরূপ নিক্ষিপ্ত তীর- নিক্ষেপের স্থানে ফিরে আসে না। তারা সৃষ্টি জগতে নিকৃষ্টতম ও অধম। ঐ ব্যক্তি ভাগ্যবান যে তাদেরকে হত্যা করল এবং তারা তাকে হত্যা করল। তারা আল্লাহ্র কিতাবের দিকে ডাকে কিন্তু নিজেরা তার অনুসরণ করে না। যে ব্যক্তি তাদের সাথে লড়াই করবে সে-ই হবে আল্লাহ্র কাছে সর্বোত্তম। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাদের আলামত কি? তিনি বললেন, মাথা মুণ্ডন করা’।[২৭]

তবে এদের পরিচিতি ঘটে আলী (রাঃ)-এর আমলে। আলী ও মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর মাঝে ছিফফীনের যুদ্ধের পর যে সমাধান হয়েছিল এরা সেটিকে প্রত্যাখ্যান করে আলী (রাঃ)-এর দল থেকে বেরিয়ে যায়। আর দল ত্যাগের কারণেই তাদেরকে খারেজী বলা হয়। পরে তারা তিনজন মহান ব্যক্তি তথা আলী, মু‘আবিয়া ও আমর ইবনুল আছ (রাঃ)-কে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। তারা হত্যা করার দিন ধার্য করল ৪০ হিজরীর ১৭ই রামাযান। পরে তারা আলী (রাঃ)-কে হত্যা করতে সক্ষম হ’লেও বাকী দু’জনকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়।[২৮]

**১১. ছাহাবীগণের যুগ অতিক্রান্ত হওয়া :** পৃথিবী থেকে ছাহাবীগণের বিদায় ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত। আবূ বুরদাহ (রাঃ)-এর পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন,

صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قُلْنَا لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّىَ مَعَهُ الْعِشَاءَ قَالَ : فَجَلَسْنَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: مَا زِلْتُمْ هَا هُنَا. قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ قُلْنَا نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّىَ مَعَكَ الْعِشَاءَ قَالَ : أَحْسَنْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ. قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ وَأَنَا أَمَنَةٌ لأَصْحَابِى فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِى مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِى أَمَنَةٌ لأُمَّتِى فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِى أَتَى أُمَّتِى مَا يُوعَدُونَ–

‘আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে মাগরিবের ছালাত আদায় করলাম। এরপর আমরা বললাম, যদি আমরা তাঁর সঙ্গে এশার ছালাত আদায় করা পর্যন্ত বসতে পারতাম (তাহ’লে ভাল হ’ত)। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বসে থাকলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের কাছে এলেন। এরপর বললেন, তোমরা এখানে কতক্ষণ পর্যন্ত বসে আছ? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা আপনার সঙ্গে মাগরিবের ছালাত আদায় করেছি। এরপর আমরা বললাম যে, এশার ছালাত আপনার সঙ্গে আদায় করার জন্য বসে থাকব। তিনি

২৫. *বুখারী হা/৩৬১১; আবূদাঊদ হা/৪৭৬৭; ইবনু মাজাহ হা/১৬৮; মিশকাত হা/৩৫৫৩।*
২৬. *মুসলিম হা/১০৬৭; মিশকাত হা/৩৫৪৩।*
২৭. *আবূদাঊদ হা/৪৭৬৫; মিশকাত হা/৩৫৪৩; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৬৬৮।*
২৮. *তারীখে ইবনু খালদূন ২/৬৪৫-২৪৬; আল-ইস্তি‘আব ৩/১১২৩-২৬; আল-বিদায়াহ ৭/৩২৫-৩২৯।*

বললেন, তোমরা বেশ ভাল করেছ অথবা (বললেন,) তোমরা ঠিকই করেছ। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এরপর তিনি আসমানের দিকে মাথা উত্তোলন করলেন এবং তিনি অনেক সময়ই তাঁর মাথা আসমানের দিকে উঠিয়ে রাখলেন। এরপর বললেন, তারকারাজি আসমানের জন্য নিরাপত্তা (রক্ষাকবচ) স্বরূপ। যখন তারকারাজি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তখন আসমানের জন্য প্রতিশ্রুত বিপদ আসন্ন হবে (অর্থাৎ ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে)। আর আমি আমার ছাহাবীদের জন্য রক্ষাকবচ স্বরূপ। যখন আমি বিদায় নেব তখন আমার ছাহাবীদের উপর প্রতিশ্রুত সময় উপস্থিত হবে অর্থাৎ ফিতনা-ফাসাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হয়ে যাবে)। আর আমার ছাহাবীগণ সমগ্র উম্মতের জন্য নিরাপত্তা (রক্ষাকবচ) স্বরূপ। যখন আমার ছাহাবীগণ বিদায় হয়ে যাবে তখন আমার উম্মাতের উপর প্রতিশ্রুত সময় (ক্বিয়ামত) উপস্থিত হবে।[২৯] (অর্থাৎ ক্বিয়ামত ঘনিয়ে আসবে, শিরক, বিদ'আত ছড়িয়ে পড়বে, ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হবে, শয়তানের শিং উদয় হবে, নাছারাদের রাজত্ব কায়েম হবে, মক্কা ও মদীনার অবমাননা করা হবে ইত্যাদি।

এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জনগণের উপর এমন এক সময় আসবে যখন তাদের বিরাট সৈন্যবাহিনী জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি যিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন? (অর্থাৎ ছাহাবী) তাঁরা বলবেন, হ্যাঁ আছেন। তখন (ঐ ছাহাবীর বরকতে) তাদেরকে জয়ী করা হবে। তারপর জনগণের উপর পুনরায় এমন এক সময় আসবে যখন তাদের বিরাট সৈন্যবাহিনী (শত্রুদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি যিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সাহচর্য লাভে ধন্য কিংবা কোন ব্যক্তির (ছাহাবীর) সাহচর্য লাভ করেছেন? (অর্থাৎ তাবেঈ) তখন তারা বলবেন, হ্যাঁ আছেন। তখন (ঐ তাবেঈর বরকতে) তাদেরকে জয়ী করা হবে। এরপর লোকদের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের বিরাট বাহিনী জিহাদে অংশগ্রহণ করবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ আছেন, যিনি রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের সাহচর্য লাভকারী কোন বক্তির (তাবেঈর) সাহচর্য লাভ করেছেন? (অর্থাৎ তাবে'-তাবেঈ)। বলা হবে, আছেন। তখন তাদেরকে (ঐ তাবে'-তাবেঈর বরকতে) জয়ী করা হবে।[৩০]

যুবায়ের বিন আদী বলেন, আমি আনাস বিন মালেকের নিকট এসে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা ধৈর্য ধারণ কর! তোমাদের নিকটে যেই দিন বা সময় আসবে তার পরবর্তী দিন তার তুলনায় খারাপ হ'তে থাকবে যতক্ষণ না তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। আমি রাসূল (ছাঃ)-কে এমনটিই বলতে শুনেছি'।[৩১]

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, তোমাদের জীবনে এমন কোন দিন আসবে না যেদিন পূর্বের দিনের তুলনায় খারাপ হবে না। এভাবে ক্বিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। আমি বলছি না জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যা সে পেয়েছে বা এমন সম্পদ যা দ্বারা সে উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু তোমাদের জীবনে যতদিন যাবে পূর্বের দিনের তুলনায় জ্ঞান কমে যাবে। যখন জ্ঞানীরা বিদায় নিবে তখন লোকদের উপর এমন অবস্থা বিরাজ করবে যে, তারা সৎকাজের আদেশ দিবে না ও অসৎকাজে বাধা দিবে না। এমন সময় তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।[৩২] ১০০ হিজরী সালে ছাহাবীগণের যুগ শেষ। সর্বশেষ ছাহাবী ছিলেন আবুত তুফায়েল আমের বিন ওয়াছিলা কেনানী/লায়ছী। তিনি ১০০-১১০ হিজরী সনের দিকে মৃত্যুবরণ করেন।[৩৩] এরপর আর কোন ছাহাবী জীবিত ছিলেন না।

**১২. বিভিন্ন ফিৎনার আবির্ভাব ঘটা :** বিভিন্ন প্রকারের ফিৎনা-ফাসাদ ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত। রাসূল বলেন,

بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا أَوْ يُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا-

'আধার রাতের ন্যায় ফিৎনা আসার পূর্বেই তোমরা নেক আমলের দিকে ধাবিত হও। (কেননা এমন এক সময় আসবে) যে সময় সকালে একজন মু'মিন হ'লে সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে। সন্ধ্যায় মুমিন হ'লে সকালে কাফির হয়ে যাবে। দুনিয়ার সামগ্রীর বিনিময়ে সে তার দ্বীন বিক্রি করে দিবে'।[৩৪] অন্যত্র তিনি বলেন,

إِنَّ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا وَيُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِى وَالْمَاشِى فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِى، فَكَسِّرُوا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ وَاضْرِبُوْا بِسُيُوفِكُمُ الْحِجَارَةَ فَإِنْ دُخِلَ عَلَى أَحَدٍ مِنْكُمْ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَىْ آدَمَ —

'ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে অন্ধকার রাতের টুকরার ন্যায় চরম ফিৎনা আসতে থাকবে। ঐ সময় সকাল বেলা যে ব্যক্তি মুমিন থাকবে সে সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে এবং সন্ধ্যায় যে ব্যক্তি মুমিন থাকবে সে সকাল বেলা কাফের হয়ে যাবে। এ সময় উপবিষ্ট ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে, দণ্ডায়মান ব্যক্তি চলমান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে এবং চলমান ব্যক্তি দ্রুত ধাবমান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে। এ সময় তোমরা তোমাদের ধনুক ভেঙ্গে ফেল, ধনুকের ছিলা কেটে

২৯. *মুসলিম হা/২৫৩৩; মিশকাত হা/৫৯৯৯; ছহীহুল জামে' হা/৬৮০০।*
৩০. *বুখারী হা/৩৬৪৯; মুসলিম হা/২৫৩২; মিশকাত হা/৬০০০।*
৩১. *আহমাদ হা/১২৮৬১; ইবনু হিব্বান হা/৫৯৫; ছহীহাহ হা/১২১৮।*
৩২. *ফাৎহুল বারী ১৩/২১; তুহফাতুল আহওয়াযী ৬/৩৭৪।*
৩৩. *আল-বিদায়াহ ৯/১৯০; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৩/৪৭০, ৪/৪৬০।*
৩৪. *মুসলিম হা/১১৮; হাকেম হা/২৪৬০; মিশকাত হা/৫৩৮৩।*

ফেল এবং তোমাদের তরবারিগুলো পাথরের উপর আঘাত করে ভেঙ্গে ফেল। তোমাদের কারো ঘরে বিপর্যয় ঢুকে পড়লে সে যেন আদম (আঃ)-এর দু'পুত্রের মধ্যে উত্তম জনের (হাবিল) ন্যায় হয়ে যায়'।[৩৫] কেউ মারতে এলে নিজে তাকে মারবে না। যেমন হাবীল তার ভাইকে বলেছিলেন, 'যদি তুমি আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে তোমার হাত বাড়াও, তবুও আমি তোমাকে হত্যার জন্য আমার হাত বাড়াবো না। আমি বিশ্ব প্রভু আল্লাহকে ভয় করি। আমি মনে করি এর ফলে তুমি আমাকে হত্যার পাপ ও তোমার পাপ সমূহের বোঝা একত্রে নিয়ে জাহান্নামবাসী হবে। আর সেটাই হ'ল যালেমদের যথাযোগ্য কর্মফল *(মায়েদাহ ৫/২৮-২৯)*। একদা রাসূল (ছাঃ) চাদর মুড়ি দিয়ে লোকদের সামনে বের হয়ে বললেন, أَيُّهَا النَّاسُ، أَظَلَّتْكُمُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، أَيُّهَا النَّاسُ، لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ بَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا– 'হে লোক সকল! অন্ধকার রাতের টুকরার ন্যায় ফিৎনা তোমাদের আচ্ছাদিত করবে। হে লোক সকল! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহ'লে অধিকহারে কাঁদতে ও অল্প হাসতে।[৩৬] ছাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন,

أَظَلَّتْكُمُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، أَنْجَى النَّاسِ فِيهَا صَاحِبُ شَاهِقَةٍ، يَأْكُلُ مِنْ رِسْلِ غَنَمِهِ، أَوْ رَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ الدَّرْبِ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ، يَأْكُلُ مِنْ فِيْءِ سَيْفِهِ–

'অন্ধকার রাতের টুকরার ন্যায় ফিৎনা তোমাদের আচ্ছাদিত করবে। লোকদের মাঝে উচু পাহাড়ে আরোহনকারীই কেবল সেই ফিৎনা থেকে রক্ষা পাবে। যে তার ছাগলের দুধ পান করে দিনাতিপাত করবে। অথবা এমন লোক রক্ষা পাবে যে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে সর্বদা রাস্তায় প্রস্তুত থাকবে। তার তরবারী যা উপার্জন করে দিবে তা থেকে সে খাবে'।[৩৭]

**১৩. বিভিন্ন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়া** : সমাজ, রাষ্ট্র ও সর্বত্র বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়া ক্বিয়ামতে অন্যতম আলামত। ফিৎনা-ফাসাদ সমাজে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়বে যে লোকেরা ফিৎনার ভয়ে মৃত্যু কামনা করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না (বিপদাপদের কারণে) এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মৃত ব্যক্তির স্থানে হওয়া কামনা করবে'।[৩৮] উল্লেখ্য, সাধারণভাবে বিপদ-আপদের কারণে মৃত্যু কামনা করা যাবে না।[৩৯]

আবু মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أُمَّتِيْ هَذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُوْمَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِى الآخِرَةِ عَذَابُهَا فِى الدُّنْيَا الْفِتَنُ وَالزَّلاَزِلُ وَالْقَتْلُ– 'আমার এ উম্মত দয়াপ্রাপ্ত, পরকালে এদের কোন শাস্তি হবে না, আর ইহকালে তাদের শাস্তি হ'ল ফিৎনাসমূহ, ভূমিকম্প ও যুদ্ধ বিগ্রহ'।[৪০] ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عِنْدَ بَابِ حَفْصَةَ فَقَالَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ الْفِتْنَةُ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ. قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا. وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ فِى رِوَايَتِهِ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ بَابِ عَائِشَةَ–

'একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাফছাহ (রাঃ)-এর দরজার নিকট দণ্ডায়মান ছিলেন। এ সময় তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা পূর্বদিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ফিৎনা এ দিক থেকে আসবে-যেদিক থেকে শয়তানের শিং উদিত হবে। এ কথাটি তিনি দুই বা তিনবার বলেছেন'।[৪১] রাসূল (ছাঃ) পূর্বের দিকে ইঙ্গিত করে ইরাকসহ পুরো প্রাচ্যকে বুঝিয়েছেন। কারণ ইরাক থেকেই খারেজী, শী'আ, মু'তাযিলা, জাহমিয়া, মাজূসী, মানুবিয়া, মুযদাকিয়াসহ বহু ভ্রান্ত দলের আবির্ভাব ঘটেছে। অপরদিকে চিন ও ভারত থেকে হুন্দুসিয়া, বুযিয়া, কাদিয়ানী, বাহাইয়া ও তাতারদের আবির্ভাব ঘটেছে এবং পরবর্তীতে দাজ্জাল ও ইয়াজূজ-মাজূজের ফিৎনার আবির্ভাব ঘটবে।

সালিম ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলতেন, হে ইরাকবাসী! আশ্চর্য! ছগীরা (গুনাহ) সম্পর্কে তোমাদের কতই না প্রশ্ন। অথচ কবীরা (গুনাহ) করতে তোমাদের দ্বিধা নেই। আমি আমার পিতা ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে তার হাত দ্বারা পূর্ব দিকে ইংগিত করে বলতে শুনেছি, ফিৎনা এদিক থেকে আসবে-যেদিক থেকে শয়তানের দুই শিং উদিত হয়। অথচ তোমরা পরস্পর হানাহানি করছ'।[৪২] মাহমূদ বিন লাবীদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) বলেছেন,

اثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ الْمَوْتُ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ–

'দু'টি জিনিসকে আদম-সন্তান অপসন্দ করে; (তার মধ্যে প্রথম হ'ল) মৃত্যু, অথচ মুমিনের জন্য ফিৎনা থেকে মৃত্যুই উত্তম। আর (দ্বিতীয় হ'ল) ধন-স্বল্পতা, অথচ ধন-স্বল্পতায় হিসাব কম হবে'।[৪৩] হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

لَيُوشِكَنَّ أَنْ يُصِيبَ عَلَيْكُمُ الشَّرُّ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى يَبْلُغَ الْفَيَافِيَ، قَالَ : قِيلَ : وَمَا الْفَيَافِيُ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، قَالَ : الأَرْضُ الْقَفْرُ–

৩৫. *আবূদাউদ হা/২৫৫১; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৬১; ছহীহাহ হা/১৫২৪; ছহীহুল জামে' হা/১২২১; ইরওয়া হা/২৪৫১।*
৩৬. *আহমাদ হা/২৪৫৬৪, সনদ ছহীহ।*
৩৭. *হাকেম হা/২৪৬০; ছহীহাহ হা/১৪১৮; ছহীহুল জামে' হা/১০৩৫।*
৩৮. *বুখারী হা/৭১১৫; মুসলিম হা/১৫৭; মিশকাত হা/৫৪১০।*
৩৯. *বুখারী হা/৫৬৭১।*
৪০. *আবূদাউদ হা/৪২৭৮; মিশকাত হা/৫৩৭৪; ছহীহাহ হা/৯৫৯।*
৪১. *বুখারী হা/৩২৭৯; মুসলিম হা/২৯০৫।*
৪২. *মুসলিম হা/২৯০৫।*
৪৩. *আহমাদ হা/২৩৬৭৩ ; মিশকাত হা/৫২৫১; ছহীহাহ হা/৮১৩।*

'অবশ্যই তোমাদের উপর আকাশ থেকে অনিষ্টতা নাযিল করা হবে যা নির্জন ভূমিতেও পৌঁছবে। তিনি বলেন, তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আবু আব্দিল্লাহ! ফায়াফী কি? তিনি বললেন, মরুভূমি'।[৪৪] অর্থাৎ মরুভূমিতে ফিৎনা ছড়িয়ে পড়বে। অবশ্য এই ফিৎনার সময় যারা ধৈর্য ধারণ করবে তাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'এর পরেই ছবরের সময়। আর সে সময় ছবর করা এরূপ, যেন জ্বলন্ত আগুন হাতে রাখা। সে সময় যে ব্যক্তি নেক আমল করবে, সে পঞ্চাশ জনের সমান ছওয়াব পাবে। তখন জনৈক ছাহাবী জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাদের মাঝের পঞ্চাশ জনের নেকীর অনুরূপ নেকী সে পাবে? তিনি বলেন, 'তোমাদের মত পঞ্চাশ জনের ছওয়াবের অনুরূপ ছওয়াব সে পাবে'।[৪৫]

*চলবে*

৪৪. *ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৮৫৫৪।*
৪৫. *আবূদাঊদ হা/৪৩৪১; ছহীহাহ হা/৪৯৪; ছহীহুত তারগীব হা/৩১৭২।*


## হাফেযা আবশ্যক

উত্তম বানিয়াপাড়া, সিওবাজার, রংপুর সদরে অবস্থিত **'দারুস সুন্নাহ ক্যাডেট মহিলা মাদরাসা'**র জন্য ১জন হাফেযা আবশ্যক। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৫ই ডিসেম্বর ২০১৮ইং। বেতন-ভাতা আলোচনা সাপেক্ষ।

**যোগাযোগের ঠিকানা**

দারুস সুন্নাহ ক্যাডেট মহিলা মাদরাসা
উত্তম বানিয়াপাড়া, সিওবাজার, রংপুর।
মোবাইল : ০১৭৩০-৫৯০০০৮।

# দারুল হাদীছ একাডেমী

**ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য শিক্ষা**

**বাংলাবাজার, ইব্রাহীম ব্রীজ, ফতুলা, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৮১৮-৫৯৭০০৯, ০১৭১৭-৮৩৩৬৫২, ০১৬২৩-৮৬৪২৮৮।**

## ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

**শিশু শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী। পর্যায়ক্রমে দাখিল পর্যন্ত**

ভর্তি শুরু : ২০শে ডিসেম্বর'১৮
ক্লাশ শুরু : ৪ঠা জানুয়ারী'১৯

**আমাদের সেবাসমূহ**

১. সমগ্র ক্যাম্পাস সি.সি. ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
২. পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে পাঠদানের ব্যবস্থা।
৩. মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন।
৪. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, স্কুল বোর্ড, ইংলিশ মিডিয়াম ও মদীনা ইউনিভার্সিটিসহ বিভিন্ন সিলেবাসের সমন্বয়ে একটি যুগোপযোগী সিলেবাস প্রণয়ন।
৫. বছরে তিনটি সেমিষ্টারসহ ক্লাস টেস্ট, Monthly টেস্ট এবং মডেল টেস্টের ব্যবস্থা।
৬. ছাত্রদের জ্ঞান বিকশিত করার জন্য আধুনিক পাঠাগারের ব্যবস্থা।
৭. প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য খাট ও পৃথক চেয়ার-টেবিলসহ আকর্ষণীয় থাকার রুম।
৮. আবাসিক ছাত্রদের শিক্ষকের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক তদারকি করা হয়।
৯. সাপ্তাহিক আঞ্জুমানের মাধ্যমে কুরআন তেলাওয়াত, ইসলামী সংগীত, হাদীছ পাঠ ও বিভিন্ন বিষয়ে (বাংলা, ইংরেজী, আরবী) বক্তব্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।



মাসিক আত-তাহরীক www.at-tahreek.com

নিয়মিত প্রকাশনার ২২ বছর << আত-তাহরীক পড়ুন! যুগ-জিজ্ঞাসার দলীল ভিত্তিক জবাব নিন!! >>

## তাবলীগী ইজতেমা সংখ্যা মার্চ ২০১৯

## লেখা আহ্বান

**লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ জানুয়ারী ২০১৯**

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৯ উপলক্ষে মাসিক আত-তাহরীক বিগত বছরের ন্যায় এবারও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। বৃহৎ কলেবরে প্রকাশিতব্য এ সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধের সমাহারে বিন্যস্ত করা হবে। উক্ত সংখ্যায় আক্বীদা-আমল, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি, ছাহাবী চরিত, মনীষী চরিত প্রভৃতি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র সম্বলিত লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : (০২৪৭) ৮৬০৮৬১ মোবাইল : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪,
০১৭১৭-৮৬৫২১৯, ই-মেইল : tahreek@ymail.com

আত-তাহরীকে লিখুন! কলমী জিহাদের গর্বিত সৈনিক হৌন!!

# ঈদে মীলাদুন্নবী

*আত-তাহরীক ডেস্ক*

**সংজ্ঞা :** ‘জন্মের সময়কাল’কে আরবীতে ‘মীলাদ’ বা ‘মাওলিদ’ বলা হয়। সে হিসাবে ‘মীলাদুন্নবী’-র অর্থ দাঁড়ায় ‘নবীর জন্ম মুহূর্ত’। নবীর জন্মের বিবরণ, কিছু ওয়ায ও নবীর রূহের আগমন কল্পনা করে তার সম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে ‘ইয়া নবী সালাম ‘আলায়কা’ বলা ও সবশেষে জিলাপী বিতরণ করা- এই সব মিলিয়ে ‘মীলাদ মাহফিল’ ইসলাম প্রবর্তিত ‘ঈদুল ফিতর’ ও ‘ঈদুল আযহা’-র দু’টি বার্ষিক ঈদ উৎসবের বাইরে ‘ঈদে মীলাদুন্নবী’ নামে তৃতীয় আরেকটি ধর্মীয় (?) অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

**উৎপত্তি :** ক্রুসেড বিজেতা মিসরের সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী (৫৩২-৫৮৯ হি.) কর্তৃক নিযুক্ত ইরাকের ‘এরবল’ এলাকার গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬-৬৩০ হি.) সর্বপ্রথম ৬০৪ হিজরীতে মতান্তরে ৬২৫ হিজরীতে মীলাদের প্রচলন ঘটান। যা ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৫৯৩ বা ৬১৪ বছর পরে। এই দিন তারা মীলাদুন্নবী উদযাপনের নামে নাচ-গান সহ চরম স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হ’ত। গভর্ণর নিজে নাচে অংশ নিতেন। আর এই অনুষ্ঠানের সমর্থনে তৎকালীন আলেম সমাজের মধ্যে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন আবুল খাত্ত্বাব ওমর বিন দেহিইয়াহ (৫৪৪-৬৩৩ হি.)। তিনি মীলাদের সমর্থনে বহু জাল ও বানাওয়াট হাদীছ জমা করে বই লেখেন এবং এক হাযার স্বর্ণমুদ্রা বখশিশ পান।[১] পরে অন্যান্য আলেমরাও একই পথ ধরেন কিছু সংখ্যক বাদে।

**হুকুম :** ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন একটি সুস্পষ্ট বিদ‘আত। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে ছিল না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ‘যে ব্যক্তি আমাদের শরী‘আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত’।[২]

তিনি আরও বলেন, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، ‘তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি করা হ’তে বিরত থাক। নিশ্চয়ই প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ‘আত ও প্রত্যেক বিদ‘আতই গোমরাহী’।[৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ، ‘এবং প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম’।[৪]

ইমাম মালেক (রহঃ) স্বীয় ছাত্র ইমাম শাফেঈকে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের সময়ে যেসব বিষয় ‘দ্বীন’ হিসাবে গৃহীত ছিল না, বর্তমান কালেও তা ‘দ্বীন’ হিসাবে গৃহীত হবে না। যে ব্যক্তি ধর্মের নামে ইসলামে কোন নতুন প্রথা চালু করল, অতঃপর তাকে ভাল কাজ বা ‘বিদ‘আতে হাসানাহ’ বলে রায় দিল, সে ধারণা করল যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বীয় রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খেয়ানত করেছেন’।[৫]

**মীলাদ বিদ‘আত হওয়ার ব্যাপারে চার মাযহাবের ঐক্যমত :** ‘আল-ক্বাওলুল মু‘তামাদ’ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, চার মাযহাবের সেরা বিদ্বানগণ সর্বসম্মতভাবে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠান বিদ‘আত হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তাঁরা বলেন, এরবলের গভর্ণর কুকুবুরী এই বিদ‘আতের হোতা। তিনি তার আমলের আলেমদেরকে মীলাদের পক্ষে মিথ্যা হাদীছ তৈরী করার ও ভিত্তিহীন ক্বিয়াস করার হুকুম জারী করেছিলেন।[৬]

**উপমহাদেশের ওলামায়ে কেরাম :** মুজাদ্দিদে আলফে ছানী শায়খ আহমাদ সারহিন্দী, আল্লামা হায়াত সিন্ধী, রশীদ আহমাদ গাংগোহী, আশরাফ আলী থানভী, মাহমূদুল হাসান দেউবন্দী, আহমাদ আলী সাহারানপুরী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম ছাড়াও আহলেহাদীছ বিদ্বানগণ সকলে এক বাক্যে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠানকে বিদ‘আত ও গুনাহের কাজ বলেছেন *(মীলাদুন্নবী ৩২-৩৩ পৃ.)*।

**রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম-মৃত্যুর সঠিক তারিখ :** জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব মতে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঠিক জন্মদিবস হয় ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার। ১লা রবীউল আউয়াল সোমবার তাঁর মৃত্যুদিবস।[৭] অথচ ১২ই রবীউল আউয়াল তাঁর জন্মবার্ষিকী বা ‘মীলাদুন্নবী’র অনুষ্ঠান করা হচ্ছে।

**একটি সাফাই :** মীলাদ উদযাপনকারীরা বলে থাকেন যে, মীলাদ বিদ‘আত হ’লেও তা ‘বিদ‘আতে হাসানাহ’। অতএব জায়েয তো বটেই বরং করলে ছওয়াব আছে। কারণ এর মাধ্যমে মানুষকে কিছু ওয়ায শুনানো যায়। অথচ ওয়াযের নামে সব ভিত্তিহীন কাহিনী শুনানো হয় ও সুরেলা কণ্ঠে সমস্বরে দরূদের নামে আরবী-ফারসী-উর্দূ-বাংলায় গান গাওয়া হয়। সবচেয়ে বড় কথা হ’ল বিদ‘আতী অনুষ্ঠান করে নেকী অর্জনের স্বপ্ন দেখা দুঃস্বপ্ন মাত্র। হাড়ি ভর্তি গো-চেনায় এক কাপ দুধ ঢাললে যেমন তা পানযোগ্য থাকে না, তেমনি বিদ‘আতী অনুষ্ঠানের কোন নেক আমলই আল্লাহ্র নিকট কবুল হয় না। তাছাড়া বিদ‘আতকে ভাল ও মন্দ দু’ভাগে ভাগ করাই আরেকটি বিদ‘আত।

**ক্বিয়াম প্রথা :** সপ্তম শতাব্দী হিজরীতে মীলাদ প্রথা চালু হওয়ার প্রায় এক শতাব্দীকাল পরে আল্লামা তাক্বিউদ্দীন সুবকী (৬৮৩-৭৫৬ হি.) কর্তৃক ক্বিয়াম প্রথার প্রচলন ঘটে বলে কথিত আছে।[৮] তবে এর সঠিক তারিখ ও আবিষ্কর্তার নাম জানা যায় না।[৯]

এদেশে দু’ধরনের মীলাদ চালু আছে। একটি ক্বিয়ামী, অন্যটি বে-ক্বিয়ামী। ক্বিয়ামীদের যুক্তি হ’ল, তারা রাসূল (ছাঃ)-এর ‘সম্মানে’ উঠে দাঁড়িয়ে থাকেন। এর দ্বারা তাদের ধারণা যদি এই হয় যে, মীলাদের মাহফিলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রূহ মুবারক হাযির হয়ে থাকে, তবে এই ধারণা সর্বসম্মতভাবে

১. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (দারুল ফিকর, ১৯৮৬) পৃ. ১৩/১৩৭।*
২. *মুসলিম হা/১৭১৮; বুখারী হা/২৬৯৭; মিশকাত হা/১৪০।*
৩. *আবূদাঊদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; মিশকাত হা/১৬৫।*
৪. *নাসাঈ হা/১৫৭৮ ‘কিভাবে খুৎবা দিবে’ অনুচ্ছেদ।*
৫. *আবুবকর আল-জাযায়েরী, (মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়) আল-ইনছাফ ৩২ পৃ.।*
৬. *মীলাদুন্নবী ৩৫ পৃ.; ইবনু তায়মিয়াহ, ইক্বতিযাউছ ছিরাত্বিল মুস্তাক্বীম (১ম সংস্করণ : ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খৃ.) ৫১ পৃ.।*
৭. *সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৫৬ পৃ.।*
৮. *আবূ ছাঈদ মোহাম্মাদ, মিলাদ মাহফিল (ঢাকা ১৯৬৬), ১৭ পৃ.।*
৯. *তাজুদ্দীন সুবকী, তাবাক্বাতু শাফেঈয়াহ কুবরা (বৈরূত : দারুল মা‘রিফাহ, তাবি, ১৩২২ হি. ছাপা হ’তে ফটোকৃত) ৬/১৭৪।*

কুফরী। হানাফী মাযহাবের কিতাব 'ফাতাওয়া বাযযাযিয়া'তে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহ হাযির হয়ে থাকে, জেনে রাখ, সে ব্যক্তি কুফরী করল'।[১০] অনুরূপভাবে 'তুহফাতুল কুযাত' কিতাবে বলা হয়েছে, 'যারা ধারণা করে যে, মীলাদের মজলিসগুলিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রূহ মুবারক হাযির হয়ে থাকে, তাদের এই ধারণা স্পষ্ট শিরক'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় জীবদ্দশায় তাঁর সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ানোর বিরুদ্ধে কঠোর ধমকি প্রদান করেছেন।[১১] অথচ মৃত্যুর পর তাঁরই কাল্পনিক রূহের সম্মানে দাঁড়ানোর উদ্ভট যুক্তি ধোপে টেকে কি? আর একই সাথে লাখো মীলাদের মজলিসে হাযির হওয়া কারু পক্ষে সম্ভব কি?

**মীলাদ অনুষ্ঠানে প্রচারিত বানাওয়াট হাদীছ ও গল্পসমূহ :**

(১) '(হে মুহাম্মাদ!) আপনি না হ'লে আসমান-যমীন কিছুই সৃষ্টি করতাম না'।[১২]

(২) 'আমি আল্লাহ্র নূর হ'তে সৃষ্ট এবং মুমিনগণ আমার নূর হ'তে'।

(৩) 'নূরে মুহাম্মাদী' হ'তেই আরশ-কুরসী, জান্নাত-জাহান্নাম, আসমান-যমীন সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে'।[১৩]

(৪) আদম (আঃ) ভুল স্বীকার করার পরে মুহাম্মাদের দোহাই দিয়ে ক্ষমা চান। তাকে বলা হ'ল তুমি এ নাম কিভাবে জানলে? তিনি বললেন, আমি উপরে তাকিয়ে দেখি আপনার আরশের খুঁটিতে ঐ নামটি সহ লেখা আছে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। তাই আমি তার দোহাই দিয়ে আপনার নিকট ক্ষমা চেয়েছি। আল্লাহ বললেন, কথা তুমি সত্য বলেছ। তার দোহাই দিয়ে তুমি ক্ষমা চাও। আমি ক্ষমা করে দিব। যদি মুহাম্মাদ না হ'ত, তাহ'লে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না'।[১৪]

(৫) আসমান-যমীন সৃষ্টির দু'হাযার বছর পূর্বে জান্নাতের দরজায় লেখা ছিল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এবং আলী মুহাম্মাদের ভাই'।[১৫]

(৬) মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র সঙ্গে (ক্বিয়ামতের দিন) তাঁর আরশে বসবেন'।[১৬]

(৭) রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মের খবরে খুশী হয়ে আঙ্গুল উঁচু করার কারণে ও সংবাদ দানকারিণী দাসী ছুওয়াইবাকে মুক্ত করার কারণে জাহান্নামে আবু লাহাবের হাতের মধ্যেকার দু'টি আঙ্গুল পুড়বে না। এছাড়াও প্রতি সোমবার রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম দিবসে আবু লাহাবের জাহান্নামের শাস্তি মওকূফ করা হবে বলে হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর নামে প্রচলিত তাঁর কাফের অবস্থার একটি স্বপ্নের বর্ণনা।

(৮) মা আমেনার প্রসবকালে জান্নাত হ'তে বিবি মরিয়ম, বিবি আসিয়া, মা হাজেরা সকলে দুনিয়ায় নেমে এসে সবার অলক্ষ্যে ধাত্রীর কাজ করেন।

(৯) নবীর জন্ম মুহূর্তে কা'বার প্রতিমাগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ে, রোমের অগ্নি উপাসকদের 'শিখা অনির্বাণ'গুলো দপ করে নিভে যায়। বাতাসের গতি, নদীর প্রবাহ, সূর্যের আলো সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় ইত্যাদি...।[১৭]

এছাড়াও বলা হয়ে থাকে যে, (ক) 'আদম সৃষ্টির সত্তর হাযার বছর পূর্বে আল্লাহ তাঁর নূর হ'তে মুহাম্মাদের নূরকে সৃষ্টি করে আরশে মু'আল্লায় লটকিয়ে রাখেন'।

(খ) 'আদম সৃষ্টি হয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে জ্যোতির্ময় নক্ষত্ররূপে মুহাম্মাদের নূর অবলোকন করে মুগ্ধ হন'।

(গ) 'মে'রাজের সময় আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে জুতা সহ আরশে আরোহন করতে বলেন, যাতে আরশের গৌরব বৃদ্ধি পায়' *(নাঊযুবিল্লাহ)*।

উপরের বিষয়গুলি সবই বানাওয়াট।

মীলাদ উদযাপনকারী ভাইদের এই সব মিথ্যা ও জাল হাদীছ বর্ণনার দুঃসাহস দেখলে শরীর শিউরে ওঠে। যেখানে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে মিথ্যা হাদীছ রটনা করে, সে জাহান্নামে তার ঘর তৈরী করুক'।[১৮]

তিনি আরও বলেন, لاَ تُطْرُوْنِى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ 'তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, যেভাবে নাছারাগণ ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছে।... বরং তোমরা বল যে, আমি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল'।[১৯]

যেখানে আল্লাহপাক এরশাদ করছেন, 'যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান নেই, তার পিছনে ছুটো না। নিশ্চয়ই তোমার কান, চোখ ও হৃদয় সবকিছু (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩৬)*। সেখানে এই সব লোকেরা কেউবা জেনে শুনে কেউবা অন্যের কাছে শুনে ভিত্তিহীন সব কল্পকথা ওয়াযের নামে মীলাদের মজলিসে চালিয়ে যাচ্ছেন। ভাবতেও অবাক লাগে।

'নূরে মুহাম্মাদী'র আক্বীদা মূলতঃ অগ্নি উপাসক ও হিন্দুদের অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী আক্বীদার নামান্তর। যাদের দৃষ্টিতে স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য নেই। এরা 'আহাদ' ও 'আহমাদের' মধ্যে 'মীমের' পর্দা ছাড়া আর কোন পার্থক্য দেখতে পায় না। তথাকথিত মা'রেফাতী পীরদের মুরীদ হ'লে নাকি মীলাদের মজলিসে সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর জীবন্ত চেহারা দেখা যায়। এই সব কুফরী দর্শন ও আক্বীদা প্রচারের মোক্ষম সুযোগ হ'ল মীলাদের মজলিসগুলো। বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী রেডিও-টিভিতেও চলছে যার জয়জয়কার। এগুলির বিরুদ্ধে সাধ্যমত প্রচার করুন এবং এগুলি থেকে চোখ-কান বন্ধ রাখুন ও পরিবারকে রক্ষা করুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

---

১০. *মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, (মউ, ইউ পি ১৯৬৭) মীলাদে মুহাম্মাদী ২৫, ২৯ পৃ.।*
১১. *তিরমিযী হা/২৭৫৫; আবূদাঊদ হা/৫২২৯; মিশকাত হা/৪৬৯৯ 'আদাব' অধ্যায়।*
১২. *দায়লামী, সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮২।*
১৩. *আজলূনী, কাশফুল খাফা হা/৮২৭, সনদ বিহীন।*
১৪. *যঈফাহ হা/২৫।*
১৫. *যঈফাহ হা/৪৯০১।*
১৬. *সাবাঈ, আস-সুন্নাহ ৮৬ পৃ.।*
১৭. *সবই ভিত্তিহীন। দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৫৬-৫৭ পৃ.।*
১৮. *বুখারী হা/১০৭; মিশকাত হা/১৯৮।*
১৯. *বুখারী হা/৩৪৪৫; মিশকাত হা/৪৮৯৭।*

# যে সকল কর্ম লা'নত ডেকে আনে

*আহমাদুল্লাহ**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

**(২৬) কাফেরদের উপর লা'নত :** মহান আল্লাহ স্বয়ং যাদেরকে অভিসম্পাত করেন তাদের মধ্যে কাফেররা অন্যতম। তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْكَافِرِيْنَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদের লা'নত করেছেন এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন' *(আহযাব ৩৩/৬৪)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ-

'আর যখন তাদের কাছে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে কিতাব (কুরআন) এসে গেল, যা সত্যায়নকারী ছিল (তওরাত-ইনজীলের), যা তাদের কাছে রয়েছে। অথচ ইতিপূর্বে তারা (শেষনবীর মাধ্যমে) কাফেরদের উপর বিজয় কামনা করত। অবশেষে যখন তাদের নিকট পরিচিত সেই কিতাব (কুরআন) এসে গেল তারা তাকে অস্বীকার করল। অতএব কাফেরদের উপরে আল্লাহ্র অভিসম্পাৎ' *(বাক্বারাহ ২/৮৯)*।

**(২৭) ইহুদীদের উপর লা'নত :** ইহুদীরা হ'ল অভিশপ্ত জাতি। আর এই অভিশাপ তারা নিজেরাই নিজেদের নছীবে টেনে এনেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ-

'বল! আমি যে তোমাদেরকে (আমাদের প্রতি তোমাদের শত্রুতার চাইতে) পরিণামের দিক দিয়ে নিকৃষ্টতম লোকদের বিষয়ে খবর দিব? (তারা হ'ল ইহুদী) যাদেরকে আল্লাহ লা'নত করেছেন ও তাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং তাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে করেছেন বানর, শূকর ও শয়তানের পূজারী। ওরাই হ'ল নিকৃষ্টতম মর্যাদার অধিকারী এবং সরল পথ হ'তে সর্বাধিক বিপথগামী' *(মায়েদাহ ৫/৬০)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, أُولَئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيْرًا- 'এদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাৎ করেছেন। আর আল্লাহ যাকে অভিসম্পাৎ করেন, তুমি তার জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না' *(নিসা ৪/৫২)*।

**(২৮) মুনাফিক পুরুষ-নারীদের উপর লা'নত :** কাফের-মুশরিকদের চাইতে মুনাফিকরা অধিক নিকৃষ্ট। কারণ এদেরকে চেনা যায় না। এরা মুখে একরকম প্রকাশ করে আবার অন্তরে তার ভিন্নটা লালন করে। এদের প্রতি লা'নত বর্ষিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, وَعَدَ اللهُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيْمٌ- 'আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং কাফিরদের জন্য জাহান্নামের আগুনের ওয়াদা করেছেন। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাদেরকে লা'নত করেছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি' *(তাওবা ৯/৬৮)*।

**(২৯) যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে :** যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা রাখে তাদের উপর লা'নত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّيْنَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا- 'আর যাতে তিনি শাস্তি দিতে পারেন মুনাফিক পুরুষ ও নারীদের এবং মুশরিক পুরুষ ও নারীদের। যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে। তাদের জন্য রয়েছে মন্দ পরিণাম। আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন ও তাদের উপর লা'নত করেছেন এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন। আর কতই না মন্দ সেই ঠিকানা!' *(ফাতহ ৪৭/৬)*।

**(৩০) ধর্মকে মানার ক্ষেত্রে কুট কৌশলের আশ্রয় নেয়া :** আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের উপর লা'নত করেছেন কারণ তারা ধর্মকে মানার ক্ষেত্রে বাহানা ও কুট কৌশলের আশ্রয় নিত। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি ওমর (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

قَاتَلَ اللهُ فُلاَنًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَعَنَ اللهُ اليَهُوْدَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَجَمَّلُوْهَا، فَبَاعُوْهَا-

'আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ধ্বংস করুন! সে কি জানে না যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ ইহুদীদের উপর লা'নত করুন। তাদের জন্য চর্বি হারাম করা হয়েছিল। তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রি করতে লাগল'।[১]

**(৩১) জমির নিশানা পরিবর্তন করা :** অন্যের জমিকে অন্যায়ভাবে দখল করা কবীরা গুনাহ। এটা এমন গুনাহ যা আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। কারণ এটা বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত। বর্তমানে এই গুনাহের কাজটি অহরহ ঘটছে। জাল দলীল করে অন্যের জমি দখল করা এতটাই ন্যক্কারজনক ও জঘন্য অপরাধ যে, এমন কাজ সম্পাদনকারীর উপর লা'নত বর্ষিত হ'তে থাকে। এ সম্পর্কে ছাহাবী আমের বিন ওয়াছিলাহ (রাঃ) বলেন,

* সৈয়দপুর, নীলফামারী।

১. বুখারী হা/৩৪৬০।

كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِب، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيْكَ، قَالَ فَغَضِبَ، وَقَالَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ، قَالَ فَقَالَ مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ : قَالَ : لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ-

'আমি আলী ইবনু আবী তালিব (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, নবী করীম (ছাঃ) আপনাকে গোপনে কি বলেছিলেন? বর্ণনাকারী বলেন, তিনি রেগে গেলেন এবং বললেন, নবী করীম (ছাঃ) মানুষের নিকট থেকে গোপন করে আমার কাছে একান্তে কিছু বলেননি। তবে তিনি আমাকে চারটি কথা বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর লোকটি বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! সে চারটি কথা কি? তিনি বললেন, (১) যে ব্যক্তি তার পিতাকে লা'নত করে, আল্লাহ তাকে লা'নত করেন। (২) যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ করে আল্লাহ তার উপর লা'নত করেন। (৩) ঐ ব্যক্তির উপরও আল্লাহ লা'নত করেন, যে কোন বিদ'আতী ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয় এবং (৪) যে ব্যক্তি জমির সীমানা চিহ্নসমূহ (আইল) পরিবর্তন করে, তার উপর আল্লাহ লা'নত করেন'।[২]

**(৩২) পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া :** পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া কবীরা গুনাহ। এর পরিণাম খুবই ভয়াবহ। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَعَنَ اللهُ سَبْعَةً مِنْ خَلْقِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتِهِ، وَرَدَّدَ اللَّعْنَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَلَاثًا، وَلَعَنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَعْنَةً تَكْفِيهِ، فَقَالَ: مَلْعُوْنٌ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ-

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ সপ্ত আসমানের উপর থেকে সাত প্রকারের ব্যক্তিকে লা'নত করেন। আর তিনি তিনবার করে লা'নত বর্ষণ করতে থাকেন। অথচ প্রত্যেকের ধ্বংসের জন্য একটি লা'নতই যথেষ্ট। (তন্মধ্যে একটি হ'ল) যে মা-বাবার অবাধ্য হয়'।[৩]

**(৩৩) পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া :** আতা খুরাসানী (রহঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَلْعُوْنٌ مَنْ سَبَّ شَيْئًا مِنْ وَالِدَيْهِ- 'যে তার পিতা-মাতাকে গালি দেয় সে অভিশপ্ত'।[৪]

**(৩৪) পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা :** যে ব্যক্তি পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যেকার সম্পর্কে বিচ্ছেদ ঘটায় সে অভিশপ্ত। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَلْعُوْنٌ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا-

ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায় সে অভিশপ্ত'।[৫]

বর্তমানে অনেক স্ত্রীই তার স্বামীকে খোটা ও কান কথা দিয়ে স্বামীর মনকে বিষিয়ে তোলে। ফলে সেই স্বামী নিজের মা-বাবার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বা বাহ্যিকভাবে মিশলেও মনে প্রাণে নিজের মা-বাবাকে ঘৃণা ও বোঝা মনে করতে থাকে। এক্ষেত্রে যে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার উপর যেমন লা'নত বর্ষিত হয়। তেমনিভাবে যে অন্যের কথায় প্রভাবিত হয়ে সম্পর্কে অবনতি ঘটায় সেও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী হিসাবে অভিশপ্ত হয়।

**(৩৫) মুমিনদেরকে কষ্ট ও ধোঁকা দেওয়া :** যারা মুমিনদের সাথে প্রতারণা করে, তাদেরকে ধোঁকা দেয় তারা অভিশপ্ত। মুমিনের সাথে হোক বা অন্যের সাথে হোক প্রতারণা করা ও কষ্ট দেয়া হারাম। প্রথম খলীফা আবূ বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَلْعُوْنٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَ بِهِ 'ঐ ব্যক্তি অভিশপ্ত যে অন্য মুমিনের ক্ষতি করে বা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে'।[৬]

অমুসলিম দেশগুলিতে পথে-ঘাটে, বাজারে মুসলিমদেরকে দাড়ি রাখার কারণে, ইসলামী পোষাক-পরিচ্ছদের জন্য কটু কথা শুনতে হয়। তাদেরকে শারীরিকভাবে হেস্তনেস্ত করা হয়। শুধু তাই নয়। এমনকি মুসলিম দেশগুলিতেও এমনটা হয়ে থাকে। এভাবে কোন মুসলিম নারী-পুরুষকে কষ্ট দেয়া, তাদের সাথে মন্দ আচরণ করার ব্যাপারে হাদীছে কঠোর হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ آذَى الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ طُرُقِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ- 'যে মুসলিমদেরকে তাদের পথে-ঘাটে কষ্ট প্রদান করে, তার উপর মুসলিমদের লা'নত অবধারিত হয়ে যায়'।[৭]

মুসলিম মেয়েদেরকে উত্যক্ত করা, দাড়ি রাখার কারণে ছেলেদেরকে মন্দ কথা বলা, নিরপরাধ মুসলিম নারী-পুরুষদেরকে জঙ্গি বলা, কাঠমোল্লা বলে অপমান করা ইত্যাদি সবই লা'নত ডেকে আনবে। সুতরাং এগুলি থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

---

*২. মুসলিম হা/১৯৭৮।*
*৩. তাবারানী, আদ-দো'আ হা/৮৪৯৭।*
*৪. মুসলিম হা/১৯৭৮; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৩৪৯৪।*
*৫. তাবারানী, আদ-দু'আ হা/২১১৪।*
*৬. তিরমিযী হা/১৯৪১।*
*৭. তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর হা/৩০৫০; ছহীহাহ হা/২২৯৪।*

**(৩৬) ইচ্ছাকৃত মুমিনদেরকে হত্যা করা :** একজন মুসলিমকে গালি দেয়া পাপের কাজ। তার সাথে লড়াই করা কুফরী কাজ। কিন্তু কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে তাহ'লে সে লা'নতের হকদার হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا-

'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে, তার শাস্তি হ'ল জাহান্নাম। সেখানেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাৎ করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন' *(নিসা ৪/৯৩)*।

**(৩৭) পশুর অঙ্গহানি করা :** জীব-জন্তু, পশু-পাখী হ'ল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমাদের জন্য বিশেষ নে'মত। এগুলির দ্বারা আমরা অনেক উপকার লাভ করি। এগুলির অঙ্গহানি করাও লা'নতের কারণ।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ-

'ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন যে, 'নবী করীম (ছাঃ) তাদের উপর লা'নত করেছেন, যারা পশুর অঙ্গ বিকৃত করে'।[৮]

**(৩৮) পশুর সাথে বলাৎকার করা :** পশুর সাথে যৌনকর্ম করা অত্যন্ত বিকৃত মানসিকতার পরিচায়ক। এহেন নোংরা-অশ্লীলতা সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَلْعُوْنٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ 'যে পশুর সাথে অপকর্ম করে সে ব্যক্তি অভিশপ্ত'।[৯] এমন অপকর্মের শাস্তিও হাদীছে বলে দেয়া হয়েছে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ أَتَى بَهِيْمَةً فَاقْتُلُوْهُ وَاقْتُلُوْهَا مَعَهُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا شَأْنُ الْبَهِيْمَةِ؟ قَالَ : مَا أُرَاهُ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا، وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ-

'যদি কেউ কোন পশুর সাথে অপকর্ম করে, তবে তাকে হত্যা করবে এবং সে পশুকেও তার সাথে হত্যা করবে। রাবী বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, পশুর অপরাধ কি? তিনি বলেন, আমার মনে হয়, তিনি সে পশুর গোশত খাওয়া ভাল মনে করেননি, যার সাথে এরূপ কুকর্ম করা হয়েছে'।[১০] তবে এ অপরাধের দণ্ড দেশের সরকার কার্যকর করবেন।

**(৩৯) উপকারীর দানকে অস্বীকার করা :** উপকারীর উপকার অস্বীকার করা অভিশাপের কারণ। এ প্রসঙ্গে আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ বিন আলী হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, وُجِدَ فِيْ قَائِمِ سَيْفِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِيْفَةٌ فِيْهَا مَكْتُوْبٌ مَلْعُوْنٌ مَنْ جَحَدَ نِعْمَةَ مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ- 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি তলোয়ারের উপর লেখা ছিল যে, যে উপকারীর উপকারকে অস্বীকার করে সে অভিশপ্ত'।[১১]

**(৪০) মিথ্যা বলা :** যারা মিথ্যাচার করে তাদের উপর লা'নত বর্ষিত হয়। আল্লাহ বলেন, وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ- 'আর পঞ্চমবারে বলবে, সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ হৌক' *(নূর ৭/২৪)*। যদিও এটা লে'আনের ক্ষেত্রে নাযিল হয়েছে তবুও মিথ্যা বললে যে লা'নত বর্ষিত হয় তার প্রমাণ এখানে পাওয়া যায়।

**(৪১) ছাহাবীদেরকে গালি-গালাজ করা :** ছাহাবীরা হ'লেন নবী করীম (রাঃ)-এর সুখ-দুঃখের সাথী। তারা ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে আমৃত্যু অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। দ্বীন ইসলামের জন্য তারা ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। তাদেরকে আল্লাহ দুনিয়াতেই জান্নাতী হিসাবে ঘোষণা করেন। তাদেরকে গালি-গালাজ করা লা'নত ডেকে আনে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنَّا نُسَبُّ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ-

'আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, কতিপয় ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমাদেরকে গালি-গালাজ করা হয়। তখন তিনি বললেন, 'যে আমার ছাহাবীদেরকে গালি দেয় তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ ও সকল মানুষের লা'নত'।[১২]

**(৪২) কুরআন-হাদীছের বিধানকে গোপন করা :** জেনে-বুঝে কুরআন-হাদীছের ইলমকে গোপন করা কবীরা গুনাহ। তাদের উপরে আল্লাহ্‌র লা'নত। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُوْنَ-

---

*৮. বুখারী হা/৫৫১৫।*
*৯. মুসনাদে আহমাদ হা/১৮৭৫।*
*১০. আবূদাঊদ হা/৪৪৬৪, হাসান ছহীহ।*
*১১. জামেউ বায়ানিল ইলম হা/৩৯৩।*
*১২. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ফাযায়েলুছ ছাহাবা হা/৮; ছহীহা হা/২৩৪০।*

'আমরা এই কিতাবের মধ্যে মানব জাতির জন্য স্পষ্ট বিধান ও পথনির্দেশ সমূহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে নাযিল করার পরেও যারা সেগুলি গোপন করে, তাদেরকে লা'নত করে থাকেন আল্লাহ ও সকল লা'নতকারীগণ' *(বাক্বারাহ ২/১৫৯)*।

অন্যত্র আল্লাহ তাদেরকে সবচাইতে বড় যালেম বলেছেন। যেমন তিনি বলেন, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ 'বস্তুতঃ তার চাইতে বড় যালেম আর কে আছে যে আল্লাহ্র নিকট হ'তে প্রাপ্ত সাক্ষ্য গোপন করে? অথচ আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে উদাসীন নন' *(বাক্বারাহ ২/১৪০)*।

যারা সঠিক ইসলাম জানার পরও নিজেদের মনমত ইসলাম প্রচার করে এবং হক গোপন করে। আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত দান করুন।

**(৪৩) সতী-সাধ্বী নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা :** এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوْا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ- يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

'যারা সতী-সাধ্বী, সরলা ঈমানদার নারীদের প্রতি (যেনার) অপবাদ দেয়, তারা ইহকালে ও পরকালে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি' *(নূর ২৪/২৩)*।

**(৪৪) আল্লাহ্র সাথে কৃত শপথ ভঙ্গ করা :** যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করে তারা অভিশপ্ত। এরা আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করে এবং তার নিষেধকে মেনে চলে না। এরা পৃথিবীর বুকে ফেতনা-ফাসাদ করে থাকে। মহান আল্লাহ এদের সম্পর্কে বলেন,

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَيَقْطَعُوْنَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ-

'পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং যে সম্পর্ক অটুট রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে ও পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাদের জন্য রয়েছে অভিসম্পাৎ এবং তাদের জন্য রয়েছে মন্দ আবাস' *(রা'দ ১৩/২৫)*।

**(৪৫) ইবলীস অভিশপ্ত :** ইবলীস হ'ল সকল শয়তানের সর্দার। যাকে আল্লাহ আদম (আঃ)-কে জান্নাতে সিজদা না করার জন্য জান্নাত হতে বিতাড়িত করেন। তার প্রতি আল্লাহ লা'নত বর্ষণ করেন। মহান আল্লাহ তাকে সরাসরি সম্বোধন করে বলেন, وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ 'আর তোমার প্রতি আমার অভিশাপ রইল বিচার দিবস পর্যন্ত' *(ছোয়াদ ৩৮/৭৮)*।

**উপসংহার :** উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের সমাজে প্রচলিত অনেক কাজই মানুষ করে থাকে, যার ফলে সে অভিশপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং এগুলি থেকে বিরত থাকা অতীব যরূরী। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর বিধান সমূহ সঠিকভাবে পালন করার মাধ্যমে লা'নত থেকে বাঁচার তাওফীক দান করুন-আমীন!


## আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

**আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ**

**সম্মানিত হজ্জ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!**

আপনারা কি ছহীহ ও বিশুদ্ধ তরীকায় শিরক ও বিদ'আত মুক্ত পবিত্র হজ্জ ও ওমরা পালন করতে চান? তাহ'লে আজই যোগাযোগ করুন!

## আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

পরিচালনায় : ১৩ বছরের অভিজ্ঞ মু'আল্লিম মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (এম.এম, এম.এ)।

বিঃ দ্রঃ * ২০১৯/২০২০ সালের প্রাক নিবন্ধন চলছে।
* রামাযান মাস ব্যতীত সারা বছরে ৭০/৮০ হাযার টাকায় ওমরাহ পালনের সুযোগ আছে।

**যোগাযোগের ঠিকানা : আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা**
পরিচালক, **মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান**
০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯১৯-৩৬৫৩৩৭।
(সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ডি.বি.এইচ ইন্টারন্যাশনাল, লাইসেন্স নং ২০৪)
৭ম ফ্লোর, ভিআইপি টাওয়ার, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০ ।

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র

## তাওহীদের ডাক

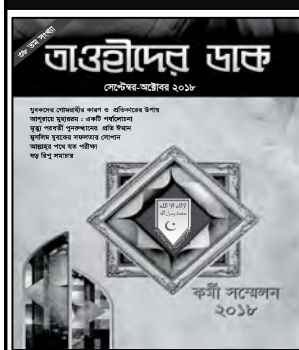


বাংলার যুবসমাজকে তাওহীদী চেতনায় উজ্জীবিত করার দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র 'তাওহীদের ডাক'। মূল্যবান প্রবন্ধ ও সাহিত্যপুষ্ট উক্ত পত্রিকাটি নিয়মিত সংগ্রহ করুন।

বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা প্রেরণ করুন।

**প্রাপ্তিস্থান :**
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় সহ সকল যেলা কার্যালয়সমূহ ও মাসিক আত-তাহরীক অফিস, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২, ০১৭৬৬-২০১৩৫৩।

# বাংলাদেশের উপজাতীয়রা আদিবাসী নয় কেন?

*মেহেদী হাসান পলাশ*

২০০০ সালে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় বা ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর লোকেরা বাংলাদেশে নিজেদের আদিবাসী দাবী করে বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালন শুরু করে। পরবর্তীকালে তারা দেশের সমতলের বিভিন্ন উপজাতীয় ও তফসিলী জনগোষ্ঠীকেও এতে শামিল করে মোট ৪৫টি মতান্তরে ৭৫টি জনগোষ্ঠীকে একত্রে আদিবাসী আখ্যা দিয়ে বাংলাদেশ সরকারের কাছে স্বীকৃতি দাবী করে। কিন্তু বাংলাদেশের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর এই আদিবাসী দাবী শুরুতেই দেশের মধ্যে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করে। কারণ আভিধানিক ও নৃতাত্ত্বিক সংজ্ঞা অনুযায়ী আদিবাসী মানে আদিবাসিন্দা। আদিবাসী শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ Indigenous people. প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ মর্গানের সংজ্ঞানুযায়ী আদিবাসী হচ্ছে, 'কোন স্থানে স্মরণাতীতকাল থেকে বসবাসকারী আদিমতম জনগোষ্ঠী, যাদের উৎপত্তি, ছড়িয়ে পড়া এবং বসতি স্থাপন সম্পর্কে বিশেষ কোন ইতিহাস জানা নেই'। মর্গান বলেন, The Aboriginals are the groups of human race who have been residing in a place from time immemorial … they are the true Sons of the soil..' *.(Morgan, An Introduction to Anthropology, 1972)*.

সকল ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী বাংলাদেশের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর কেউই বাংলাদেশে স্মরণাতীতকাল থেকে বসবাস করছে না। তাদের সকলেই বহির্বিশ্ব বিশেষ করে ভারত ও মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে বিভিন্ন সময়ে। এই অনুপ্রবেশও স্মরণাতীতকাল পূর্বে ঘটেনি। মাত্র কয়েকশ' বছর পূর্বে ভারত ও মিয়ানমার থেকে তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। উপরন্তু বাংলাদেশের এই উপজাতীয় জনগোষ্ঠী তাদের আদিনিবাস ভারত ও মিয়ানমারেও আদিবাসী জনগোষ্ঠী হিসাবে স্বীকৃত নয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় মানব বসতির যেসব তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে তা খৃস্টপূর্ব ১৬০০-৫০০ সালের পুরাতন। সে কারণে উপজাতিদের আদিবাসী আখ্যাদানকারী গবেষকগণ এখন ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও) কনভেনশন-১৬৯'র আদিবাসী বিষয়ক সংজ্ঞার অপব্যাখ্যা করে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও তফসিলী সম্প্রদায়কে আদিবাসী দাবী করছেন ও দাবী করতে উদ্বুদ্ধ করছেন। এ বিষয়ে জাতিসংঘ ও এর অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে এ পর্যন্ত প্রধানত: তিনটি চার্টারের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এগুলো হ'ল : ১৯৫৭ সালের ৫ই জুন অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান 'আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা'র (আইএলও) ৪০তম অধিবেশনে প্রদত্ত- Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107), আইএলও'র ১৯৮৯ সালের ৭ই জুন অনুষ্ঠিত ৭৬তম অধিবেশনে প্রদত্ত-Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), এবং ২০০৭ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে অনুষ্ঠিত ৬১তম অধিবেশনে The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

এখানে আইএলও'র প্রথম চার্টার দু'টি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। চার্টার দু'টির শিরোনাম হচ্ছে- Indigenous and Tribal Populations Convention. অর্থাৎ আদিবাসী ও উপজাতি জনগোষ্ঠী বিষয়ক কনভেনশন। অর্থাৎ এই কনভেনশনটি আদিবাসী ও উপজাতি বিষয়ক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। কনভেনশনে পাস হওয়া ধারাগুলো একই সাথে আদিবাসী ও উপজাতি নির্ধারণ ও তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে, শুধু আদিবাসীদের নয়। অথচ বাংলাদেশে এই চার্টারকে আদিবাসীদের জন্য এক্সক্লুসিভ করে উপস্থাপন করা হয়।

এখানে উপজাতি ও আদিবাসীদের জন্য আলাদা সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে। Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)-এর আর্টিকল ১ এর (ধ)-তে ট্রাইবাল বা উপজাতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, Tribal peoples in independent countries whose social, cultural and economic conditions distinguish them from other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations'. অর্থাৎ একটি দেশের মূল জনগোষ্ঠী থেকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ভিন্নতর, যারা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও আইন দ্বারা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিচালিত তাদেরকে উপজাতি বলা হয়। এখন আইএলও'র এই সংজ্ঞাটি যদি আমরা বাংলাদেশের চাকমা, মারমা, সাঁওতাল ও অন্যান্য সাবস্পেসিস সমূহের সাথে বিচার করি, তাহ'লে পরিষ্কার বোঝা যায় তারা উপজাতি। কেননা 'ট্রাইব' শব্দের বাংলা অর্থ উপজাতি। কিন্তু বাংলাদেশের এক শ্রেণীর মতলববাজ বুদ্ধিজীবী আইএলও কনভেনশনের আর্টিকেল ১-এ উপস্থাপিত ট্রাইবাল সংস্থাটি সম্পূর্ণ চেপে গিয়ে শুধু ইনডিজিন্যাস পিপলের সংজ্ঞাটি উপস্থাপন করে থাকেন।

এখন আমরা ইনডিজিন্যাস পিপলের সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করব। Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)-এর আর্টিকল ১-এর (বি)-তে ইনডিডজিন্যাস পিপল বা আদিবাসীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonization or the establishment of present state boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social,

economic, cultural and political institutions.' অর্থাৎ আদিবাসী তারা যারা একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রে বংশানুক্রমে বসবাস করছে বা অধিকৃত হওয়া বা বর্তমান সীমানা নির্ধারণের পূর্বে বা উপনিবেশ সৃষ্টির পূর্ব থেকে বসবাস করছে। যারা তাদের কিছু বা সকল নিজস্ব সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত অধিকার ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ধরে রাখে।

আইএলও কর্তৃক উপজাতি ও আদিবাসী সংজ্ঞার মূল পার্থক্য হচ্ছে নির্দিষ্ট রাষ্ট্রে বংশানুক্রমে বসবাস বা অধিকৃত হওয়া, বর্তমান সীমানা নির্ধারণের পূর্বে বা উপনিবেশ সৃষ্টির পূর্ব থেকে বসবাস। বাকী শর্তগুলো মোটামুটি উপজাতিদের মতই। অর্থাৎ একজন উপজাতি আদিবাসী হবেন বা হবেন না উপরোক্ত শর্তের ভিত্তিতে। এছাড়াও রয়েছে ২০০৭ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের জাতিসংঘ সদর দফতরে অনুষ্ঠিত ৬১তম অধিবেশনে The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples চার্টার। এটি এক্সক্লুসিভলি আদিবাসীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট, উপজাতিদের নয়।

Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107) - ১৯৫৭ সালে পাস হ'লেও এ পর্যন্ত বিশ্বের মাত্র ২৭টি দেশ এই কনভেশন র‍্যাটিফাই করেছে। ১৯৭২ সালের ২২শে জুন বাংলাদেশ এই কনভেনশন র‍্যাটিফাই করেছে। বাংলাদেশ এই কনভেনশন র‍্যাটিফাই করলেও তা ছিল বৈশ্বিক দৃষ্টিতে। কেননা বাংলাদেশ কখনই এ দেশে কোন আদিবাসী জনগোষ্ঠী আছে তা স্বীকার করেনি। বাংলাদেশের বাইরে উপমহাদেশের পাকিস্তান ও ভারত এই কনভেনশন র‍্যাটিফাই করেছে। যদিও এরই মধ্যে ৮টি দেশ এই কনভেনশনকে নিন্দা করে তা থেকে বেরিয়ে গেছে। অন্যদিকে Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)- ১৯৮৯ পাস হ'লেও এখন পর্যন্ত বিশ্বের মাত্র ২৩টি দেশ এই কনভেনশন র‍্যাটিফাই করেছে। এর মধ্যে কনভেনশন-১০৭ থেকে বেরিয়ে আসা ৮টি দেশও রয়েছে। উপমাহদেশের একমাত্র নেপাল ছাড়া আর কোন দেশ এই কনভেনশন র‍্যাটিফাই করেনি। বাংলাদেশের মতো উপমহাদেশীয় রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107)- র‍্যাটিফাই করলেও কনভেনশন-১৬৯ র‍্যাটিফাই করেনি। কনভেনশন-১৬৯ অবশ্য ১০৭-এর মডিফিকেশন, তবুও তা আলাদা করে র‍্যাটিফিকেশন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কেননা কনভেনশন-১৬৯ পাস হওয়ার পর কনভেনশন-১০৭ এর গুরুত্ব হারিয়েছে। একটি আন্তর্জাতিক চার্টার কোন দেশ র‍্যাটিফাই না করলে তা তার জন্য প্রযোজ্য নয়। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, আইএলও কনভেনশন ১০৭ ও ১৬৯ যে দেশগুলো র‍্যাটিফাই করেছে তাদের বেশিরভাগই আফ্রিকান ও দক্ষিণ আমেরিকান দেশ, যাদের প্রধান বা অন্যতম প্রধান জনগোষ্ঠী বা গোষ্ঠীগুলো আদিবাসী হিসাবে স্বীকৃত।

২০০৭ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ৬১তম অধিবেশনে আদিবাসী বিষয়ক ঘোষণাপত্র উপস্থাপন করলে ১৪৩টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে, ৪টি দেশ বিপক্ষে, ১১টি দেশ ভোট দানে বিরত এবং ৩৪টি দেশ অনুপস্থিত থাকে। ভোট দানে বিরত থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বিরুদ্ধে ভোট দেয়া দেশগুলো হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র। বিস্ময়কর ব্যাপার হ'ল, বাংলাদেশে আদিবাসীদের অধিকার রক্ষায় খুব সোচ্চার ও পৃষ্ঠপোষক দেশগুলোর বেশিরভাগই কিন্তু নিজ দেশের জন্য আইএলও কনভেনশন ১০৭, ১৬৯ ও জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক চার্টারের সিগনেটরি বা ভোটদানকারী নয়। এ থেকেই নিজ দেশের আদিবাসীদের জন্য তাদের নিজেদের অবস্থান এবং অন্য দেশের 'আদিবাসীদে'র জন্য কুম্ভিরাশ্রু বর্ষণের মতলব পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। উল্লিখিত চারটি দেশ শুধু ইউএন চার্টারের বিপক্ষে ভোট দিয়েছে তাই নয়, বরং অধিবেশনে তাদের প্রতিনিধিরা এই চার্টারের প্রবল সমালোচনা করে বক্তব্য দিয়েছে।

এখন বিবেচনা করা যাক, বাংলাদেশের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীসমূহ বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ড অধিকৃত হওয়ার পূর্ব থেকে বা প্রি-কলোনিয়াল কি-না। তবে এ আলোচনার পূর্বে একটি বিষয় নির্ধারণ করা যরূরী যে, বিবেচনাটি কি সম্পূর্ণ বাংলাদেশ ভূখণ্ডের উপর হবে, না বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক হবে। কারণ অঞ্চলভিত্তিক হ'লে সেন্টমার্টিন দ্বীপে যিনি প্রথম বসতিস্থাপন করেছেন তিনিও বাংলাদেশের আদিবাসী এবং আগামীতে যদি বাংলাদেশ ভূখণ্ডে নতুন কোন দ্বীপ সৃষ্টি হয় আর সেই দ্বীপে যারা বা যিনি নতুন বসতি গড়বেন তিনিও আদিবাসী হবেন। বর্তমান সরকার নতুন সৃষ্ট ভাসান চরে রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসন করার চেষ্টা করছে, সেটা যদি সফল হয় তাহ'লে রোহিঙ্গাদেরও কি বাংলাদেশের আদিবাসী বলা হবে? একইভাবে ঢাকার আদি বাসিন্দা যারা তারাও বাংলাদেশের আদিবাসী এবং যে সকল উপজাতি ঢাকায় নানাভাবে স্যাটেল করেছেন তারা স্যাটেলার? কারণ এই সংজ্ঞার উপাদানগুলো ইংলিশ OR শব্দদ্বারা বা অথবা শব্দ দ্বারা বিভক্ত। আর যদি সমগ্র বাংলাদেশ ভূখণ্ড ধরা হয়, তবে বাংলাদেশের প্রথম উপনিবেশকারী হচ্ছে আর্যজাতি। আর্যরা উত্তরবঙ্গ দিয়ে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে। তখন বাংলাদেশ ভূখণ্ডে চাকমা, মারমা, গারো, হাজং, সাঁওতাল কারো অস্তিত্ব ছিল না। অর্থাৎ আর্যদের আগমনের পূর্বে এখানে যে অনার্য জনগোষ্ঠী বসবাস করতো তারা প্রি-কলোনিয়াল। আর্যদের আগমনের পূর্বে এখানকার অনার্য বাসিন্দারা প্রাকৃত ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। আর্যদের প্রভাবে তারা সনাতন ধর্ম গ্রহণ করে। পরবর্তীতে হিন্দু রাজাদের নিকট থেকে বাংলা বৌদ্ধ রাজাদের দখলে যায়। বাংলায় বৌদ্ধদের ইতিহাস আর চাকমাদের ইতিহাস এক নয়। অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রি-কলোনিয়াল জনগোষ্ঠী হচ্ছে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে উঠে আসা এখানকার মূল জনস্রোত, বাঙালী জনগোষ্ঠী।

সাধারণ পাঠক থেকে শুরু করে বাংলাদেশের অনেক বিদগ্ধজনের মুখে শোনা যায়, উপজাতি বললে তারা যদি অপমানিত বোধ করে, হেয় বোধ করে এবং আদিবাসী বললে যদি খুশি হয় তাহ'লে তা বলতে দোষ কোথায়? ইতিহাসে যাই-ই থাক, শতকরা ৯৮ ভাগ একক বাঙালী জনগোষ্ঠীর দেশে আমরা আমাদের দেশের মুষ্টিমেয় উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর প্রতি এইটুকু উদারতা কি দেখাতে পারি না? এই প্রশ্ন যে কোন সহানুভূতি সম্পন্ন মানুষের হৃদয় বিগলিত করতে বাধ্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্বনামধন্য ভাইস চ্যান্সেলরও একবার একান্ত আলোচনায় আমার কাছে এই মত প্রকাশ করেছিলেন। প্রশ্নটি অবশ্যই বিবেচনার দাবী রাখে। কিন্তু গোল বাঁধিয়েছে জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক ঘোষণাপত্র। এই ঘোষণাপত্রে সর্বমোট ৪৬টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। এসব অনুচ্ছেদের বেশ কয়েকটি ধারা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা, অস্তিত্ব, কর্তৃত্ব, সংবিধান ও আত্মপরিচয়ের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক।

একথা নিশ্চিত করে বলা যায়, যেসব ব্যক্তিবর্গ খুব সরলভাবে বা অসেচতন-উদারতায় উপজাতিদের আদিবাসী বলতে ইচ্ছুক/আগ্রহী তাদের অনেকেই হয়তো এই ঘোষণাপত্র পড়ে দেখেননি অথবা তার মর্মার্থ অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছেন (অবশ্য মতলববাজদের কথা আলাদা)। নিম্নে জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক ঘোষণাপত্রের কিছু অনুচ্ছেদ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

অনুচ্ছেদ-৩: আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে। সেই অধিকার বলে তারা অবাধে তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা নির্ধারণ করে এবং অবাধে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মপ্রয়াস অব্যাহত রাখে।

অনুচ্ছেদ-৪: আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার উপভোগের বেলায়, তাদের অভ্যন্তরীণ ও স্থানীয় বিষয়ে তথা স্বশাসিত কার্যাবলীর অর্থায়নের পন্থা ও উৎস নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাদের স্বায়ত্তশাসন বা স্বশাসিত সরকারের অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ-৫: আদিবাসী জনগণ যদি পসন্দ করে তাহ'লে রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের পূর্ণ অধিকার রেখে তাদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক, আইনগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান অক্ষুণ্ন রাখা ও শক্তিশালীকরণের অধিকার লাভ করবে।

অনুচ্ছেদ-৬: আদিবাসী ব্যক্তির জাতীয়তা লাভের অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ-১৯: রাষ্ট্র আদিবাসীদের প্রভাবিত করতে পারে এমন আইন প্রণয়ন কিংবা প্রশাসনিক সংক্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পূর্বে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতি নেয়ার জন্য তাদের প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাথে আন্ত রিক সদিচ্ছার সাথে আলোচনা ও সহযোগিতা করবে।

উপরের অনুচ্ছেদগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বাংলাদেশের উপজাতীয় জনগোষ্ঠী আদিবাসী হিসাবে স্বীকৃতি পেলে বাংলাদেশের ভেতর কমপক্ষে ৪৫টি স্বায়ত্তশাসিত বা স্বশাসিত অঞ্চল ও সরকার ব্যবস্থার সৃষ্টি হবে। এসব অঞ্চলে সরকার পরিচালনায় তারা নিজস্ব রাজনৈতিক কাঠামো, জাতীয়তা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, আইনপ্রণয়ন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পাবে। এসব অঞ্চলের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকার ও কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ন হবে। প্রকাশ্যে বলা না হ'লেও এই আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বতন্ত্র জাতীয়তার মধ্যে লুকানো রয়েছে স্বাধীনতার বীজ।

এই ঘোষণাপত্রে আদিবাসীদের ভূমির উপর যে অধিকারের কথা বলা হয়েছে, তা আরো ভয়ানক। যেমন অনুচ্ছেদ-১০: আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে তাদের ভূমি কিংবা ভূখণ্ড থেকে জবরদস্তিমূলকভাবে উৎখাত করা যাবে না। আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে তাদের স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতি ছাড়া কোনভাবে অন্য এলাকায় স্থানান্তর করা যাবে না এবং ন্যায্য ও যথাযথ ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে সমঝোতা সাপেক্ষে স্থানান্তর করা হ'লেও, যদি কোন সুযোগ থাকে, পুনরায় তাদেরকে সাবেক এলাকায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

অনুচ্ছেদ-২৬: (১) আদিবাসী জনগোষ্ঠীর তাদের ঐতিহ্যগতভাবে মালিকানাধীন, দখলীয় কিংবা অন্যথায় ব্যবহার্য কিংবা অধিগ্রহণকৃত জমি, ভূখণ্ড ও সম্পদের অধিকার রয়েছে।

২৬: (৩) রাষ্ট্র এসব জমি, ভূখণ্ড ও সম্পদের আইনগত স্বীকৃতি ও রক্ষার বিধান প্রদান করবে। সংশ্লিষ্ট আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রথা, ঐতিহ্য এবং ভূমি মালিকানা ব্যবস্থাপনা মেনে সেই স্বীকৃতি প্রদান করবে।

অনুচ্ছেদ-২৭: রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাথে যৌথভাবে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আইন, ঐতিহ্য, প্রথা ও ভূমি মালিকানাধীন ব্যবস্থাপনার যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করবে।

অনুচ্ছেদ-২৮: (১) আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমি, ভূখণ্ড ও সম্পদ যা তাদের ঐতিহ্যগতভাবে মালিকানাধীন কিংবা অন্যথায় দখলকৃত বা ব্যবহারকৃত এবং তাদের স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতি ছাড়া বেদখল, ছিনতাই, দখল বা ক্ষতিসাধন করা হয়েছে এসব যাতে ফিরে পায় কিংবা তা সম্ভব না হ'লে, একটা ন্যায্য, যথাযথ ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পায় তার প্রতিকার পাওয়ার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার রয়েছে।

২৮: (২) সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী স্বেচ্ছায় অন্য কোন কিছুতে রাযী না হ'লে ক্ষতিপূরণ হিসাবে গুণগত, পরিমাণগত ও আইনী মর্যাদার দিক দিয়ে সমান ভূমি, ভূখণ্ড ও সম্পদ অথবা সমান আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বা অন্য কোন যথাযথ প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৩০: (১) আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বেচ্ছায় সম্মতি জ্ঞাপন বা অনুরোধ ছাড়া ভূমি কিংবা ভূখণ্ডে সামরিক কার্যক্রম হাতে নেয়া যাবে না।

অনুচ্ছেদ-৩২: (২) রাষ্ট্র আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমি, ভূখণ্ড ও সম্পদের উপর প্রভাব বিস্তার করে এমন কোন প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে, বিশেষ করে তাদের খনিজ, পানি কিংবা অন্য কোন সম্পদের উন্নয়ন, ব্যবহার বা আহরণের পূর্বে স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতি গ্রহণের জন্য তাদের নিজস্ব প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাথে আলোচনা ও সহযোগিতা করবে।

উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বাংলাদেশের উপজাতীয় জনগোষ্ঠী আদিবাসী স্বীকৃতি পেলে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশে নিজস্ব আইনে নিজস্ব ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে পারবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মুষ্টিমেয় চিহ্নিত উপজাতিরা দাবী করছে ঐতিহ্য ও প্রথাগত অধিকার বলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল ভূমির মালিক তারা। একই অধিকার বলে সমতলের উপজাতীয় অধ্যুষিত এলাকার সকল ভূমির মালিকানা সেখানকার উপজাতীয়রা দাবী করবে। সেখানে যেসব ভূমি সরকারী ও ব্যক্তিগত মালিকানায় (আদিবাসী নয়) রয়েছে তা ফেরত দিতে হবে বা তার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এমনকি উপজাতীয়রা রাযী না হ'লে সমতল থেকে সমপরিমাণ সমগুরুত্বের ভূমি ফেরত দিতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে যেহেতু ঐ গোষ্ঠী সকল সামরিক স্থাপনা সরিয়ে নেয়ার দাবী জানাচ্ছে, সে কারণে সেখান থেকে সকল সামরিক স্থাপনা সরিয়ে নিতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় যেসব বাঙালী বসতি স্থাপন করেছে তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। ইউএনডিপিসহ কিছু বৈদেশিক সংস্থা ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে এ দাবী তুলেছে। ঘোষণাপত্রের ৩৬ অনুচ্ছেদটি আরও ভয়ানক।

অনুচ্ছেদ-৩৬: (১) আদিবাসী জনগোষ্ঠীর, বিশেষত যারা আন্তর্জাতিক সীমানা দ্বারা বিভক্ত হয়েছে তারা অন্য প্রান্তের নিজস্ব জনগোষ্ঠী তথা অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংক্রান্ত কার্যক্রমসহ যোগাযোগ, সম্পর্ক ও সহযোগিতা বজায় রাখার ও উন্নয়নের অধিকার রয়েছে। বাংলাদেশে বসবাসকারী সকল উপজাতি জনগোষ্ঠীর মূল আবাস ভারত ও মিয়ানমার। সেখানে এখনো তাদের মূল জনগোষ্ঠী রয়ে গেছে। এখন বাংলাদেশে তাদের খণ্ডিত অংশ যদি আদিবাসী হিসাবে স্বীকৃতি পায়, তাহ'লে ভারতের সমগ্র সেভেন সিস্টার্স রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা এবং মিয়ানমারের বিপুল এলাকা আদিবাসী ল্যান্ড স্বীকৃতি পাওয়ার পথ উন্মুক্ত হবে। একই সাথে সীমান্তের উভয় পাড়ের অভিন্ন জনগোষ্ঠী যদি অভিন্ন রাজনৈতিক, সরকার কাঠামো কিংবা স্বাধীনতার দাবী তোলে তা আঞ্চলিক সমস্যায় রূপ নেবে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উল্লিখিত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ বিশেষভাবে ভূমিকা রাখতে পারবে, যা ৪২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে। পূর্ব তিমুর, দক্ষিণ সুদান স্বাধীন করণে জাতিসংঘের ভূমিকা বিশ্বের দেশপ্রেমিক জনগণকে আতঙ্কিত করেছে। অধুনা পশ্চিম পাপুয়া নিউগিনিতেও জাতিসংঘের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে।

যদিও ৪৬ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, আদিবাসীর দাবী এমন একটা জনগোষ্ঠী থেকে উচ্চারিত হচ্ছে যারা ৪২ বছর ধরে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে। কৌশলগত কারণে তারা স্বায়ত্তশাসনের কথা যতটা উচ্চকিত করে স্বাধীনতার কথা ততটা নয়। ফলে দেশের অধিকাংশ মানুষই রাষ্ট্রবিরোধী এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল নয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থাও রহস্যময় আবরণে সযত্নে ঢেকে রেখেছে দেশবিরোধী এই দুষ্টুক্ষত। কিন্তু যারা সচেতন, বিশেষ করে যারা সামাজিক গণমাধ্যম ব্যবহার করেন তাদের প্রতি আহ্বান একবারের জন্য হ'লেও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পরিচালিত প্রোফাইল, গ্রুপ ও পেইজগুলো ভিজিট করে দেখুন, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কী ভয়ানক প্রচারণা চালানো হচ্ছে সেখানে। স্বাধীন জুম্মল্যান্ড গঠনের জন্য নিজস্ব জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত, মানচিত্র দিয়ে কীভাবে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা চালানো হচ্ছে সে সম্পর্কে সচেতনতার জন্য দেশবাসীর জানা উচিত। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে সিএইচটি জুম্মল্যান্ড নামে তাদের পরিচালিত একটি পেইজের ঠিকানা এখানে দেয়া হ'ল: (https://www.facebook.com/pages/CHT jummaland/327524104096965? fref=ts)।

শুধু ফেসবুক বা সামাজিক গণমাধ্যম নয়, পাহাড়ী বিচ্ছিন্নতাবাদীরা বিভিন্ন নিউজ পোর্টাল খুলেও পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন জুম্মল্যান্ড গঠনের প্রচার চালাচ্ছে। তাদের পরিচালিত অসংখ্য সাইটের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, chtnews.com. এই সাইটে করুণালঙ্কার ভান্তে নামে জেএসএসের এক শীর্ষ নেতার ধারাবাহিক সাক্ষাৎকার প্রচার হচ্ছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশধারী এই ব্যক্তি নিজেকে স্বাধীন জুম্মল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিচয় দিয়ে বিশ্বব্যাপী স্বাধীন জুম্মল্যান্ড প্রতিষ্ঠায় তার কর্মতৎপরতার কথা বিস্তারিতভাবে বলেছেন। অডিও-ভিডিও'র এই স্বাক্ষাৎকারে ভান্তে আরো জানিয়েছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বাধীন করার মতো পর্যাপ্ত অস্ত্র তাদের হাতে রয়েছে। এখন তিনি শুধু ৫ লক্ষ গোলাবারুদ সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। এই পরিমাণ গোলাবারুদ সংগ্রহ করতে পারলে তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে আলাদা করে স্বাধীন জুম্মল্যান্ড প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই ভিক্ষু সম্প্রতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা অর্জনের উদাহরণ তুলে ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী তরুণ প্রজন্মকে তার সাথে একাত্ম হ'তে আহ্বান জানিয়েছেন। এদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামকে আলাদা খ্রিস্টান রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আন্তর্জাতিক শক্তিকে তিনি পৃষ্ঠপোষক হিসাবে পাবেন বলেও জানিয়েছেন। কাজেই বাংলাদেশের উপজাতিদের আদিবাসী স্বীকৃতি কোন সাধারণ ব্যাপার নয়। এর সাথে জড়িত আছে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা, অস্তিত্ব, কর্তৃত্ব, ইতিহাস ও মর্যাদার প্রশ্ন।

*॥ সংকলিত ॥*

# রাষ্ট্রহীন করা হচ্ছে ৪০ লাখ মানুষকে

*সি আর আবরার**

ভারতের আসাম রাজ্যে ৪০ লাখ অধিবাসীর ঘাড়ে প্রত্যাশিত আতঙ্কের পাহাড় চেপে বসেছে। সম্প্রতি রাজ্য সরকারের তৈরী করা চূড়ান্ত জাতীয় নাগরিক তালিকায় (এনআরসি) তাঁদের নাম ওঠেনি। জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট একটি মামলার প্রেক্ষাপটে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া আদেশে এই এনআরসি হালনাগাদ করা হয়েছে। যাঁরা অনিবন্ধিত রয়ে গেছেন, এই তালিকা শুধু তাঁদের নিয়েই অনিশ্চয়তা তৈরী করেনি; এনআরসি নিয়ে কেন্দ্র ও কয়েকটি রাজ্যের নেতৃস্থানীয় বিরোধী দলও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ বারবার বলেছে, একজন প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকও যাতে তাঁর নাগরিকত্ব নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত না হন, গৃহীত ট্রাইব্যুনাল ও আইনি প্রক্রিয়ায় সে নিশ্চয়তা রয়েছে। কিন্তু এই বক্তব্য-বিবৃতি আতঙ্ক তেমন একটা কমাতে পারেনি। আসামের পর ইতিমধ্যে ওড়িশা আর ঝাড়খণ্ড থেকেও এনআরসি করার ঘোষণা এসেছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার এ নিয়ে তেমন উদ্বেগ দেখায়নি। তারা তাদের উদ্বিগ্ন প্রতিবেশীসহ অন্যদের বিশ্বাস করাতে চেয়েছে, এনআরসি প্রক্রিয়া সর্বোচ্চ আদালত ও আসাম রাজ্যের বিষয়। গত ৩০শে জুলাই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং সংসদকে আশ্বস্ত করেন, এ খসড়া তালিকা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে কেন্দ্র কোন ভূমিকা রাখেনি। এর এক দিন পরই বিজেপির সভাপতি অমিত শাহ সদর্পে বললেন, 'এটি বাস্তবায়নের সাহস আপনাদের নেই, আমাদের আছে।' বিরোধী কংগ্রেসকে উদ্দেশ্য করে তিনি আরও বলেন, 'বাংলাদেশী অভিবাসীদের তাড়িয়ে দেওয়ার সাহস আপনাদের নেই'।

এনআরসির চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর প্রতারণার ছদ্মাবরণ আরও খুলে যেতে শুরু করে। ১০ই সেপ্টেম্বর বিজেপির প্রভাবশালী সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব জোর গলায় বলেন, অবৈধ অভিবাসীদের 'শনাক্ত করা, বাদ দেওয়া ও দেশে ফেরত পাঠানোর' (ডিটেক্ট, ডিলিট অ্যান্ড ডিপোর্টেশন) নীতি অ্যাজেন্ডায় রয়েছে। তিনি গুরুত্ব দিয়ে বলেন, এটি তাঁর দলের 'বিবেচনায় নেওয়া এক সিদ্ধান্ত'। ১১ই সেপ্টেম্বর জয়পুরে দলটির এক সমাবেশে অমিত শাহ দাবী করেন, ৪০ লাখ 'বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীর' তালিকা তৈরি করা হয়েছে। তিনি ঘোষণা করেন, 'বিজেপি একজন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকেও ছাড় না দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। আমরা তাদের সবাইকে বের করে দেব'। অমিত শাহ তাঁর এই অন্যায্য অ্যাজেন্ডার পক্ষে সমর্থন বাড়ানোর লক্ষ্যে জাতীয় নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ তুলে ধরেন এবং দিল্লি, আহমেদাবাদ ও মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য 'অনুপ্রবেশকারীদের' দায়ী করেন। 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষে দাঁড়ানোর' জন্য বিরোধীদের অভিযুক্তও করেন। বিজেপির দলীয় প্রধানের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি তুলে তেলেঙ্গানার এমএলএ রাজা সিং বলেন, 'রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশী অবৈধ অভিবাসীরা সসম্মানে দেশ না ছাড়লে তাঁদের গুলি করে নির্মূল করা হবে'। সহিংসতায় উসকানি দেওয়ার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের বাংলাদেশের বিপক্ষে এই অবস্থান বোধগম্য নয়। দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে চমৎকার সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারতীয় নেতারা বারবারই বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের অবদান জোর গলায় বলে এসেছেন। এ নিয়ে বিতর্কের কোন সুযোগ নেই যে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল নিয়ে দেশটির কেন্দ্রীয় সরকারের বড় ধরনের নিরাপত্তা উদ্বেগ কমানো, ঐ অঞ্চলের উন্নয়ন এবং সেখানে কেন্দ্রের কর্তৃত্ব বাড়ানোর পেছনে বাংলাদেশের সক্রিয় তৎপরতা সহায়তা করেছে। মাত্র কিছুদিন আগেও বাংলাদেশ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যে পণ্যপরিবহনে দিল্লিকে চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে। এ ইঙ্গিত করা অযথার্থ হবে না যে এমন শুভেচ্ছার যথাযথ জবাব বাংলাদেশ পায়নি। বরং বলা যায়, তিস্তা নদীর পানিবণ্টন সমস্যার এখনো সুরাহা হয়নি, বাংলাদেশী পণ্যের রপ্তানীতে অন্যায্য বাধাগুলো রয়ে গেছে, সীমান্তেও হত্যা চলছে। আর কয়েক মাসের মধ্যে যখন বাংলাদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'তে যাচ্ছে, ঠিক তখনই কী কারণে ভারত সরকার এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে উৎসাহী হয়ে উঠল, তা ভেবে বিস্মিত হ'তে হয়।

এ রকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাংলাদেশের নীরবতায় দেশের মানুষ বিরক্ত। ভারতের কর্মকাণ্ডে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ অত্যন্ত নীরব। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তার ব্যাখ্যায় বলেছে, এনআরসি তাদের রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও যেন সে ব্যাখ্যাই মেনে নিয়েছে। বড় প্রতিবেশী দেশের এমন দাবীর বিরুদ্ধে মানুষ সুনির্দিষ্ট অবস্থান দেখতে চায়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যদি এ নিশ্চয়তা দেয় যে, আসামের নির্বাসিত বাসিন্দাদের বাংলাদেশে পাঠানো হবে না, তাহ'লে আপামর জনসাধারণের কাছে তাদের সে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার দায় রয়েছে। কয়েক দশক ধরে আরাকানের ভীতিকর ঘটনা নিয়ে পররাষ্ট্র বিভাগের দীর্ঘদিন ধরে বালুতে মাথা গোঁজা উটপাখির মতো আচরণের কারণে এ মুহূর্তে জাতিকে বড় খেসারত দিতে হচ্ছে। আসাম বিষয়ে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি হঠকারী হবে।

ভারতের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যেভাবে বাংলাদেশবিরোধী বিবৃতি দেওয়া হচ্ছে এবং এনআরসিকে কেন্দ্র করে ঘটনাপ্রবাহ যে গতিতে এগিয়ে চলেছে, তাতে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা ও বিরোধী দলের কাছ থেকে ভারতের সাম্প্রতিকতম কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে দৃঢ় অবস্থান নেওয়ার সময় এসেছে। ভারতের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এ নীতির বিরুদ্ধে দ্বিপক্ষীয় জোরালো কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালানোরও এখন

* *অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং শরণার্থী ও অভিবাসন বিশেষজ্ঞ।*

সময়। এই নীতি সীমান্তের উভয় পাশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে।

এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ খুবই কম যে, এনআরসি বিষয়টি বাঙালী জনগোষ্ঠীর ওপর হিন্দু জাতীয়তাবাদী ও কট্টরপন্থী আসামবাসীদের এক দ্বিমুখী আক্রমণ, যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা বেশ উল্লেখযোগ্য। আসামে মুসলমানেরা তৃতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ। ভারতশাসিত কাশ্মীরের পর তা একে দ্বিতীয় জনবহুল মুসলিম রাজ্যে পরিণত করেছে।

এনআরসি প্রকল্পের বাস্তবায়নে বিতর্ক জড়িয়ে আছে। এনআরসি বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব নিয়ে নিরপেক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্ন উঠেছে। কারণ নিবন্ধন প্রক্রিয়ার মাঝামাঝি নতুন নতুন আইন যুক্ত করে প্রক্রিয়াটিকে করে তোলা হয়েছে আরও জটিল। এতে আবেদনকারীদের দাবী প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। পর্যবেক্ষকেরা বলছেন, আপিল প্রক্রিয়া নিষ্পত্তিতে কয়েক দশক না হ'লেও বছরের পর বছর লেগে যেতে পারে।

এই আচরণের প্রবক্তারা তাঁদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিষ্কার করেছেন। কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার আশ্বস্ত করেছে, যাঁরা হিন্দুধর্মীয় বিশ্বাসের অনুসারী, এনআরসিতে নাম না থাকলেও তাঁদের চিন্তার কারণ নেই। অমিত শাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'নাগরিকত্ব (সংশোধন) বিল ২০১৬' আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ এবং অন্যদের নাগরিকত্ব (ভারতের) নিশ্চিত করবে। তাই এনআরসি প্রয়োগের প্রধান নিশানা যে মুসলমানেরা তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

ভারতের এনআরসি আর পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের ঘোষণা পাশাপাশি রাখলে বিষয়টি বেশ মজার দেখায়। পাকিস্তানের ইমরান খান ঘোষণা করেছেন, পাকিস্তানে বসবাসকারী আড়াই লাখ অনিবন্ধিত বাংলাদেশী ও ১৪ লাখ আফগানকে পাকিস্তানের নাগরিকত্ব দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। বিশ্ব যখন রাষ্ট্রহীনতার পরিস্থিতি দূর করতে মিলিতভাবে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তখন আসামে এনআরসি প্রয়োগ এ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠীর জন্ম দিতে পারে। কোন যুক্তি বা আইনে বাংলাদেশ আসাম থেকে পাঠানো মানুষদের গ্রহণ করতে বাধ্য নয়। কেননা তাঁদের মর্যাদা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কোন পক্ষ নয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্বশীল সদস্য দেশ হিসাবে ভারত নিশ্চিতভাবে জানে, আন্তর্জাতিক আইনের বেশ কিছু বিধিবিধানে গণ-বহিষ্কার নিষিদ্ধ।

*॥ সংকলিত ॥*


# আইডিয়াল ইসলামিক একাডেমী, জামালপুর

জুয়েল ম্যানশন (জাপানী), নয়াপাড়া (মণি চেয়ারম্যান বাড়ী মোড়ের পশ্চিম পার্শ্বে), জামালপুর।
যোগাযোগ : ০১৮৬৩-৬৮২৪৭০ (প্রধান শিক্ষক);০১৭৮২-১১৩৮৪২ (পরিচালক); ০১৮৩৬-৯৫৮৭২৬ (সভাপতি)।

## ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

**প্লে গ্রুপ থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত**
(৯ম শ্রেণীতে বিজ্ঞান ও মানবিক শাখায় ভর্তি নেওয়া হবে)

| | |
|---|---|
| ভর্তি ফরম বিতরণ | : ১লা নভেম্বর'১৮ হতে। |
| ভর্তি পরীক্ষা | : ২৯ ডিসেম্বর'১৮, সকাল ১০-টা। |
| ক্লাস শুরু | : ১লা জানুয়ারী'১৯ |

**আমাদের সাফল্য :** ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালে সমাপনী পরীক্ষায় পাশের হার ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি প্রাপ্তি ও A+ সহ ১০০%।
২০১৭ সালে জেডিসি পরীক্ষায় পাশের হার ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি প্রাপ্তি ও A+ সহ ১০০%।
২০১৬ ও ২০১৭ সালে মোট ৪ জন হিফয সম্পন্ন করে (একজন ৮ মাসে ও অন্য ৩ জন ১ বৎসরে)।

### বৈশিষ্ট্য সমূহ

* সাধারণ, আলিয়া, ক্বওমী ও হিফয শিক্ষার সমন্বয়।
* বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও সুন্দর হাতের লেখা অনুশীলন।
* আরবী ও ইংরেজীতে কথোপকথন ও লেখালেখিতে দক্ষ করে তোলা।
* ৭ম শ্রেণীর মধ্যেই হাদীছের মূল কিতাব পড়ার দক্ষতা অর্জন।
* নিজস্ব ডাক্তার দ্বারা প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান।
* শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।
* পূর্ণ ইসলামী বিধি-বিধানের উপর গড়ে তোলা।
* প্রতি দিনের পড়া শিক্ষকদের তদারকীতে তৈরী করে দেওয়ার ব্যবস্থা। ফলে গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন হয় না।
* গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা।
* প্রজেক্টরের সাহায্যে ক্লাস পরিচালনা ও সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে মনিটরিং।
* দুর্বল ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা।
* একই ভবনে একাডেমিক ও আবাসিক শিক্ষা ব্যবস্থা।
* শিরক-বিদ'আত ও রাজনীতি মুক্ত প্রতিষ্ঠান।
* চতুর্থ শ্রেণী হতে বালক ও বালিকা আলাদা শাখা।
* হাদীছের মূল কিতাব ও তাফসীর পড়ানোর মাধ্যমে যোগ্য আলেম হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা।
* বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য শীতাতপনিয়ন্ত্রিত আবাসিক রুম ও স্পেশাল খাবার সহ ভি.আই.পি ব্যবস্থা।



# কাযী হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত হজ্জ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!
আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, 'কাযী হজ্জ কাফেলা' প্রতি বছরের ন্যায় ২০২০ সালে হজ্জ কাফেলা নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে হজ্জ করতে চাইলে আজই নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-

## আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- ছহীহ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করার ব্যবস্থা।
- হকপন্থী আলেম-ওলামার মাধ্যমে হজ্জ চলাকালীন বিশেষ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার ব্যবস্থা।
- মক্কায় অবস্থানকালে 'বায়তুল্লাহ্'র নিকটবর্তী স্থানে এবং মদীনায় মাসজিদে নববীর নিকটবর্তী স্থানে আবাসন ব্যবস্থা, যাতে মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদে নববীতে পায়ে হেঁটে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায় করা যায়।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা মানসম্পন্ন খাবারের ব্যবস্থা।

## পরিচালক : কাযী হারূণুর রশীদ

৫১, আরামবাগ (৩য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৬১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১০-৭৭৭১৩৭।

**বিশেষ আকর্ষণ : প্রতি মাসে বিভিন্ন প্যাকেজে ওমরাহ পালনের বুকিং চলছে**

# হাঁটুর ক্ষতি এড়াতে করণীয়

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে হাঁটুতে আঘাত লাগতে পারে বা এর ক্ষতি হ'তে পারে। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ভালো কিংবা খারাপ যাই হোক না কেন, হাঁটুর ঝুঁকি থেকেই যায়। এখানে হাঁটুর কিছু ঝুঁকির কথা উল্লেখ করা হ'ল।-

**১. চেয়ারের উচ্চতা :** বর্তমানে আগের তুলনায় বহু মানুষই চেয়ারে বসতে অভ্যস্ত। তাই এ কাজে এখন চেয়ারের উচ্চতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। সারাদিন চেয়ারে বসে থাকতে হ'লে অবশ্যই চেয়ারের উচ্চতা লক্ষ্য করতে হবে। উরু যেন হাঁটু থেকে এক বা দুই ইঞ্চি উঁচুতে থাকে। এছাড়া পায়ের ওপর পা তুলে বসার অভ্যাসও ত্যাগ করতে হবে।

**২. কয়েকটি অনুশীলন :** হাঁটুর ক্ষতিকর প্রভাব এড়াতে কয়েকটি শারীরিক অনুশীলন বেশ কার্যকর। এগুলো হ'ল-

রেকটাস স্ট্রেচ : এজন্য এক পাশ হয়ে শুয়ে নিচের হাঁটু ও পা সোজা রাখতে হবে। এবার ওপরের পা হাঁটু মুড়িয়ে যথাসম্ভব পেছনে নিতে হবে। ওপরের পা টান টান করে কিছুক্ষণ রাখতে হবে। এরপর তা আবার স্বাভাবিক করে অন্য পা একই প্রক্রিয়ায় স্ট্রেচ করতে হবে।

কাফ স্ট্রেচ : দেয়াল থেকে এক বাহু সমান দূরত্বে দাঁড়িয়ে উভয় হাত দিয়ে দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে বাম পা সামনে এবং ডান পা পেছনে রাখতে হবে। এরপর বাম হাঁটু কিছুটা মুড়িয়ে ডান পায়ের পাতার ওপর চাপ দিতে হবে। ডান পা সোজা রেখে ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড স্ট্রেচটি করুন। এরপর পা বদলে এ প্রক্রিয়া কয়েকবার করতে হবে।

হ্যামস্ট্রিং স্ট্রেচ : সোজা হয়ে শুয়ে পড়ে বাম হাঁটু বুকের ওপর নিয়ে আসতে হবে। আর দুই হাত দিয়ে থাই টেনে ধরতে হবে। এ সময় হাঁটু যথাসম্ভব সোজা রাখার চেষ্টা করতে হবে। কিছুক্ষণ পর পা বদলে নিতে হবে।

**৩. জগিং :** জগিং হাঁটুর ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। তবে এটি বেশী হয় যদি শক্ত রাস্তায় কিংবা ফুটপাথে জগিং করা হয়। তাই নরম ঘাসের ওপর জগিং করতে হবে। এমনকি ট্রেডমিলের ওপরের অংশ যদি শক্ত হয় তাহ'লে তাও হাঁটুর ক্ষতি করতে পারে। এছাড়া জগিংয়ের পর স্ট্রেচ করা উচিত।

**৪. ব্যথা হ'লে করণীয় :** জগিং, শারীরিক অনুশীলন বা যে কোন ধরনের পরিশ্রমের পর যদি হাঁটুতে ব্যথা হয়ে যায় তাহ'লে সে কাজটি বন্ধ রাখতে হবে। অনেকেই বিষয়টি সঠিকভাবে মেনে না চলায় ব্যথা বেড়ে যায়।

**৫. হাঁটার ভঙ্গি ঠিক করা :** হাঁটার মূল শক্তি আসা উচিত পেলভিস থেকে। এছাড়া দেহ সামান্য সামনে ঝুঁকে থাকতে পারে। তাছাড়া হাঁটার সময় হাঁটু ও পায়ের আঙুল সোজা থাকতে হবে। বহু মানুষকে আঙ্গুলের ওপর ভর করে হাঁটতে দেখা যায়, যা পায়ের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে। তাই হাঁটার ভঙ্গিতে যদি এসব ভুল থাকে তা ঠিক করে নিতে হবে।

**৬. নিচু হয়ে না বসা :** নিচু সোফা, চেয়ার কিংবা টুল দেখতে যতই ভাল হোক না কেন, বাড়িতে না রাখা ভাল। এগুলো নিয়মিত ব্যবহার করলে হাঁটুর সমস্যা হ'তে পারে। এগুলো হাঁটুতে চাপ সৃষ্টি করে।

**৭. ভাল জুতা ব্যবহার :** নরম ও উন্নতমানের জুতা ব্যবহার করতে হবে। হাঁটা কিংবা দৌড়ানোর জন্য উপযুক্ত জুতার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

**৮. মেনোপজের সময় সতর্ক থাকা :** মেনোপজের সময় নারীদের দেহের নানা অংশে প্রচণ্ড চাপ পড়ে। এ সময় হাড়ের ঘনত্বও কমে যায়। ফলে এ সময় শারীরিক অনুশীলনে সতর্ক থাকতে হবে। এছাড়া প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

**৯. উপযুক্ত খাবার খাওয়া :** হাঁটুর সুস্থতার জন্য উপযুক্ত পুষ্টিকর খাবার খাওয়া প্রয়োজন। অপর্যাপ্ত খাবার খেলে তা শরীরের অন্যান্য অংশের মতো হাঁটুরও ক্ষতির কারণ হ'তে পারে। এক্ষেত্রে হাঁটুর জন্য ভিটামিন ডি, ক্যালসিয়াম ও বিভিন্ন মিনারেলের গুরুত্ব রয়েছে।

**১০. সমস্যা নির্ণয় করা :** হাঁটুর কোন সমস্যা হ'লে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সঠিক সমস্যা নির্ণয় করতে হবে। হাঁটুতে সামান্য ব্যথা হ'লেও হেলাফেলা করা যাবে না।

## যেসব খাবার শরীর বিষমুক্ত রাখবে

প্রতিটি মানুষকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য তার শরীর বিষমুক্ত রাখা একান্ত প্রয়োজন। নিয়মিত সহজলভ্য কিছু খাবার গ্রহণের মাধ্যমে শরীর থেকে এই বিষাক্ত উপাদানগুলো দূর করা যায়।

**তিতা খাবার :** তিতা খাবার শরীর থেকে বিষাক্ত উপাদান বের করে দিতে সবচেয়ে বেশী ভূমিকা রাখতে পারে। এ ক্ষেত্রে চিরতার পানি অথবা করলা কিংবা নিমপাতার রসের জুড়ি নেই।

**লেবু :** লেবুতে আছে একগুচ্ছ ডিটক্স ডাইট যা টক্সিন নামক বিশেষ প্রকার জৈব, যা বিষ নির্মূলে সহায়তা করে। এছাড়া লেবুতে রয়েছে ভিটামিন সি, যা দাঁত ও ত্বকের জন্য বিশেষ উপকারী। তাছাড়া লেবুর ক্ষারীয় প্রভাব শরীরে অম্লতার ভারসাম্য ফিরিয়ে আনে। প্রতিদিন এক ফালি লেবুর সাথে গরম পানি পানে শরীর থেকে বিষ নির্মূল করবে।

**রসুন :** সুস্থতার জন্য সবচেয়ে উপকারী খাদ্য রসুন। এতে রয়েছে এলিসিন নামক রাসায়নিক উপদান, যা রক্তে শ্বেত রক্তকণিকা উৎপাদন ও টক্সিন নির্মূলে সাহায্য করে। রসুন কাচা খাওয়া সবচেয়ে উপকারী।

**গ্রিন টি :** শরীর থেকে বিষাক্ত জৈব রাসায়নিক নির্মূলে গ্রিন-টি'র কোন বিকল্প নেই। তরল এই খাবার আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশের কর্মক্ষমতা বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এটি শুধু চা নয়, একে ওষন কমানোর ঔষুধও বলা চলে। এতে রয়েছে উচ্চমাত্রার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট।

**টাটকা ফল :** তাজা ফলে আছে ভিটামিন, খনিজ, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ফাইবার ও কম ক্যালোরি, যা শরীর থেকে বিষাক্ত উপাদানগুলো নির্মূলে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে চোখ ও ত্বককে উজ্জ্বল করে এবং হজম শক্তি বাড়ায়। *॥ সংকলিত ॥*

## আহলেহাদীছ আন্দোলন কি?

ইহা দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

# ছাদে আনার বা বেদানার চাষ পদ্ধতি

ডালিমের উন্নত জাতই হ'ল আনার বা বেদানা। আনার বা বেদানা খুবই মিষ্টি, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর একটি ফল। বাংলাদেশের মাটি বেদানা চাষের উপযোগী। এটি দেশের বসতবাটির আঙ্গিনায় চাষ করা যায়। নিয়মিত যত্ন নিলে আনার গাছ থেকে সারা বছর ফল পাওয়া যায়। ছাদে টবে বা ড্রামে খুব সহজেই আনার বা বেদানার চাষ করা যায়।

**বেদানার চাষ পদ্ধতি :** ছাদে আনার বা বেদানার চারা লাগানোর জন্য ২০ ইঞ্চি কালার ড্রাম বা টব সংগ্রহ করতে হবে। ড্রামের তলায় ৩-৫ টি ছিদ্র করে নিতে হবে। যাতে গাছের গোড়ায় পানি জমে না থাকে। টব বা ড্রামের তলার ছিদ্রগুলো ইটের ছোট ছোট টুকরা দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। টব বা ড্রামের গাছটিকে ছাদের এমন জায়গায় রাখতে হবে যেখানে সবসময় রোদ থাকে। এবার ২ ভাগ বেলে দোআঁশ মাটি, ১ ভাগ গোবর, ৪০-৫০ গ্রাম টি,এস,পি সার, ৪০-৫০ গ্রাম পটাশ সার এবং ২০০ গ্রাম হাড়ের গুড়া একত্রে মিশিয়ে ড্রাম বা টবে পানি দিয়ে রেখে দিতে হবে ১০-১২ দিন। অতঃপর মাটি কিছুটা খুচিয়ে দিয়ে আবার ৪-৫ দিন একইভাবে রেখে দিতে হবে। মাটি যখন ঝুরঝুরে হবে তখন একটি সবল সুস্থ কলমের চারা উক্ত টবে রোপন করতে হবে। চারা রোপনের সময় খেয়াল রাখতে হবে গাছের গোড়া যেন মাটি থেকে আলাদা না হয়ে যায়। চারা গাছটিকে সোজা করে লাগাতে হবে। সেই সাথে গাছের গোড়ায় মাটি কিছুটা উচু করে দিতে হবে এবং মাটি হাত দিয়ে চেপে চেপে দিতে হবে। যাতে গাছের গোড়া দিয়ে বেশী পানি না ঢুকতে পারে। একটি সোজা কাঠি দিয়ে গাছটিকে বেধে দিতে হবে। চারা লাগানোর পর প্রথমদিকে পানি কম দিতে হবে। আস্তে আস্তে পানি বাড়াতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন গাছের গোড়ায় পানি জমে না থাকে, আবার বেশী শুকিয়েও না যায়।

**অন্যান্য পরিচর্যা :** আনার বা বেদানা গাছের চারা লাগানোর ৪/৫ মাস পর থেকে নিয়মিত ২৫-৩০ দিন অন্তর অন্তর সরিষার খৈল পচা পানি প্রয়োগ করতে হবে। সরিষার খৈল ১০ দিন পানিতে ভিজিয়ে রেখে সেই পচা খৈলের পানি পাতলা করে গাছের গোড়ায় দিতে হবে। ১ বছর পর টবের আংশিক মাটি পরিবর্তন করে দিতে হবে। ২ ইঞ্চি প্রস্থে ও ৬ ইঞ্চি গভীরে শিকড়সহ মাটি ফেলে দিয়ে নতুন সার মিশ্রিত মাটি দিয়ে তা ভরে দিতে হবে। মাটি পরিবর্তনের এই কাজটি সাধারণতঃ বর্ষার শেষ এবং শীতের আগে করলেই ভাল হয়। ১০-১৫ দিন অন্তর অন্তর টব বা ড্রামের মাটি কিছুটা খুঁচিয়ে দিতে হবে।

**গাছে সার প্রয়োগ :** চারা লাগানোর আগে গর্তে সার প্রয়োগ ছাড়াও প্রতি বছর গাছে নিয়মিত সার প্রয়োগ করতে হবে। গর্ত করার ৮-১০ দিন পর গর্তের মাটির সাথে নিম্নলিখিত হারে সার মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। গর্ত ভরার ২০/২৫ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে। কমপোস্টের গুঁড়া ৫০০ গ্রাম, ইউরিয়া ১৫০ গ্রাম, টিএসপি ১০০ গ্রাম, এমওপি ১০০ গ্রাম, জিপসাম ৭০ গ্রাম।

এক বছর বয়সের প্রতিটি গাছে ১০ কেজি গোবর সার, ১২৫ গ্রাম ইউরিয়া, ১২৫ গ্রাম ট্রিপুল সুপার ফসফেট ও ১২৫ গ্রাম মিউরেট অব পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি বছর সারের মাত্রা কিছু কিছু বাড়াতে হবে। এভাবে একটি পূর্ণ বয়স্ক গাছের সারের মাত্রা হবে ৬০ কেজি গোবর সার, ১.৫ কেজি ইউরিয়া, ১.৫ কেজি ট্রিপুল সুপার ফসফেট ও ১.৫ কেজি মিউরেট অব পটাশ। উপরোক্ত পরিমাণ সার দু'ভাগে ভাগ করে একভাগ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ও আরেক ভাগ আশ্বিন-কার্তিক মাসে গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে।

**আগাছা দমন :** ডালিমের চাষাবাদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ডালিম গাছের গোড়ায় যেন কোন আগাছা লেগে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এজন্য নিয়মিতভাবে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে।

**পানি সেচ ও নিষ্কাশন :** ফলন্ত গাছে নিয়মিত হাল্কা সেচ দিতে হবে। গাছের গোড়ার মাটি কখনই বেশী শুকনো বা পানি জমে থাকবে না। ছোট অবস্থায় ও সার প্রয়োগের পর মাটিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে অবশ্যই সেচ দিতে হবে।

**ডাল ছাটাই :** ছাদের আনার গাছের ডাল নিয়মিত ছাটাই করতে হবে। আনার বা বেদানা গাছের পুরাতন ডালের নতুন শাখায় ফুল আসে। পুরাতন ডালে নতুন শাখা বের করার জন্যই ডাল পালা ছাটাই করা প্রয়োজন। এছাড়াও আনার গাছের শিকড় থেকে বের হওয়া সাকারও ছেঁটে দেয়া দরকার।

**শিকড় ছাঁটাই :** গাছকে বর্ষায় ফুল আসতে বাধ্য করার জন্য মার্চ-এপ্রিল মাসে ১৫ সে.মি. গভীর করে মাটি খুঁড়ে শিকড়গুলোকে ১৫ দিন উন্মুক্ত করে রাখতে হবে এবং পরে জৈব সারসহ মাটি চাপা দিয়ে সেচ দিতে হবে।

**বিশেষ পরিচর্যা :** ডালিম গাছে সারা বছরই কিছু না কিছু ফুল আসে। তবে সব সময়ের ফুল থেকে ফল উৎপন্ন হয় না। বসন্ত কালে যে ফুল হয় সেই ফুল থেকে গ্রীষ্মকালে ফল হয়। যদিও এই ফলের মান খুব একটা ভালো হয় না। বর্ষার শুরুতে যে ফুল আসে এবং সেই ফুল থেকে যে ফল হয় তা কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে সংগ্রহের উপযুক্ত হয় এবং এ ফলের মান বেশ ভালো হয়। তাই বর্ষার শুরুতে ফুল আনার জন্য পৌষ মাস থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত গাছের বিশেষ পরিচর্যা নিতে হয়। এই সময়ে গাছে পানির সেচ দেয়া বন্ধ রাখতে হয়। ফলে গাছের বৃদ্ধি বন্ধ থাকে। চৈত্র মাসে গাছে সেচ দিতে হয় এবং কোদাল দিয়ে কুপিয়ে গাছের গোড়ার মাটি আল্গা করে দিতে হয়। চৈত্র মাসে গাছের পাতা ঝরে যায় ও বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত গাছ ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। বর্ষা শুরু হওয়ার আগে দু'একটা সেচ দিলে ভালো হয়। বর্ষা শুরু হওয়ার সাথে সাথে গাছের বৃদ্ধি ও ফুল ফল ধারণ শুরু হয় এবং কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে এই ফল সংগ্রহের উপযুক্ত হয়।

**ডালিমের রোগবালাই তার প্রতিকার :**

**ফলছিদ্রকারী পোকা :** ডালিম ফলের মারাত্মক শত্রু হচ্ছে ডালিমের প্রজাপতি বা ফল ছিদ্রকারী পোকা। এই প্রজাতির শূঁককীট ফলের ক্ষতি করে থাকে।

**প্রতিকার :** আক্রান্ত ফল গাছ থেকে পেড়ে বা মাটিতে পড়ে থাকা ফল কুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলতে হবে। গাছে ফলধারণের পর ফলের বৃদ্ধি শুরু হ'লে কাপড় বা পলিথিন বা বাটার কাগজ দিয়ে বৃদ্ধিমান ফল ব্যাগিং করে দিলে এ পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। প্রতি লিটার পানিতে এক মিলিলিটার হারে ম্যালাথিয়ন বা কার্বারিল বা ফস্ফামিডন গ্রুপের কীটনাশক দিয়ে ১৫ দিন অন্তর অন্তর গাছে ও ফলে স্প্রে করতে হবে।

**কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা :** কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা সাধারণত পরিচর্যাবিহীন গাছে আক্রমণ করে থাকে। এই পোকার শূঁককীট রাতের বেলা কাণ্ড ও শাখার ছাল ছিদ্র করে ভেতরে প্রবেশ করে এবং ভেতরের অংশ খেতে থাকে। দিনের বেলা ডালের গর্তের মধ্যে এরা লুকিয়ে থাকে ও বর্জ্য পদার্থ ত্যাগ করে। কাণ্ড বা

শাখায় ছোট ছোট ছিদ্র বা বর্জ্য পদার্থ দেখে এ পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়।

**প্রতিকার :** গর্তের মধ্যে সরু তার ঢুকিয়ে পোকার কীড়াকে খুঁচিয়ে মারার ব্যবস্থা করতে হবে। গর্ত থেকে এ পোকার কীড়ার বর্জ্য পদার্থ পরিষ্কার করে গর্তে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ বা তুলার সাহায্যে কেরোসিন বা পেট্রোল ঢুকিয়ে কাদা দিয়ে গর্ত বন্ধ করে দিলে পোকা মারা যাবে।

**রস শোষণকারী পোকা :** ছাতা পোকা, সাদা মাছি, শুল্ক বা আঁশ পোকা, থ্রিপস, জাব পোকা ও মাকড় ডালিমের রস শোষণকারী পোকা হিসাবে চিহ্নিত। এসব পোকার আক্রমণে পাতা, মুকুল, ফুল ও ছোট ফল খসে পড়ে। সাদা মাছি ও জাব পোকা পাতা ও কচি ডগার রস চুসে খায়। ফলে আক্রান্ত অংশ বিবর্ণ ও বিকৃত হয়ে যায়।

**প্রতিকার :** ছাতা পোকা ও শুল্ক পোকার কীট দমনের জন্য আক্রমণের প্রথম অবস্থায় আক্রান্ত অংশ কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এর পর প্রতি লিটার পানিতে এক মিলিলিটার হারে মনোক্রোটোফস বা ডায়াজিনন গ্রুপের কীটনাশক মিশিয়ে গাছে স্প্রে করতে হবে। জাব পোকা বা সাদামাছি দমনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে এক মিলিলিটার হারে ডাইমিথয়েট বা আধা মিলিলিটার হারে ফসফামিডন বা ডায়াজিনন গ্রুপের কীটনাশক মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর অন্তর গাছে দুই বার স্প্রে করতে হবে।

**ফলের দাগ রোগ :** এটি একটি ছত্রাকঘটিত রোগ। এ রোগে আক্রান্ত ফলের ওপর ছোট ও অনিয়মিত দাগ পড়ে। দাগগুলোর চারিদিকে সবুজ হলদে দাগ থাকে। পরবর্তীতে দাগগুলো লম্বা দাগে পরিণত হয় এবং ফলের খোসার নিচের বীজগুলো বাদামী বর্ণের হয়ে যায়। আক্রান্ত ফলের গুণাবলী নষ্ট হয়ে যায় এবং ফলের বাজার মূল্য কমে যায়।

**প্রতিকার :** রোগাক্রান্ত অংশ কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম হারে মেনকোজেব বা ১ গ্রাম হারে কার্বান্ডিজম ছত্রাকনাশক গুলে ১০ দিন অন্তর অন্তর ৩-৪ বার ফলে ও গাছে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।

**ফল পচা রোগ :** ছত্রাকঘটিত এ রোগটি সাধারণত বর্ষাকালে দেখা যায়। এ রোগের জীবাণু দ্বারা ফুল আক্রান্ত হ'লে ফলধারণ বিঘ্নিত হয় এবং কচি ফল ঝরে যায়।

**প্রতিকার :** এ রোগের প্রতিকার ফলের দাগ রোগের প্রতিকারের অনুরূপ।

**ফল ফেটে যাওয়া :** ডালিমের ফল ফেটে যাওয়া একটি মারাত্মক সমস্যা। এটি কোন ছত্রাকজনিত রোগ নয়। এটি সাধারণত পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত কারণে বা মাটিতে রসের তারতম্যের কারণে হয়ে থাকে।

**প্রতিকার :** ফল ধারণের পর থেকে ডালিম গাছে ঘন ঘন পানি সেচ দিতে হবে। মাটিতে বোরনজনিত সার যেমন বোরিক এসিড গাছপ্রতি ৪০ গ্রাম হারে মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া ফলের বৃদ্ধির সময় প্রতি লিটার পানিতে পাঁচ গ্রাম হারে বোরিক এসিড এর মিশ্রণ ১০ দিন অন্তর অন্তর ফলে ও গাছে স্প্রে করতে হবে।

**ফল সংগ্রহ :** কলমের গাছে ৩-৪ বছর থেকেই ফলন শুরু হয়। ফুল আসার পর থেকে ফল পাকা পর্যন্ত ৬ মাস সময় লাগে। পুষ্ট ফলের খোসার রঙ হলদে-বাদামী হয়ে এলেই ফল পাড়ার উপযুক্ত হয়। গাছে ফল বেশী দিন রেখে দিলে ফল ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফল ফেটে যাওয়া জাতের ওপর নির্ভরশীল। যেসব গাছে ফল ফেটে যাওয়ার প্রবণতা থাকে সেসব গাছের ফল পুষ্ট হওয়ার কিছু আগেই পেড়ে নিতে হয়। তবে অপুষ্ট ফলের স্বাদ ও গুণাগুণ খুব একটা ভালো হয় না। ডালিমের খোসা বেশ শক্ত এজন্য পাকা ফল অনেক দিন সংরক্ষণ করা যায় এবং পরিবহনেও নষ্ট হয় না।

**ফলন :** ডালিম গাছ চার-পাঁচ বছর বয়স থেকে ফল দিতে শুরু করে। তবে শুরুর দিকে ফলন আশানুরূপ হয় না। সাধারণত ৮-১০ বছর বয়স থেকে ডালিম গাছ ভালো ফলন দিয়ে থাকে। প্রথম ফল ধরার সময় গাছপ্রতি ২০-২৫টির বেশী ফল পাওয়া যায় না। দশ বছর বয়সের গাছে গড়ে ১০০-১৫০টি ফল ধরে। তবে ভালো পরিচর্যা নিলে গাছপ্রতি ২০০-২৫০টি ফল পাওয়া যেতে পারে। একটি ডালিম গাছ ত্রিশ বছর পর্যন্ত লাভজনক ফলন দিয়ে থাকে।

*॥ সংকলিত ॥*


# দারুলহাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ দাখিল মাদরাসা

**বাঁকাল, (বাঁকাল ব্রীজ সংলগ্ন), সাতক্ষীরা। মোবাইল: ০১৭১০৬১৯১৯১, ০১৭১৬১৫০৯৫৩**

**বালক ও বালিকা শাখা (আবাসিক/অনাবাসিক)**

## ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

**হিফয বিভাগ সহ ১ম শ্রেণী হ'তে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত**

**ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু :** ১লা ডিসেম্বর হতে ৩০শে ডিসেম্বর'১৮।
**ভর্তি পরীক্ষা :** ৩১শে ডিসেম্বর '১৮ সোমবার সকাল ১০-টা।
**ক্লাস শুরু :** ০১লা জানুয়ারী ২০১৯ মঙ্গলবার।

**বৈশিষ্ট্য সমূহ**

- অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যাসহ পাঠদান।
- শিক্ষার্থীদেরকে ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষাদান।
- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান এবং উন্নতমানের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা।
- প্রতি বৎসর দাখিল পরীক্ষায় অধিকহারে জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
- বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ পাশ ও অধিক সংখ্যক জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
- প্রচলিত রাজনীতিমুক্ত মনোরম পরিবেশ।
- নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সকল ছাত্রের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা।
- নিয়মিত খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।

**শর্তাবলী**

- প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা ও আচরণ পুরোপুরি মেনে চলতে হবে।
- বিনা অনুমতিতে কোন আবাসিক ছাত্র হল ত্যাগ করলে তার ভর্তি বাতিল হবে।
- প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্ধারিত বোর্ডিং ফি ও মাসিক বেতন পরিশোধ করতে হবে।
- ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরীণ শৃংখলা বজায় রাখতে হবে।
- বোর্ডিং ফি প্রতি মাসে ১,২০০/- (এক হাযার দুইশত) টাকা।

# কবিতা

## দু'টি বিন্দু কবিতা

*মুহাম্মাদ আহসান*
*বংশাল, ঢাকা।*

(১)

নক্ষত্রপুঞ্জের মতো আলোকমালা হৃদয়ে জ্বালিয়ে রেখেছো বেশ
হে আমার চক্ষুপুঞ্জ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'!
জীবন রাতের ঘন অন্ধকারে বিদিশায় হে আমার পাঞ্জেরী!
পরকালে নাজাতের মনযীল পানে নির্ভুল রাহবার তুমি কাণ্ডারী।
এই সবুজ-শ্যামলিমা, খাল-নদী, ঝর্ণা ও পাখীর কলতান,
যেখানে প্রত্যুষে জাগিয়ে তুলে জনপদ জীবন জাগানিয়া আহ্বান,
তুমি তাওহীদী মিছিলে-মিছিলে পথহারা মানুষের অন্ধের যষ্ঠি
ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, অন্যায় প্রতিরোধে তুমি এক দূরন্ত দুর্বার সৃষ্টি।
শিশু, যুবা, নারী, প্রবীণ মিলেমিশে পরকালমুখী সফরে তুমি নও হেলাল
জান্নাত পানে ঘোড় সওয়ারী চলো ঐ শোন ডাকছে বিলাল।

(২)

জীবন মানেই
পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোয় জীবন গড়া
জীবন মানেই
নির্ভেজাল তাওহীদী ঝাণ্ডা বজ্রমুষ্টিতে তুলে ধরা
জীবন মানেই
কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলনে এগিয়ে চলা
জীবন মানেই
ঐক্য ও সংহতির সিসেঢালা প্রাচীর গড়ে তোলা
জীবন মানেই
দীপ্ত চেতনায় জামা'আত ও আমীর আঁকড়ে ধরা
জীবন মানেই
চলো-চলো মারকাযে চলো সংগ্রামী বন্ধুরা!

## ফিরক্বা নাজিয়াহ

*মুহাম্মাদ মোমতায আলী খাঁন*
*ঝিনা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।*

রাসূল যাকে হক্ব বলেছেন
আমরাও তাকেই হক্ব জানি,
রাসূল যাকে বাতিল বলেছেন
আমরাও তাকে বাতিল মানি।
রাসূল যা দিয়েছেন আমাদের
শরী'আত হিসাবে করেছি গ্রহণ,
রাসূল যা বাজেয়াপ্ত করেছেন
আমরা তা করি বর্জন।
রাসূল যার আনুগত্য করতে বলেছেন
আমরা নিঃশর্তে তার আনুগত্য করি,
রাসূল যাকে ধরতে বলেছেন
আমরা চোখ বুঁজে সে পথ ধরি।
রাসূল যাকে ন্যায় বলেছেন
আমরাও তাকে বলি ন্যায়,
রাসূল যাকে অন্যায় বলেছেন
আমরাও তাকে বলি অন্যায়।
রাসূল যাকে দোস্ত বলেছেন
আমরা সে দোস্তের করি সম্মান,
রাসূল যাকে দুশমন বলেছেন
আমরা তার উৎখাতে করি জীবন দান।
রাসূল যাকে শিরক-বিদ'আত বলেছেন
আমরা তাকে শিরক-বিদ'আত বলি,
রাসূল যাকে গুমরাহ বলেছেন
আমরা তাকে সভয়ে এড়িয়ে চলি।
রাসূল যা এঁকে দেখিয়ে গেছেন
একটি সোজা সরল পথের রেখা,
আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি
সে পথেই পাব জান্নাতুল ফিরদাউসের দেখা।
রাসূল যাদের ছহীহ আমল-আক্বীদার কারণে
দিয়েছেন মর্যাদাপূর্ণ সুন্দর একক নামকরণ,
বিশ্বের বুকে তারাই ফিরক্বা নাজিয়াহ
'আহলেহাদীছ'ই যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

## পরিচয়

*এফ.এম. নাছরুল্লাহ*
*কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।*

দু'হাতে পরা লোহার শিকল
বুকে বয়ে চলে ঝড় তুফান,
পায় না কিনারা দিশাহারা সেনারা
তবুও সামনে আগুয়ান।
ভীরু জাতি নয়, নয় কাপুরুষ এরা
বুকেতে বাঁধা তাদের পাক কুরআন,
ষড়যন্ত্রের জাল ছিড়ে ফেলে বারবার এরা
গেয়ে যায় সত্যের জয়গান।
শিরক-বিদ'আতকে পায়ে দলে মোরা
নিঃশেষ করে ফেলি চুরমার,
সামনে আগাই সত্যের শ্লোগান নিয়ে
শক্ত পর্বত ভেঙ্গে দুর্বার।
ওহোদ, খন্দক বালাকোটের ময়দানে
একাত্তরের মুক্তি সংগ্রামে,
যুগে যুগে আমরা সর্বত্র বিজয়ী বীর
পরিচয় তাই হ'তে পারে না কখন মোদের
রাষ্ট্রদ্রোহী জঙ্গীর।

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

Contents



# সোনামণিদের পাতা

### গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. সূরা নামলে। ২. সূরা তাওবার।
৩. ১১৪ বার। ৪. সূরা আছর।
৫. ২৫ জন।
৬. মাক্কী : মদীনায় হিজরতের পূর্বে যা নাযিল হয়েছে। মাদানী : মদীনায় হিজরতের পর যা নাযিল হয়েছে।
৭. (ক) তাওহীদ ও আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান। জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা এবং মুশরিকদের সাথে বিতর্ক (খ) মুশরকিদের খুন-খারাবী, ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ প্রভৃতি কর্মের নিন্দাবাদ (গ) সংক্ষিপ্ত বাক্য অথচ অতি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সমৃদ্ধ (ঘ) নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সান্ত্বনা দেয়া ও উপদেশ গ্রহণ করার জন্য ব্যাপকভাবে নবী-রাসূলদের কাহিনীর অবতারণা এবং কিভাবে তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছে ও কষ্ট দিয়েছে তার বর্ণনা।
৮. (ক) ইবাদত, আচার-আচরণ, দণ্ডবিধি, জিহাদ, শান্তি, যুদ্ধ, পারিবারিক নিয়ম-নীতি, শাসন প্রণালী অন্যান্য বিধি-বিধানের আলোচনা (খ) আহলে কিতাব তথা ইহুদী খৃষ্টানদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান (গ) মুনাফিকদের দ্বিমুখী নীতির মুখোশ উন্মোচন এবং ইসলামের জন্য তারা কত ভয়ানক তার আলোচনা (ঘ) সংবিধান প্রণয়নের ধারা ও তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করার জন্য দীর্ঘ আয়াতের অবতারণা।
৯. (ক) যে সকল সূরায় কোন কিছু ফরয করা হয়েছে বা দণ্ডবিধির আলোচনা করা হয়েছে (খ) যে সকল সূরায় মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে (গ) যে সকল সূরায় আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক করা হয়েছে (ঘ) যে সকল সূরা 'ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানূ' দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।
১০. ৮৬টি।

### গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. মাগুরা। ২. কচুবাড়ী কৃষ্টপুর, (সালন্দ, ঠাকুরগাঁও)।
৩. বাংলার দূত। ৪. ফারজানা ইসলাম (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়)।
৫. প্রীতিলতা। ৬. নিশাত মজুমদার।
৭. শীরীন শারমীন চৌধুরী। ৮. মূসা ইবরাহীম।
৯. ১৯৭৪ সালের ১ লা মার্চ। ১০. পূর্ব জার্মানী।

### চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)

১. মাদানী সূরার সংখ্যা কতটি?
২. পবিত্র কুরআনের কোন্ সূরার প্রতিটি আয়াতে 'আল্লাহ' শব্দ আছে?
৩. পবিত্র কুরআনের কোন্ কোন্ সূরা আল-হামদুলিল্লাহ দ্বারা শুরু হয়েছে?
৪. পবিত্র কুরআনে কোন ছয়জন ব্যক্তির নাম উল্লেখ আছে যাঁরা সকলেই নবীর পুত্র নবী ছিলেন?
৫. পবিত্র কুরআনে জাহান্নামের ৬টি নাম উল্লেখিত হয়েছে। সেগুলো কি কি?
৬. কুরআনের কোন সূরায় মুবাহালার আয়াত রয়েছে?
৭. পবিত্র কুরআনের কোন্ সূরার কোন্ আয়াতে ব্যভিচারের দণ্ডবিধির আলোচনা আছে?
৮. পবিত্র কুরআনের কোন সূরার কত নং আয়াতে ওযূর ফরয সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে?
৯. পবিত্র কুরআনের কোন সূরার কোন আয়াতে চুরির দণ্ডবিধি উল্লেখিত হয়েছে?
১০. পবিত্র কুরআনের কোন সূরার কোন আয়াতে মিথ্যা অপবাদের শাস্তির বিধান উল্লেখিত হয়েছে?

### চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ বিষয়ক)

১. বাংলাদেশ কোন দেশে সবচেয়ে বেশী রপ্তানী করে?
২. বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানী পণ্য কোনটি?
৩. বাংলাদেশের ২য় প্রধান রপ্তানী পণ্য কোনটি?
৪. পাটজাত দ্রব্য বাংলাদেশের কততম রপ্তানী পণ্য?
৫. বাংলাদেশের প্রধান আমদানী পণ্য কি কি?
৬. বাংলাদেশের অধিক রপ্তানী পণ্য কি কি?
৭. অঞ্চল হিসাবে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশী রপ্তানী করে কোথায়?
৮. বাংলাদেশ প্রথম জনশক্তি রপ্তানী করে কোন দেশে?
৯. গত বছরে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশী জনশক্তি (শ্রমিক) রপ্তানী করেছে কোন দেশে?
১০. জনশক্তি রপ্তানী করে সবচেয়ে বেশী রেমিটেন্স আসে কোন দেশ থেকে?

*সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম*
*বংশাল, ঢাকা।*

## সোনামণি সংবাদ

**খিরশিন টিকর, শাহ মখদুম, রাজশাহী ৬ই অক্টোবর শনিবার :** অদ্য বাদ মাগরিব যেলার শাহ মখদুম থানাধীন খিরশিনটিকর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ বাদশাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সুমাইয়া খাতূন।

**ছোট পাইকপাড়া, পবা, রাজশাহী ৬ই অক্টোবর শনিবার :** অদ্য সকাল ৬-টায় যেলার পবা উপযেলাধীন ছোট পাইকপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ তাওফীক হাসান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে জান্নাতুন।

**রসূলপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী ৭ই অক্টোবর রবিবার :** অদ্য সকাল ৭-টায় যেলার গোদাগাড়ী উপযেলাধীন রসূলপুর মক্তবে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ আব্দুল জব্বারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও সোনামণি মারকায এলাকার পরিচালক আবু রায়হান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা সোনামণি'র সহ-পরিচালক রূহুল আমীন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক ইমাম হোসাইন। উল্লেখ্য যে, প্রশিক্ষণে ১১৫ জন সোনামণি উপস্থিত ছিল।



www.at-tahreek.com

## স্বদেশ

### বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ উদ্বোধন

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি এবং বাংলাদেশের দিনাজপুর যেলার পার্বতীপুরের মধ্যে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী পাইপ লাইনের নির্মাণ কাজ যৌথভাবে উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তারা নিজ নিজ দেশের রাজধানী থেকে ১৮ই সেপ্টেম্বর বিকাল ৫-টায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করেন। একই দিন ভারতীয় এলওসি'র অর্থায়নে বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েলগেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্প দু'টির উদ্বোধন করা হয়। প্রকল্পটিতে ভারতীয় এলওসি'র বরাদ্দ ৯০২ কোটি ৬৩ লাখ ৪১ হাযার টাকা। অপরদিকে বাংলাদেশ সরকার খরচ করবে ২০৪ কোটি ১৬ লাখ ৬৭ হাযার টাকা।

ভারতীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এফকন্স-কল্পতরু যৌথভাবে কাজটি করবে। চুক্তির মেয়াদ কাজ শুরুর তারিখ হ'তে ৩৬ মাস। এতে এমব্যাংকমেন্টসহ ৯৬ কিলোমিটার ডুয়েলগেজ রেল লাইন নির্মিত হবে। এছাড়া কালভার্ট ২৫টি, প্লাটফর্ম ৬টি, প্লাটফর্ম সেড ৬টি, ফুটওভার ব্রীজ ১২টি, স্টেশন বিল্ডিং ৪টি এবং অন্যান্য পূর্ত কাজ করা হবে। এ প্রকল্পে নির্মিতব্য অবকাঠামোসমূহ রাজধানী ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, টঙ্গী-জয়দেবপুর হয়ে উত্তরাঞ্চল এবং চট্টগ্রাম ও সিলেট রুটে ট্রেন চলাচল অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও গতিময় করার ক্ষেত্রে ঢাকা-টঙ্গী-জয়দেবপুর ফিডার সেকশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এক সরকারী তথ্য বিবরণীতে জানানো হয়, বর্তমানে আমদানীকৃত তেল চট্টগ্রাম বন্দরে জাহায হ'তে খালাস করে চট্টগ্রাম ডিপোতে সঞ্চয় করে রাখা হয়। পরে কোস্টাল ট্যাংকে করে খুলনার দৌলতপুর ডিপোতে আনা হয়। সেখানে আনলোড করে আবার রেলের ওয়াগনে আপলোড করে নিয়ে যাওয়া হয় পার্বতীপুরে। এই প্রক্রিয়ায়, পরিবহনজনিত সমস্যা, অতিরিক্ত সময় ও অর্থের অপচয় হয় উল্লেখ করে তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, পাইনলাইনের মাধ্যমে তেল আনলে এ তিনটারই সাশ্রয় হবে। এছাড়া জ্বালানী নিরাপত্তা আরো জোরদার করতে এ পাইপলাইন কার্যকর অবদান রাখবে।

শিলিগুড়ি থেকে ভারতের ৫ কিলোমিটারসহ বাংলাদেশ অংশে দিনাজপুরের পার্বতীপুর পর্যন্ত মোট ১৩০ কিলোমিটার ডিজেল পাইপ লাইন ২০১৯ সাল নাগাদ নির্মাণ হ'লে প্রথম বছরে আড়াই ও পরবর্তীতে ৪ লাখ মেট্রিক টন ডিজেল সরবরাহ করা যাবে। অন্যদিকে, টঙ্গী জয়দেবপুরের ৯৬ কিলোমিটার ডুয়েল গেজ ডাবল রেল লিংক ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম, সিলেট, উত্তরবঙ্গ ও পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণাঞ্চলের রেল চলাচলকে আরো গতি দেবে।

### দেশে ১৬ লাখ প্রতিবন্ধী শনাক্ত

দেশে ১৫ লাখ ৯৩ হাযার ৭০ জন প্রতিবন্ধী শনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ঘূর্ণিঝড়প্রবণ ১৯ যেলায় ৪ লাখ ৩৩ হাযার প্রতিবন্ধীকে নিবন্ধন করা হয়েছে। গত ৮ই অক্টোবর রোববার প্রতিবন্ধিতাবান্ধব দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্সের তৃতীয় সভায় এ তথ্য জানানো হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় জানানো হয়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের লিঙ্গ, বয়স, পেশা ও শ্রেণীভিত্তিক উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৯ হাযার রোহিঙ্গা নারী ও শিশুকে মনোসামাজিক কাউন্সিলিং করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দিতে প্রশিক্ষকের সংখ্যা ও প্রশিক্ষণের পরিধি বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন অ্যাডভোকেসি গ্রুপ অন ডিজঅ্যাবিলিটি ইনক্লুসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের ফোকাল পয়েন্ট সায়মা ওয়াজেদ হোসেন। এ সময় সভায় জানানো হয়, এ পর্যন্ত ৩ হাযার ১০৫ জন কর্মকর্তা ও শিক্ষককে প্রশিক্ষক হিসাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

### মানব সম্পদ সূচকে তলানীতে বাংলাদেশ

মানব সম্পদ সূচকে ১৯৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬১তম। এরপরে আছে পাকিস্তান ১৬৪তম ও আফগানিস্তান ১৮৮তম অবস্থানে। বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান দা ল্যানসেটের মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত সাম্প্রতিক এক গবেষণা থেকে এ তথ্য জানা গেছে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে দেশগুলোর বিনিয়োগের আগ্রহের ওপর ভিত্তি করে বিশ্বব্যাংক ১৯৫টি দেশের ওপর এই গবেষণা পরিচালনা করেছে। এশিয়ান দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে চীন। তাদের অবস্থান ৪৪। এরপরে শ্রীলঙ্কা ১০২, মালদ্বীপ ১১৬, ভুটান ১৩৩ এবং নেপাল ১৫৬তম অবস্থানে রয়েছে। এ তালিকায় ভারতের অবস্থান ১৫৮তম। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৯৯০ সালের পর থেকে মানব সম্পদ সূচকে উন্নতি করেছে ভারত। তৎকালীন এক গবেষণা অনুযায়ী ভারতের অবস্থান ছিল ১৬২। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় ভারতের অবস্থান ১৫৮।

এই গবেষণার লক্ষ্য হচ্ছে জনশক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিনিয়োগের সম্পর্ক অনুধাবন করা। মানব উন্নয়ন সূচক বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের জীবন ধারণের মান, শিক্ষা, নিরক্ষরতা প্রভৃতির একটি তুলনামূলক সূচক। এখানে বিভিন্ন ধরনের পরিসংখ্যান ব্যবহার করে মানব উন্নয়নের মাপকাঠিতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে ক্রমানুসারে সাজানো হয়। জ্ঞান, বুদ্ধি, দক্ষতা, সক্ষমতা, অভিজ্ঞতার মতো মানবীয় সম্পদের সমষ্টি হচ্ছে মানব সম্পদ। দেশের উন্নয়নে ও লক্ষ্য অর্জনে মানব সম্পদ সরাসরি ভূমিকা পালন করে।

### মন্ত্রণালয়গুলোর কাছে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ৬৫০ কোটি টাকা

সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ ১ হাযার ৪৩৫ কোটি ৩১ লাখ টাকা। এর মধ্যে ৪০টি মন্ত্রণালয়ের কাছেই পাওনা ৬৬৮ কোটি টাকা। আর আধা-সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার কাছে বকেয়া আছে ৭৬৬ কোটি টাকা। গত ১৩ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সরকারদলীয় সদস্য নজরুল ইসলাম বাবুর প্রশ্নের জবাবে বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নছরুল হামিদ সংসদকে এ তথ্য জানান।

প্রতিমন্ত্রীর দেয়া তথ্যানুযায়ী সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ৯৫ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের কাছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বকেয়া ৬৪ কোটি টাকা বকেয়া আছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে। এছাড়া কৃষি মন্ত্রণালয়ের কাছে ২৪ কোটি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ২০ লাখ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে ২২ কোটি, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে ৮ কোটি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ২১ কোটি, স্থানীয় সরকার বিভাগে ৩৬ কোটি, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে ১৬ কোটি, নির্বাচন কমিশনে ৮ কোটি, অর্থ বিভাগে ১০ কোটি, মৎস ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়ে ৩ কোটি, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ে ৪৪ কোটি, খাদ্য মন্ত্রণালয়ে ৫২ কোটি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে ৪৬ কোটি, তথ্য মন্ত্রণালয়ে ৬ কোটি, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে ১১ কোটি, ভূমি মন্ত্রণালয়ে ৮ কোটি, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ৯ কোটি, স্থানীয় সরকার ও সমবায় মন্ত্রণালয়ে ৭ কোটি, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ১৩ কোটি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ১২ কোটি, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে ১২ কোটি, প্ল্যানিং কমিশনে ১১ কোটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ২ কোটি, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ৫৭ কোটি, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনে ২ কোটি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ৪ কোটি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে ২

কোটি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ৪ কোটি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ৪ কোটি, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে ৬০ লাখ, এছাড়া পাট ও বস্ত্র, সরকারী কর্ম কমিশন (পিএসসি), বিজ্ঞান তথ্য ও প্রযুক্তি, শিল্প, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে আরও প্রায় ২ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। প্রতিমন্ত্রীর তথ্যে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম উল্লেখ করলেও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যারা বিদ্যুৎ বিল বকেয়া রেখেছে তাদের নামের তালিকা দেয়া হয়নি।

## বড় অর্থনীতির দেশ হবে বাংলাদেশ

বিশ্ব অর্থনীতির আকার বিবেচনায় বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান ৪২তম। তবে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) নিরিখে ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ বিশ্বের ২৬তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হবে। হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশনের গবেষণা সেল এইচএসবিসি গ্লোবাল রিসার্চ এমন পূর্বাভাস দিয়েছে। 'দ্য ওয়ার্ল্ড ইন ২০৩০ : আওয়ার লংটার্ম প্রজেকশন ফর ৭৫ কান্ট্রিজ' শিরোনামের এ গবেষণা প্রতিবেদনে ৭৫টি দেশের অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা ও তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে পূর্বাভাস দেয়া হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের পরেই থাকবে ফিলিপাইন, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম ও মালয়েশিয়া। ২০৩০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গড়ে ৭ দশমিক ১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে। চলতি বছরের জন্য ৭ দশমিক ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন করেছে বাংলাদেশ সরকার। যদিও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) মতে, বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হ'তে পারে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ। আর বিশ্বব্যাংকের হিসাবে প্রবৃদ্ধি হ'তে পারে ৭ শতাংশ।

এইচএসবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগামী ১২ বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি বৈশ্বিক র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৬ ধাপ এগিয়ে ২৬তম অবস্থানে আসবে। ফিলিপাইন ১১ ধাপ এগিয়ে বর্তমানের ৩৮তম অবস্থান থেকে ২৭তম অবস্থানে উঠে আসবে। পাকিস্তান ১০ ধাপ এগিয়ে ৪০ থেকে ৩০-এ উঠবে। ভিয়েতনাম ৮ ধাপ এগিয়ে ৪৭ থেকে চলে আসবে ৩৯-এ। আর মালয়েশিয়া ৫ ধাপ এগিয়ে ৩৪ থেকে-২৯-এ উঠে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। অপরদিকে বিশ্বের শীর্ষ পাঁচ অর্থনীতিতেও আসবে পরিবর্তন। ২০৩০ সালে বর্তমানে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা চীন শীর্ষে উঠে আসবে। শীর্ষে থাকা যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয়তে নামবে। সপ্তম অবস্থান থেকে তৃতীয় অবস্থানে চলে আসবে ভারত। তৃতীয় থেকে চতুর্থ অবস্থানে চলে যাবে জাপান। জার্মানী চতুর্থ অবস্থান থেকে পঞ্চম স্থানে গিয়ে দাঁড়াবে।

## ৩ থেকে ৭ দিনে যানজট মুক্ত হবে ঢাকা

মাত্র তিন থেকে সাত দিনের মধ্যে রাজধানী ঢাকাকে যানজট মুক্ত করার কৌশল উদ্ভাবন করেছেন গবেষক ঢাকার খিলগাঁও বেঙ্গল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ এমএফএ চৌধুরী। এর জন্য নতুন করে কোন অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজন হবে না। গবেষকের দাবী, তার উদ্ভাবিত কৌশল অবলম্বন করলেই দুর্বিষহ যানজট থেকে মুক্ত হবে রাজধানী। এই কৌশল যানজটপ্রবণ অন্যান্য সড়কেও ব্যবহার করা যাবে। তিনি বলেছেন, উদ্ভাবিত কৌশল ব্যবহার করতে শুধু ট্রাফিক পুলিশ নিযুক্ত করে কিছু রাস্তাকে একমুখী করে, কিছু ক্ষেত্রে চৌরাস্তা বন্ধ করে, কিছু ক্ষেত্রে রোড ডিভাইডারের দৈর্ঘ্য কমিয়ে বা বাড়িয়ে, দুই পাশের রাস্তার প্রশস্ততা অস্থায়ীভাবে কম-বেশী করা প্রয়োজন হবে। এতে করে মাত্র তিন থেকে সাত দিনের মধ্যে যানজট মুক্ত রাজধানী দেখা যাবে।

গবেষক এমএফএ চৌধুরী এর আগে নদীভাঙন রক্ষায় একটি কৌশল উদ্ভাবন করেন। তার উদ্ভাবন কাজে লাগিয়ে অনেক এলাকা নদীভাঙন থেকে রক্ষা পাচ্ছে। তিনি বলেন, যানজটমুক্ত শহর গড়ায় তার উদ্ভাবিত পদ্ধতির নাম 'চৌধুরী ট্রাফিক কন্ট্রোল সিস্টেম' (সিটিসি)। এই পদ্ধতিতে বিদ্যমান ফ্লাইওভার ও ইউলুপ এমনভাবে সমন্বয় করা হয়েছে, যেন রাস্তায় কোন প্রকার যানজট না থাকে। তিনি বলেন, সিটিসি তিনটি ধাপ নিয়ে গঠিত। প্রথম ধাপ, মধ্যম ধাপ ও উচ্চতর ধাপ। বাংলাদেশের মতো যেসব দেশে দ্রুতগতির যানবাহনের সঙ্গে ধীরগতির যানবাহন চলাচল করে, সেসব দেশে প্রথম ধাপ বাস্তবায়ন করে তিন দিনে যানজটের ৭০ থেকে ৯০ শতাংশ কমানো যাবে। তারপর মধ্যম ধাপ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং সবার শেষে ধীরে ধীরে উচ্চতর ধাপ বাস্তবায়ন করতে হবে। গবেষক এমএফএ চৌধুরী তার উদ্ভাবিত পুরো কৌশল গণমাধ্যমে প্রকাশ করতে রাযী নন। তবে সরকার চাইলে তিনি তার উদ্ভাবিত পদ্ধতি বিনামূল্যে দিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি বলেন, সিটিসি পদ্ধতি প্রয়োগ করলে পরবর্তী প্রজন্ম হয়তো জানবেই না, যানজট বলে কোন সমস্যা ছিল।

ঢাকার তীব্র যানজট সম্পর্কে গবেষক এমএফএ চৌধুরী বলেন, সড়কে অতিরিক্ত যানবাহন, দ্রুতগতির সঙ্গে ধীরগতির যানবাহন চলাচল, ট্রাফিক আইন অমান্য, যেখানে-সেখানে গাড়ি পার্কিং, ট্রাফিক পদ্ধতি আধুনিকায়ন না করা, অপরিকল্পিত ফ্লাইওভার নির্মাণই যানজটের কারণ। তার মতে, ফ্লাইওভার দিয়ে দ্রুত এসে গাড়িগুলো যেখানে নামছে, সেখানে আগে যে গাড়িগুলো ছিল, সেগুলোর সঙ্গে মিলে গাড়ির সংখ্যা চোখের পলকে বেড়ে যাচ্ছে। ফলে ঐ স্থানে ভয়াবহ যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি বলেন, যানজটের আরেকটি বড় কারণ সড়কে-মহাসড়কে ঘন ঘন চৌরাস্তা। চৌরাস্তায় ট্রাফিক সিগন্যালে এসে যানবাহন থামে। বিপুল যানবাহনের কারণে ট্রাফিক পুলিশ চারটি রাস্তার মধ্যে একটি একটি করে রাস্তার যানবাহনকে ছাড়ছে, ফলে অন্য তিনটি রাস্তার যানবাহন থেমে থাকছে। এভাবে যানজট ভয়াবহ রূপ নেয়।

যানজট নিরসনে তার উদ্ভাবিত সিটিসির মধ্যম ধাপ সম্পর্কে বলেন, বিদ্যমান চৌরাস্তাগুলো উন্মুক্ত রেখে ও ট্রাফিক সিগন্যাল বহাল রেখে বেশি যানবাহন চলাচল করে, এমন রাস্তায় একটি ফ্লাইওভার বা ক্রস আকারে পৃথকভাবে দু'টি ফ্লাইওভার করতে হবে। ফ্লাইওভারের আকার হবে অত্যন্ত ছোট। শুধু রাস্তার অপর পাশে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই ফ্লাইওভার ব্যবহার করা হবে। ইঞ্জিন চালিত যানবাহন ফ্লাইওভার ব্যবহার করলেও ইঞ্জিনবিহীন যানবাহন ট্রাফিক সিগন্যাল অনুসরণ করবে।

সিটিসি পদ্ধতির উচ্চতর ধাপ বাস্তবায়ন সম্পর্কে গবেষক এমএফএ চৌধুরী বলেন, এক লাইনে পরপর প্রায় ১১টি চৌরাস্তা (স্থান ভেদে চৌরাস্তার সংখ্যা কম-বেশী হ'তে পারে) বন্ধ করে শুধু রাস্তার অপর পাশে যাওয়ার জন্য এক থেকে ১১টি ছোট ফ্লাইওভার ৫০০ থেকে এক হাযার মিটার দূরত্ব বজায় রেখে দু'টি ইউলুপ ব্যবহার করা হবে। ইউলুপ দুটি কাছাকাছি হ'লে ইউলুপের গোড়ায় যানজট সৃষ্টি হ'তে পারে। এখানে কোন ট্রাফিক পুলিশ ও ট্রাফিক সিগন্যাল বাতির প্রয়োজন হবে না। গাড়ি কোথাও না থেমে সব সময় চলমান থাকায় কোন যানজট হবে না। ফলে এই খাতে বাতির মূল্য, রক্ষণাবেক্ষণ খরচ, বিদ্যুৎ খরচ ইত্যাদি বাবদ বার্ষিক কয়েক শত কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। উচ্চতর ধাপ সম্পর্কে তিনি বলেন, তিনটি ধাপকে সমন্বিতভাবে ব্যবহার করে যানজট সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা যাবে। সরকার চাইলে তিন থেকে সাত দিনের মধ্যে যানজট সমস্যা থেকে দেশবাসীকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব।

সম্প্রতি বুয়েটের অ্যাক্সিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো'আয্যম হোসেন এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলেছেন, যানজটের কারণে প্রতিদিন বাংলাদেশে ৫০ লাখ কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে। ফলে বছরে ৩৭ হাযার কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে।

*[আমরা গবেষকের গবেষণাকে স্বাগত জানাই এবং সরকারকে এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে আহ্বান জানাই (স.স.)]*

## ২১শে আগষ্ট গ্রেনেড হামলা মামলার রায় ঘোষণা

গত ১০ই অক্টোবর বুধবার দুপুরে ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারক শাহেদ নূর উদ্দীন বহুল আলোচিত গ্রেনেড হামলা মামলার রায় ঘোষণা করেন। ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলা হয়। এতে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের স্ত্রী তৎকালীন মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী আইভি রহমানসহ ২২ জন মারা যান, আহত হন কয়েক শ'। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। প্রাণে রক্ষা পেলেও তাঁর ডান কান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রায়ে সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরসহ ১৯ জনের মৃত্যুদণ্ড ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী এবং সাবেক প্রতিমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদসহ আরও ১৯ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। বাকী ১১ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়। মামলাটির মোট ৫২ আসামীর মধ্যে ইতিমধ্যে অন্য মামলায় তিনজনের ফাঁসি হয়ে যাওয়ায় আসামীর সংখ্যা ছিল ৪৯ জন। মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামীদের ১৯ জনের মধ্যে ১৭ জনই কারাগারে বন্দী। আর যাবজ্জীবন প্রাপ্ত ১৯ জন আসামীর মধ্যে ১৩ জনই পলাতক। মামলাটিতে সাক্ষী ছিল মোট ৫১১ জন। সাক্ষী গ্রহণ করা হয়েছে ২২৫ জনের।

কারাগারে থাকা ১৭ জন হ'লেন সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু, ডিজিএফআইয়ের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী, এনএসআই-এর মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার (অব.) আবদুর রহিম, মাওলানা শেখ আবদুস সালাম, মো. আবদুল মাজেদ ভাট ওরফে মো. ইউসুফ ভাট, আবদুল মালেক ওরফে গোলাম মোহাম্মদ ওরফে জিএম, মাওলানা শওকত ওসমান ওরফে শেখ ফরিদ, মহিবুল্লাহ ওরফে মফিজুর রহমান ওরফে অভি, মাওলানা আবু সাঈদ ওরফে ডা. জাফর, আবুল কালাম আজাদ ওরফে বুলবুল, মো. জাহাঙ্গীর আলম, হাফেজ মাওলানা আবু তাহের, হোসাইন আহমেদ তামিম, মঈন উদ্দিন শেখ ওরফে মুফতি মঈন ওরফে খাজা ওরফে আবু জানদাল ওরফে মাসুম বিল্লাহ, মো. রফিকুল ইসলাম ওরফে সবুজ ওরফে খালিদ সাইফুল্লাহ ওরফে শামিম ওরফে রাশেদ ও মো. উজ্জ্বল ওরফে রতন।

আর পলাতক দু'জন হ'লেন আবদুস সালাম পিন্টুর ভাই ও জঙ্গিনেতা মাওলানা মো. তাজউদ্দীন, যিনি বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকায় আছেন। আর হানিফ পরিবহনের মালিক মো. হানিফ।

রায় ঘোষণার পর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তাৎক্ষণিকভাবে তার প্রতিক্রিয়ায় রায়কে ফরমায়েশী অভিহিত করে তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, তার দল মনে করে এই রায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তাঁর দলের পক্ষ থেকে বলেছেন, বিলম্বিত হ'লেও এই রায়ে অমরা অখুশি নই, কিন্তু পুরোপুরি সন্তুষ্টও নই। তিনি বলেন, রায়ের জন্য আদালতকে ধন্যবাদ জানাই এ কারণে যে, অন্তত একটা বিচার হয়েছে। কিন্তু রায় নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট হ'তে পারিনি। ২১শে আগস্টের মাস্টারমাইন্ড, প্ল্যানার ও বিকল্প পাওয়ার হাউসের (হাওয়া ভবন) তারেক রহমান সর্বোচ্চ শাস্তি পেতে পারতেন। তাই আমরা তারেক রহমানের ফাঁসি দাবী করছি।

# বিদেশ

## কানাডায় হিজাবের পক্ষে যুগান্তকারী রায়

কানাডার কুইবেক রাজ্যের সুপ্রিম কোর্ট ৩রা অক্টোবর রানিয়া আল-আলাউল এক মুসলিম নারীর হিজাবের পক্ষে এক যুগান্তকারী রায় দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট মুসলিম নারীর হিজাবের পক্ষে রায় দেয়। রায়ে বিচারক বলেন, কুইবেকের আইন ধর্মীয় উদ্দেশ্যে পরিধান করা কোন নারীর মাথা ঢেকে রাখার পোশাকের বিরুদ্ধে যায় না, যদি না তা জনস্বার্থ বিরোধী কোন কাজে ব্যবহৃত হয়।

জানা যায়, ২০১৫ সালে কানাডার কুইবেকে বসবাসরত রানিয়া আল-আলাউলের গাড়ি বাযেয়াফ্ত করা হয়। এর বিরুদ্ধে তিনি মামলা করেন। আদালতের বিচারক ইলিয়ানা মারেনগো শুনানির পূর্বে তার হিজাব খুলে ফেলার নির্দেশ দেন। কিন্তু রানিয়া তাতে রাযী হননি। এ পর্যায়ে বিচারক রানিয়া আল-আলাউলকে বলেন, 'যদিও মামলাটির শুনানি করা আবশ্যক কিন্তু একই সাথে আপনার পোশাক মামলা শুনানি করার জন্য উপযুক্ত নয়'। ফলে রানিয়া বিচার পাননি। এ অন্যায়ের প্রতিবাদে তার নিযুক্ত আইনজীবী নিম্ন আদালতের বিরুদ্ধে ২০১৬ সালে কুইবেকের সুপ্রিম কোর্টে আপীল করেন।

কুইবেকের সুপ্রিম কোর্ট গত ৩রা অক্টোবর নিম্ন আদালতের রায়টি বাতিল করে দিয়ে রানিয়া আল-আলাউলকে যথাযথ সুবিচার দিতে অস্বীকার করার সিদ্ধান্তকে অবৈধ ঘোষণা করে। সুপ্রিম কোর্ট একই সাথে রানিয়া আল-আলাউলের নিজস্ব ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী পোশাক পরিধানের অধিকার রয়েছে বলে মত দেন।

*[ধন্যবাদ কানাডার সুপ্রিম কোর্টকে। বিশ্বের অন্যান্য দেশ এরায়ের অনুসরণ করবে বলে আশা করি (স.স.)]*

## নোবেল পুরস্কার ২০১৮

নোবেল পুরস্কার প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ হ'তে ঘোষণা করার ঐতিহ্যকে মেনে ২০১৮ সালে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। **চিকিৎসা :** ক্যান্সার গবেষণায় বিশেষ অবদানের জন্য এবছর চিকিৎসায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন দুই গবেষক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেমস পি অ্যালিসন ও জাপানের তাসুকু হোনজো। ১লা অক্টোবর সোমবার সুইডেনের করোলিনস্কা ইনস্টিটিউট চিকিৎসায় নোবেল বিজয়ী এই দুইজনের নাম ঘোষণা করে। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমানোর প্রবণতাকে প্রতিহত করে ক্যানসার চিকিৎসায় নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য যৌথভাবে এই দুই গবেষককে পুরস্কৃত করা হ'ল। **পদার্থ :** লেসার নিয়ে গবেষণায় যুগান্তকারী উদ্ভাবনের জন্য পদার্থ বিদ্যায় নোবেল বিজয়ী তিন বিজ্ঞানী হ'লেন, যুক্তরাষ্ট্রের আর্থার আশকিন, ফ্রান্সের গেঁরা মোরো ও কানাডার ডোনা স্ট্রিকল্যান্ড। ড. আশকিন অপটিক্যাল টুইজার নামে একটি লেসার টেকনিক উদ্ভাবন করেছেন; যা বায়োলজিক্যাল সিস্টেম গবেষণায় ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে ফরাসী পদার্থবিজ্ঞানী গেঁরা মোরো ও কানাডার নারী পদার্থবিজ্ঞানী ডোনা স্ট্রিকল্যান্ড উচ্চ তীব্রতা ও অতি ক্ষুদ্র লেজার পালস তৈরীর উপায় উদ্ভাবন করেছেন; যা বিভিন্ন ধরনের কাজ করে। এর মধ্যে একটি হ'ল, চোখের লেসার সার্জারী। গত ৫৫ বছরের মধ্যে এবারই প্রথম নারী হিসাবে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হ'লেন কানাডার পদার্থবিজ্ঞানী ডোনা স্ট্রিকল্যান্ড। **রসায়ন :** প্রোটিন ও এনজাইম নিয়ে গবেষণা করে রোগ প্রতিরোধের উপায় আবিষ্কারের জন্য রসায়নে নোবেল পুরস্কার জিতেছেন মার্কিন রসায়নবিদ ফ্রান্সেস এইচ আরনল্ড ও জর্জ পি স্মিথ এবং ব্রিটিশ রসায়নবিদ স্যার গ্রেগরি পি উইন্টার। **শান্তি :** যৌন নিপীড়নকে যুদ্ধের হাতিয়ার করার প্রচেষ্টা বন্ধ করার জন্য ভূমিকা রাখায় এ বছর যৌথভাবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন কঙ্গোর চিকিৎসক ডেনিস মুকওয়েগে ও ইরাকের

ইয়াযীদী তরুণী নাদিয়া মুরাদ। **অর্থনীতি :** বিশ্ব অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদে টেকসই প্রবৃদ্ধিসহ মৌলিক ও যরূরী বিষয়গুলো তুলে ধরার নকশা পদ্ধতিতে বিশেষ অবদানের জন্য নোবেল পুরস্কার জিতলেন দুই মার্কিন অর্থনীতিবিদ ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের উইলিয়াম ডি. নরডাস ও নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের পল এম. রোমার।

উল্লেখ্য, সুইডিশ একাডেমীর সদস্যদের যৌন কেলেঙ্কারি ও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ পাওয়ার কারণে এবছর সাহিত্যে কাউকে পুরস্কার দেয়া হয়নি। এখন পর্যন্ত মোট ১০ জন ব্যক্তি এ বছরের নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। যাদের মধ্য রয়েছে জাপানী ১ জন, ফরাসী ১ জন, কানাডীয় ১ জন, মার্কিন ৪ জন, ইংরেজ ১ জন, কঙ্গোর ১ জন, ইরাকী ১ জন।

### যাজকদের নির্যাতনের শিকার হ'ল শিশুরা

জার্মানীতে প্রায় ৭০ বছরে তিন হাযার ছয়শ'রও বেশী শিশু রোমান ক্যাথলিক গির্জার যাজকদের নির্যাতনের শিকার হয়েছে বলে ফাঁস হওয়া এক প্রতিবেদনে জানা গেছে। গির্জার অনুসন্ধানেই ১৯৪৬ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত হওয়া এসব নির্যাতনের তথ্য উঠে এসেছে। বিশ্বজুড়ে যাজকদের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগের মধ্যেই জার্মানীর যাজকদের যৌন নির্যাতনের এসব তথ্য সামনে এল। জার্মান সংবাদমাধ্যম স্পিগেল জানায়, ফাঁস হওয়া প্রতিবেদনটি থেকে জার্মানীর ১,৬৭০ জন পাদ্রী ৩,৬৭৭ জন নাবালকের ওপর বিভিন্ন ধরনের যৌন নির্যাতন করেছেন বলে জানা গেছে।

*[আল্লাহ প্রদত্ত ইলাহী বিধান লংঘন করার কুফল এগুলি। আমরা খৃষ্টান যাজকদের রক্ষার জন্য তাদেরকে বিবাহ করার নীতি অবলম্বনে খৃষ্টান সামাজিক নেতৃবৃন্দের প্রতি জোরালো উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি (স.স.)]*

## মুসলিম জাহান

### বিশ্বে ইসলাম হয়ে উঠেছে সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্ম

যুক্তরাষ্ট্রের পিউ রিসার্চ সেন্টার (পিআরসি) বলেছে, বিশ্বে ইসলাম সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্ম হয়ে উঠছে। ১৯৯টি দেশের মধ্যে ২০১৫ সালের তথ্য বিশ্লেষণ করে গত ৪ঠা অক্টোবর মঙ্গলবার প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'পিউ রিসার্চ সেন্টার'-এর ধর্মীয় রূপরেখা বিষয়ক এক গবেষণায় এ কথা বলা হয়েছে। এর আগে পিআরসি-র গবেষণায় ইসলামকে বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বিস্তার লাভকারী ধর্ম হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।

পিআরসি-র গবেষণায় বলা হয়, আগামী ২০৭০ সালের পর বিশ্বে ইসলাম হবে সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্ম। এর আগে বিশ্বে ২০৫০ সাল নাগাদ মুসলিম জনসংখ্যা হবে খ্রিস্টানদের প্রায় সমান। ইসলাম হবে এ দুনিয়ার সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল ধর্মবিশ্বাস। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে করা এক হিসাবে (প্রজেকশান) এমনটিই দেখা গেছে। সারা বিশ্বের জন্মহার, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা এবং ধর্মান্তরের পরিসংখ্যানের তথ্যের ভিত্তিতে এ সমীক্ষা করা হয়।

সমীক্ষার তথ্যে দেখা যায়, ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীদের সংখ্যা ২০৫০ সাল নাগাদ গিয়ে দাঁড়াবে ২৭৬ কোটিতে। ঐ সময় মুসলমানরা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ হবে। ২০৫০ সালে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ৯শ' কোটি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মুসলমানদের সংখ্যা হবে ২৮০ কোটি যা মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ এবং খ্রিস্টানদের সংখ্যা ২৯০ কোটি (মোট জনসংখ্যার ৩১ শতাংশ) গিয়ে দাঁড়াবে। যদি এই ধারা চলতে থাকে তাহ'লে ২০৭০ সালের পর বিশ্বে ইসলামই বেশী জনপ্রিয় ধর্ম হবে। গবেষণায় বলা হয়, সামনের দিনগুলোতে যেমন একদিকে বাড়বে ধর্মহীন মানুষের সংখ্যা, ঠিক তেমিন বিপুল পরিমাণ মানুষ ধর্ম বিশ্বাস, বিশেষ করে ইসলামে ধর্মান্তরিত হবে।

পিআরসি বলে, বিশ্বের ১৭৫টি দেশের ২ হাযার ৫০০ জরিপ থেকে সংগ্রহ করা তথ্যের ভিত্তিতে এই বিশ্লেষণ করেছে পিউ। তবে তারা এটাও বলেছে যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বড় ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক পরিবর্তন, সশস্ত্র যুদ্ধ, ইত্যাদি বিষয়গুলো এই স্বাভাবিক প্রবণতাকে ব্যাহতও করতে পারে। অন্যথায় ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের ধর্মভিত্তিক মানচিত্র হবে এরকমই।

*[আমেরিকা থেকে প্রতি বছর এ ধরনের রিপোর্ট বের করার পিছনে তাদের কোন রাজনৈতিক দূরভিসন্ধি আছে কি-না জানা প্রয়োজন। বিশ্বব্যাপী জঙ্গীবাদের প্রসারে তাদের ষড়যন্ত্র আজ প্রমাণিত। অতএব এরূপ রিপোর্টে আত্মতুষ্টি লাভের কোন অবকাশ নেই। কেননা ইসলাম বিশ্বজয়ী ধর্ম হবে এবং তা প্রত্যেক মাটির ও বস্তিঘরে প্রবেশ করবে, এটা তো আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী (মিশকাত হা/৪২)। এর জন্য কোন জরিপের প্রয়োজন নেই (স.স.)]*

### ৮ মাসে প্রায় ৩ কোটি পর্যটকের তুরস্ক ভ্রমণ

এ বছর জানুয়ারী থেকে আগস্ট পর্যন্ত সময়ে তুরস্ক প্রায় ৩ কোটি বিদেশী পর্যটককে স্বাগত জানিয়েছে। তুরস্কের সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ২৮শে সেপ্টেম্বর জানায়, এ পর্যন্ত ২ কোটি ৭০ লাখ পর্যটক তুরস্ক ভ্রমণ করেছেন। মন্ত্রণালয় জানায়, এ বছরের আট মাসে আগত বিদেশী পর্যটকদের সংখ্যা গত বছরে এ সময়ে আগত পর্যটকদের চেয়ে ২২. ৯ শতাংশ বেশী। গত বছর তুরস্কে ২ কোটি ১৯ লাখ পর্যটক এসেছিলেন।

বিদেশী পর্যটকদের পর্যটনের প্রধান আকর্ষণ ইস্তাম্বুল। এখানে এ বছর এ পর্যন্ত ৮০ লাখ ৮৭ হাযার পর্যটক ইস্তাম্বুল সফর করেছেন। এরপরেই হচ্ছে আনাতালয়া। সেখানে আগত পর্যটকের সংখ্যা ছিল ৮০ লাখ ৭৫ হাযার। আগত পর্যটকদের মধ্যে রুশদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। এ বছর এ সময় পর্যন্ত ৪১ লাখ ৮০ হাযার রুশ পর্যটক তুরস্ক ভ্রমণ করেছেন। সকল বিদেশী পর্যটকের মধ্যে তারা ছিলেন ১৫.৫ শতাংশ। এছাড়া জার্মানীর পর্যটক সংখ্যা ছিল ২৯ লাখ ৭০ হাযার, যুক্তরাজ্যের ১৫ লাখ ৭০ হাযার, ইরানের ১৫ লাখ ১০ হাযার ও জর্জিয়ার ১৪ লাখ ৪০ হাযার। ২ কোটি ৭ লাখ পর্যটকের পসন্দের পরিবহন ছিল বিমান। অন্যদিকে ৫৭ লাখ পর্যটক সড়ক ও রেলপথে এবং সাড়ে ৬ লাখ পর্যটক জাহাযে করে তুরস্কে আসেন। সরকারী হিসাবে গত বছর ৩ লাখ ২৪ হাযার বিদেশী তুরস্ক ভ্রমণে এসেছিলেন। ২০১৬ সালে এ সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৫৩ লাখ।

*[দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা থাকলে পর্যটক সবদেশেই বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু হানাহানির রাজনীতির কারণে সর্বত্র সেটা ব্যাহত হচ্ছে (স.স.)]*

## বিজ্ঞান ও বিস্ময়

### বোতলে বিশুদ্ধ বাতাস বিক্রি...

আশ্চর্যের হ'লেও সত্য যে, বোতলে ভরে বিশুদ্ধ বাতাস বিক্রি হচ্ছে নিউজিল্যান্ডে। ডেইলী মেইলের প্রতিবেদনে বলা হয়, তাদের প্রতিনিধি দেশটির অকল্যান্ড আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দেখতে পায় পিওর ফ্রেশ নিউজিল্যান্ড এয়ার নামের একটি প্রতিষ্ঠানের ৪ বোতল বাতাস বিক্রি হচ্ছে ৯৮ ডলারে। দেশটিতে বিশুদ্ধ বাতাসের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে বোতলজাত বাতাস বাজারে আনে তারা। বাজারজাত করার পর বেশ ভালোই সাড়া পাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। আর ঐ বোতলজাত বিশুদ্ধ বাতাস বিক্রি করে ভালো দাম পাচ্ছে বলে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয়। নিউজিল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলীয় একটি দ্বীপে মেঘের খুব কাছাকাছি এমন উচ্চতা থেকে বাতাস বোতলজাত করা হয় বলে জানানো হয়। প্রতিষ্ঠানটি বলছে, 'আপনি জীবনভর যে বাতাস নিঃশ্বাস হিসাবে গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ এটি'।

*[মানুষের হাত যখন পড়েছে তখন বিশুদ্ধ পানীয়ের নামে যেমন ভেজাল পানি বিক্রি হচ্ছে তেমনি এটাও না জানি কখন ভেজাল বাতাসের বোতলে পরিণত হয়। আমরা এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য ঢাকাবাসীর প্রতি আহ্বান জানাই (স.স.)]*

বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত বিজ্ঞানী দম্পত্তির

## বর্জ্য থেকে জ্বালানী আবিষ্কার

প্লাস্টিক ও পলিথিন বর্জ্য থেকে শুরু করে অব্যবহৃত বর্জ্যগুলো থেকে এক টন বর্জ্যে ১৩শ' লিটার ডিজেল, ১০টি সিলিন্ডার এলপিজি গ্যাস ও ২৩ লিটার অ্যাভিয়েশন বা জেট ফুয়েল উৎপাদনের যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত মার্কিন বিজ্ঞানী দম্পত্তি। যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বিজ্ঞানী ড. মইনুদ্দীন সরকার বাদল ও ড. আনজুমান সেলী শুধুমাত্র যন্ত্র আবিষ্কার করেননি, উৎপাদনও করেছেন। একই সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই টেকনোলজি ছড়িয়ে দিচ্ছেন। তবে বাংলাদেশ নিজেদের মাতৃভূমি হওয়ায় এশিয়ার মধ্যে এটাকেই প্রাণকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে চান তারা। বিজ্ঞানী দম্পত্তির সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে।

এই আবিষ্কারের ফলে যেমন ঢাকাসহ সারাদেশে পরিবেশ বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে, তেমনি খুব অল্প খরচে জ্বালানী উৎপাদন করে বাজারের চলমান চাহিদাও পূরণ করা সম্ভব হবে। তাদের আবিষ্কৃত মেশিনারিজ (যন্ত্রপাতি) দিয়ে বাংলাদেশে প্লান্ট (বর্জ্য থেকে জ্বালানী) তৈরী করতে চান। এজন্য সরকারী-বেসরকারী তথা ব্যক্তি পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন এই দম্পত্তি।

ড. মইনুদ্দীন সরকার জানান, পৃথিবীতে দিনে দিনে প্লাস্টিক সামগ্রীর ব্যবহার বাড়ছে, সেই সঙ্গে আমাদের চার পাশে জমছে প্লাস্টিক বর্জ্য। যা হয়ে ওঠেছে আমাদের পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি। প্লাস্টিক পচনশীল নয় বিধায় মাটি হারাচ্ছে তার উর্বর শক্তি। খালগুলো ভরাট হয়ে যাচ্ছে, নদী তার নাব্যতা হারাচ্ছে। ড্রেনের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা রোধ হচ্ছে। ফলে মশা মাছির প্রকোপ বেড়েই যাচ্ছে এবং বৃষ্টি হ'লে শহরে নৌকা চালাতে হচ্ছে। প্লাস্টিক ও পলিথিনের প্রাদুর্ভাবে বন ও জলজ জীব বৈচিত্র ধ্বংসের দিকে চলে যাচ্ছে।

ড. মইনুদ্দীন বলেন, বাংলাদেশের বিশেষ করে ঢাকা শহরের রাস্তাঘাটে পড়ে থাকা কোন কিছুই ফেলনা নয়। প্লাস্টিক ও পলিথিন বর্জ্য থেকে শুরু করে অব্যবহৃত বর্জ্যগুলো থেকে প্রতিটন বর্জ্যে ১৩০০ লিটার ডিজেল, ১০টি সিলিন্ডার এলপিজি গ্যাস ও ২৩ লিটার অ্যাভিয়েশন বা জেট ফুয়েল উৎপাদন করা সম্ভব। বাংলাদেশের বর্জ্য ব্যবস্থপনাকে পরিবেশ বান্ধব রেখে তাদের আবিষ্কৃত যন্ত্র দিয়ে প্লান্ট স্থাপন করে জ্বালানী তেল উৎপাদন করা সম্ভব। এই প্লান্ট থেকে উৎপাদিত প্রতি লিটার ডিজেলের দাম পড়বে ২০ বা ২১ টাকা। আর জেট ফুয়েল ও সিলিন্ডার এলপিজি গ্যাস উৎপাদন এই খরচেই হয়ে যাবে। তবে এই প্লান্ট স্থাপনে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী সহযোগিতা ও বিনিয়োগের প্রয়োজন।

তথ্যমতে, শুধু আমেরিকাতেই প্রতিবছর ৮০ বিলিয়ন পাউন্ড প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদন হয়। যার মাত্র ছয় শতাংশ অর্থাৎ ৪ দশমিক ৮ বিলিয়ন পাউন্ড পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করা হয়। বাংলাদেশে প্রতিবছর ২৮ মিলিয়ন মেট্রিকটন মিউনিসিপ্যাল সলিড ওয়াস্ট (এমএস ডবিউ) বর্জ্য উৎপাদন হয়। যার মধ্যে ১৫ শতাংশই প্লাস্টিক অর্থাৎ ৪ দশমিক ২ মিলিয়ন প্লাস্টিক। যার মাত্র ১০ শতাংশ পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করা সম্ভব হয়। বাকিটা পরিবেশের ক্ষতি করছে। ১৯৫০ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সারাবিশ্বে প্রায় ৬ দশমিক ৩ বিলিয়ন টন প্লাস্টিক উৎপাদন হয়েছে, যার মাত্র নয় শতাংশ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ সম্ভব হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে গত ৮ই অক্টোবর সোমবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) এক সংবাদ সম্মেলনেও তাদের আবিষ্কার নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেন। নিজেদের গবেষণা নিয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে ড. মইনুদ্দীন সরকার বলেন, ২০১২ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় ১৬৫ মিলিয়ন টন বর্জ্যপ্লাস্টিক সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় রয়েছে। যা প্রায় ৭০০ প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণীকে হুমকির মুখে ফেলেছে। তাই বর্জ্য প্লাস্টিকের সমস্যা সমাধানের জন্য ২০০৫ সাল থেকে আমরা গবেষণা শুরু করি। ২০১০ সালে প্লাস্টিক থেকে তেল উৎপাদনের একটি প্রযুক্তি ও তার পেটেন্ট তৈরী করি। যা নবায়নযোগ্য শক্তি, যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠা প্রযুক্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রায় দুই দশক গবেষণার পর সাফল্যের সাথে একটি প্রযুক্তি আবিষ্কার করতে সক্ষম হই, যার প্রতি টন পরিত্যাক্ত প্লাস্টিক ও পলিথিন বর্জ্য থেকে ১৩শ' লিটার জ্বালানী তেল, ১০ সিলিন্ডার এল.পি.জি গ্যাস এবং ২৩ লিটার জেট ফুয়েল উৎপাদন করা সম্ভব।

তিনি বলেন, 'নিজের গবেষণার সাফল্যকে বাস্তব রূপ দিতে আমেরিকায় নিউইয়র্কের ব্রিজপোর্ট ও নিউজার্সিতে প্লান্ট গড়ে তুলেছি। পরিত্যক্ত প্লাস্টিক থেকে জ্বালানী উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তুলছি। উৎপাদন কোম্পানীর নাম ওয়াস্ট টেকনোলজিস এলএলসি, আমেরিকা। বর্তমানে কোম্পানীটি বাংলাদেশেও এ রকমের প্লান্ট করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে এই কেন্দ্র স্থাপন হ'লে একাধারে যেমন দেশকে ক্ষতিকারক প্লাস্টিকের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে, তেমনি দেশের স্বল্পশিক্ষিত থেকে শুরু করে শিক্ষিত যুবকদের ব্যাপক কর্মসংস্থান ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অগ্রণী ভুমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। তখন আর হয়তো বিদেশ থেকে জ্বালানী আমদানী করার প্রয়োজন হবে না। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতাও বাড়ানো যাবে। বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত হিসাবে তারা এই দেশকেই গুরুত্ব দিতে চান। একারণেই এশিয়ার বর্জ্য প্লাস্টিক পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের হাব হিসাবে (কেন্দ্র) পরিচিতি প্রদানের মাধ্যমে বিশ্ব বাজারে দেশের আলাদা একটি জায়গা করে দিতে চান তারা।

ড. আনজুমান সেলী বলেন, পাস্টিক ছাড়া বর্তমান পৃথিবীর কথা ভাবা যায় না। একুশ শতকে পৃথিবীর ব্যাপক পরিবর্তন মানুষকে প্রযুক্তিনির্ভর করে তুলেছে। তারা নিয়মিতভাবে সহজলভ্য পাস্টিক পণ্য ব্যবহার করছে। গবেষণায় দেখেছি, বিশ শতকে পৃথিবীতে উৎপাদিত হয়েছে ৬০০ কোটি টন প্লাস্টিক। যে প্লাস্টিক মানুষ ব্যবহার করে তা পরিবেশের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। কারণ প্লাস্টিকের ক্ষয় হয় না, নষ্ট হয় না। ড্রেন, নালা, শহরের ড্রেনেজ ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়। এর ফলে জলাবদ্ধতা তৈরী হয়। প্লাস্টিক বর্জ্যের ঝুঁকি মোকাবেলা ও বিকল্প জ্বালানী তৈরী নিয়ে গবেষণা শুরু করি। আমরা সফল হয়েছি। প্লাস্টিক আসলে এক ধরনের অশোধিত তেল। এ তেল ঠাণ্ডা করে যে কোন আকৃতি দেওয়া যায় ও সংরক্ষণ করা যায়। এর একটি অংশ দিয়ে শপিং ব্যাগ, পাত্র, খেলনা ও নানা রকমের শো-পিস তৈরী করা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে নানা বাধার সম্মুখীন হয়েছিলাম। সেসব বাধা অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। তিনি আরও বলেন, প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে উৎপন্ন ৯৫ শতাংশ তেল, বাকি দুই ভাগ হালকা গ্যাস, দুই ভাগ সিস্টেম লস। এ প্রক্রিয়ায় কোন বর্জ্য অবশিষ্ট থাকবে না বলে দাবী করেন তিনি।

সূত্র মতে, বিজ্ঞানী দম্পত্তি ড. মইনুদ্দীন সরকার বাদল ও আনজুমান আরা সেলীর কোম্পানী ওয়াস্ট টেকনোলজিস এলএলসি, আমেরিকা-এর উৎপাদিত তেলের নাম এনএসআর ফুয়েল। ড. সরকার এ প্রতিষ্ঠানের ভাইস প্রেসিডেন্ট, উদ্ভাবক ও বিজ্ঞানীদের প্রধান। আনজুমান আরা প্রতিষ্ঠানের কো-ফাউন্ডার ও নির্বাহী

পরিচালক। এনএসআর ফুয়েলের বিশেষত্ব এটি পরিবেশবান্ধব। এতে কোন সালফার থাকবে না। অন্য যারা এ জ্বালানী তৈরী করছে তাতে সালফার রয়েছে। সালফার থাকার কারণে এগুলো যখন ব্যবহার হচ্ছে তখন বাতাসে সালফার-ডাই-অক্সাইড ছড়াচ্ছে, যা পরিবেশের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর। উল্লেখ্য, মইনুদ্দীন সরকার বাদল ১৯৯২ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে এমএসসি পাস করে বিদেশে পাড়ি জমান। ১৯৯৬ সালে লন্ডনের ম্যানচেস্টার ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে পি.এইচ.ডি অর্জন করেন। প্রায় একই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান আনজুমান আরা সেলী। দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে গবেষক হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, তাইওয়ান, কানাডা ও নেদারল্যান্ডস, জার্মানীসহ বিভিন্ন দেশে কাজ করেছেন এই দম্পত্তি। জন্মসূত্রে মইনুদ্দীন সরকার বাদল কুমিলা ও ড. আনজুমান আরা সেলী বরিশালের বাসিন্দা।

## বাংলাদেশেই আবিষ্কার হ'ল ইলিশের পূর্ণাঙ্গ জীবন রহস্য

বিশ্বে প্রথমবারের মতো দেশের জাতীয় মাছ ইলিশের পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকোয়েন্সিং সম্পন্ন করেছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) একদল গবেষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ বায়োলজি এন্ড জেনেটিক্স বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ শামসুল আলমের নেতৃত্বে গবেষক দলের অন্যান্যরা হলেন পোল্ট্রি বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ বযলুর রহমান মোল্লা, বায়োটেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম ও ফিশারিজ বায়োলজি এন্ড জেনেটিক্স বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ গোলাম কাদের খান। গত ৮ই সেপ্টেম্বর শনিবার সকাল ৯-টার দিকে বাকৃবি সাংবাদিক সমিতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই কথা জানান গবেষক দলের প্রধান অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ শামসুল আলম। তিনি জানান, ২০১৫ সালের ডিসেম্বর থেকে দুই বছর গবেষণার পর এ সাফল্য পেয়েছেন তারা। প্রথমে দেশের বঙ্গোপসাগর ও মেঘনা থেকে পূর্ণবয়স্ক ইলিশ মাছ সংগ্রহ করেন তারা। এরপর বাকৃবি ফিস জেনেটিক্স এন্ড বায়োটেকনোলজি এবং পোল্ট্রি বায়োটেকনোলজি এন্ড জিনোমি ল্যাবরেটরি থেকে সংগৃহীত ইলিশের উচ্চ গুণগত মানের জিনোমিক ডিএনএ প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের জিনউইজ জিনোম সিকোয়েন্সিং সেন্টার থেকে সংগৃহীত ইলিশের পৃথকভাবে প্রাথমিক জিনোম তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সার্ভার কম্পিউটারে বিভিন্ন বায়োইনফরম্যাটিক্স প্রোগ্রাম ব্যবহার করে সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্য থেকে ইলিশের পূর্ণাঙ্গ ডি-নোভো জিনোম সিকুয়েন্স বা জীবন রহস্য আবিষ্কার করা হয়। ইলিশের জিনোমে ৭৬ লক্ষ ৮০ হাযার নিউক্লিওটাইড রয়েছে, যা মানুষের জিনোমের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। তবে পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকোয়েন্স বিশ্লেষণ করে ইলিশ জিনোমে জিনের সংখ্যা জানার কাজ অব্যাহত রয়েছে বলেও জানান তিনি।

বর্তমানে ইলিশের পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকোয়েন্স অবহিত হওয়ার মাধ্যমে অসংখ্য অজানা প্রশ্নের উত্তর জানা যাবে খুব সহজেই। বাংলাদেশের পানিসীমার মধ্যে ইলিশের স্টকের সংখ্যা (একটি এলাকায় মাছের বিস্তৃতির পরিসীমা) কতটি এবং দেশের পদ্মা ও মেঘনা নদীর মোহনায় প্রজননকারী ইলিশগুলো ভিন্ন ভিন্ন স্টক কি-না তা জানা যাবে এই জিনোম সিকোয়েন্সের মাধ্যমে। বছরে দুইবার ইলিশ প্রজনন করে থাকে।

জিনোম সিকোয়েন্সের মাধ্যমে এই দুই সময়ের ইলিশ জীনগতভাবে পৃথক কি-না তা জানা যাবে। এমনকি কোন নির্দিষ্ট নদীতে জন্ম নেয়া পোনা সাগরে যাওয়ার পর বড় হয়ে প্রজননের জন্য আবার একই নদীতেই ফিরে আসে কি-না সেসব তথ্যও জানা যাবে এই জিনোম সিকোয়েন্সের মাধ্যমে। ইলিশ মাছের পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের প্রয়োজনীতা সম্পর্কে প্রধান গবেষক প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ শামসুল আলম বলেন, ইলিশ (Tenualosa ilisha) বাংলাদেশের জাতীয় মাছ। দেশে এর চাহিদার পাশাপাশি বিদেশেও চাহিদা রয়েছে প্রচুর। যেহেতু পৃথিবীর মোট ইলিশ উৎপাদনের প্রায় ষাট ভাগ উৎপন্ন হয় বাংলাদেশে। তাই দেশে ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে পারলে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া সম্ভব। আর ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে আমাদের জানতে হবে এর জন্ম, বৃদ্ধি, প্রজননসহ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে। যেহেতু জিনোম হচ্ছে কোন জীবের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। জীবের জন্ম, বৃদ্ধি, প্রজনন এবং পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াসহ সকল জৈবিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় জিনোম দ্বারা। আর এই পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকুয়েন্স থেকেই জানা যাবে এরা কখন, কোথায় ডিম দেবে। আর এসব জানা গেলে সরকার খুব সহজেই বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে ইলিশের টেকসই আহরণ এবং উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারবে।

তিনি আরও জানান, ইলিশের পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকোয়েন্সিং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশীয় ইলিশের একটি রেফারেন্স জিনোম প্রস্তুত করা এবং জিনোমিক তথ্যভাণ্ডার স্থাপন করা। এই তথ্যভাণ্ডার ব্যবহার করে পরবর্তীতে গবেষকরা ইলিশের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা করতে পারবেন। তবে ইলিশের সার্বিক উন্নয়নে পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকোয়েন্সিং বা জীবন রহস্য উদঘাটনের এই জ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ফলপ্রসূভাবে কাজে লাগাতে হ'লে এ বিষয়ে গবেষণা আরও জোরদার করতে হবে। সেজন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা।

উল্লেখ্য যে, জাতীয় মাছ ইলিশের পূর্ণাঙ্গ ডি-নোভো জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর গবেষণা কার্যক্রমটি গবেষকবৃন্দের নিজস্ব উদ্যোগ, স্বেচ্ছাশ্রম এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়েছে। এ গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলদেশের মৎস্য সেক্টর পূর্ণাঙ্গ জিনোম গবেষণার যুগে প্রবেশ করল।

গবেষকগণ বলেন, জীবন রহস্য উন্মোচনের মাধ্যমে ইলিশ গবেষণার একটি প্রশস্ত দরজা খুলে গেল। তবে এটি জানতে ও বুঝতে আমাদের আরো সময় লাগবে। এ থেকে সুফল পেতে আরো ধারাবাহিক গবেষণা প্রয়োজন। ইলিশ রক্ষায় অনেক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। যেমন অভাশ্রয়ম প্রতিষ্ঠা, নির্দিষ্ট সময়ে ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা ইত্যাদি। এটা সঠিক সময়ে সঠিক স্থানে হচ্ছে কিনা, ইলিশ সাগর থেকে নদীতে কেন আসে, আবার প্রজননের পর আদৌ সাগরে ফিরে যায় কি-না এমন অনেক তথ্যই আমরা আবিষ্কৃত জিনোম সিকোয়েন্স থেকে জানতে পারব যা ইলিশের টেকসই আহরণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে।

গবেষক দলের প্রধান বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ সামসুল আলম বলেছেন, ইলিশের জীবন রহস্য উন্মোচনের গবেষণার ক্রেডিটকে হ্যাইজাক করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। ইলিশের জীবন রহস্য উন্মোচনের গবেষণার কাজটি তারাই প্রথম করেছেন। সম্প্রতি এটি নিয়ে দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উঠলেও এর দাবীদার কেবল বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

*[আমরা গবেষকদলের এই শুভ উদ্যোগ ও সফলতাকে সাধুবাদ জানাই। আল্লাহ এভাবেই তার বিভিন্ন বান্দাকে দিয়ে তার সৃষ্টি রহস্য উদঘাটন করে থাকেন। যাতে মানুষ তার সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে ও তার প্রতি সিজদাবনত হয় (স.স.)]*

# সংগঠন সংবাদ

## আন্দোলন

### বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০১৮

**(১ম দিন)**

### বিশুদ্ধ ইসলামের অনুসরণ ব্যতীত জান্নাত লাভ সম্ভব নয়

*-মুহতারাম আমীরে জামা'আত*

**রাজশাহী ২০শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার :** অদ্য সকাল সাড়ে নয়টায় **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর উদ্যোগে রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স'-এর পশ্চিম পার্শ্বস্থ ময়দানে অনুষ্ঠিত বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণে সম্মেলনের সভাপতি ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী- 'পৃথিবীর বুকে এমন কোন কাঁচা ও পাকা ঘর থাকবে না যেখানে আল্লাহ ইসলামকে প্রবেশ করাবেন না' *(আহমাদ হা/২৩৮৬৫; মিশকাত হা/৪২)* উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, এটি নিঃসন্দেহে প্রকৃত ইসলাম, ভেজাল ইসলাম নয়। কেননা জান্নাতে তারাই যাবে যারা বিশুদ্ধ ইসলামের অনুসারী হবে। অশুদ্ধ ইসলামের অনুসারীরা প্রথমেই জান্নাতে যেতে পারবে না। আহলেহাদীছ আন্দোলন তাই বিশুদ্ধ ইসলামের দিকেই মানুষকে দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, হজ্জব্রত পালন শেষে আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তা আমরা হজ্জে গিয়ে দেখতে পেয়েছি। তিনি বলেন, আমি কোন দাওয়াতী সফরে যাইনি। বরং ব্যক্তিগত সফরে গিয়েছিলাম। এরপরও সেখানে যে সম্মান পেয়েছি তাতে নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি। সেই সাথে আপনারাও নিজেদেরকে সম্মানিত বোধ করবেন। কেননা এটা হ'ল সাংগঠনিক সম্মান।

তিনি কর্মীদেরকে প্রতিটি মুহূর্তে রিয়া বা ছোট শিরক হ'তে বেঁচে থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, নিজের অহংকারকে চূর্ণ করতে হবে। আহলেহাদীছ আন্দোলন এক পা-ও অগ্রসর হবে না যদি আপনার মনে চুল পরিমাণ অহংকার থাকে। তিনি বলেন, ঐ কর্মীর কোন প্রয়োজন নেই, যে শুধু পদ ও চেয়ার খুঁজে বেড়ায়। তাই সর্বাগ্রে নিজেদের নিয়তকে পরিশুদ্ধ করুন।

আমীরে জামা'আত বলেন, বাংলাদেশের প্রতিটি কাঁচা ঘরে ও উচ্চ ভবনে একদিন 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র দাওয়াত প্রবেশ করবে ইনশাআল্লাহ। সেদিন হয়তো আমরা থাকবো না। কিন্তু আমাদের ছেলে-মেয়ে, নাতী-নাতনীরা তা স্বচক্ষে দেখবে। আমাদের দায়িত্ব স্রেফ এখলাছের সাথে দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে যাওয়া। এই দাওয়াত যেন কখনো দুনিয়াবী স্বার্থে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কেননা দুনিয়াবী স্বার্থে আন্দোলন করলে তা ধ্বংস ডেকে আনবে।

পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাকার উপদেশ দিয়ে তিনি বলেন, হক আন্দোলনের জন্য মূর্খরা যতটা না ক্ষতিকর, তার চাইতে বেশী ক্ষতিকর হিংসুক বিদ্বানরা। যেমন একজন সাধারণ ডাকাতের চাইতে একজন ব্যাংক ডাকাত বেশী ক্ষতিকর। রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ 'দীনার ও দিরহামের গোলামেরা ধ্বংস হোক' *(বুখারী হা/৬৪৩৫)*। তিনি বলেন, আমরা যারা সংস্কার আন্দোলন করছি তাদেরকে এসব বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

তিনি বলেন, পৃথিবীর বুকে ইসলাম একদিন বিজয়ী হবেই। সেই বিজয় নিশ্চয়ই বুলেট-বোমা দিয়ে হবে না। হবে আদর্শ দিয়ে। আর সেই আদর্শের প্রচারক হ'লেন আপনারা। তারা যেমন বিদ'আতের ক্ষেত্রে কঠোর, তেমনি আমরা ছহীহ হাদীছ মানার ক্ষেত্রে কঠোর। তিনি বলেন, আজকে মাযারপূজারীরা আহলেহাদীছদের মসজিদ ভাঙ্গছে। কই তারা তো মন্দির ভাঙ্গে না, চার্চ ভাঙ্গে না, মদের আড্ডাখানা ভাঙ্গে না। আহলেহাদীছের মসজিদ ভাঙ্গে কেন? কারণ তারা বুঝে গেছে যে, আহলেহাদীছ আন্দোলনের এই গতিকে স্তব্ধ করতে না পারলে একদিন সকল মানুষই এই হক দাওয়াত কবুল করে নিবে। তখন হয়তো তাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে তারা এই হিংস্র পথ বেছে নিয়েছে। অতএব প্রত্যেক ভাইকে আমরা উদাত্ত আহ্বান জানাই, আসুন! পরকালে মুক্তির লক্ষ্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আমরা আমাদের সার্বিক জীবন গড়ে তুলি।

সকাল সাড়ে ৯-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর হিফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমানের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সম্মেলন শুরু হয়। প্রথমে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন সম্মেলনে আহ্বায়ক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ।

অতঃপর আমীরে জামা'আতের উদ্বোধনী ভাষণের পর বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য শুরু হয়। 'বায়'এ মুআজ্জাল' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা (রাজশাহী), 'কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (গোপালগঞ্জ), 'মাল ও মর্যাদার লোভ' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (কুমিল্লা) এবং 'সাংগঠনিক জীবনে ইখলাছের গুরুত্ব' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ ওলামা ও ইমাম সমিতি'র সহ-সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা)। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর অন্যতম কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা জনাব নূরুল ইসলাম প্রধান (গাইবান্ধা)।

অতঃপর বাদ আছর সংগঠনের উন্নতি ও অগ্রগতি বিষয়ে যেলা সভাপতি ও প্রতিনিধিগণের মধ্য হ'তে পরামর্শমূলক বক্তব্য পেশ করেন সোহরাব হোসাইন (পাবনা, সঊদী প্রবাসী), বগুড়া যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, মেহেরপুর যেলা সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমান, যশোর যেলা সভাপতি ডা. বযলুর রশীদ, নওগাঁ যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার, খুলনা যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, ঢাকা যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আহসান, রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলার উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ, বরিশাল-পশ্চিম যেলা সভাপতি ইবরাহীম কাওছার ও কুমিল্লা যেলার প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জামীলুর রহমান প্রমুখ।

অতঃপর বাদ মাগরিব 'মাসিক আত-তাহরীক : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার ভাইস-প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম (রাজশাহী), 'সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর), 'ইসলামী পরিবার গঠনে আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থার ভূমিকা' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন

কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর), 'কর্মীদের মানোন্নয়নে তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণের গুরুত্ব' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন (সাতক্ষীরা), 'গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা' করেন কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম (কুষ্টিয়া) এবং 'সমাজসেবায় আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর ভূমিকা' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী মুহাম্মাদ হারূণুর রশীদ (ঢাকা) প্রমুখ। অতঃপর ১ম দিনের সমাপনী বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম।

**(২য় দিন)**

## কর্মী সম্মেলন ॥ যুবসংঘ

**২১শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার :** অদ্য সকাল ৬-টায় পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর বার্ষিক কর্মী সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথমে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদ (রাজশাহী)। উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন কর্মী সম্মেলনের সভাপতি ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া)। এরপর 'সংগঠনের অগ্রগতির উপায় সমূহ' বিষয়ে যেলা সভাপতি ও প্রতিনিধিগণের মধ্য হ'তে পরামর্শমূলক বক্তব্য পেশ করেন বরিশাল যেলা সভাপতি কায়েদ মাহমূদ ইমরান, নরসিংদী যেলা সভাপতি আব্দুস সাত্তার, ঝিনাইদহ যেলা সভাপতি আসাদুল্লাহ মিলন, লালমণিরহাট যেলা সভাপতি আব্দুল কাইয়ূম, যশোর যেলা আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আব্দুর রহীম, নারায়ণগঞ্জ যেলা সভাপতি জালালুল কবীর, বগুড়া যেলা সভাপতি আল-আমীন, পাবনা যেলা সভাপতি হাসান আলী ও চট্টগ্রাম যেলা আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আলমগীর হোসায়েন। 'কর্মীদের গুণাবলী' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম (জয়পুরহাট), 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি চায়, কেন চায়, কিভাবে চায়' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আরীফুল ইসলাম (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), 'আজকের সোনামণিরা আগামী দিনের যুবসংঘ' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক আবদুল হালীম (রাজশাহী), 'সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনে যুবসংঘ-এর ভূমিকা' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (রাজশাহী), জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর ভূমিকা' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম (রাজশাহী), কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম (রাজশাহী)। আরো বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন প্রমুখ।

অতঃপর প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর প্রধানতম সংস্কার কর্মসূচী তিনটি : ১. নেতৃত্বের সংস্কার, ২. শিক্ষা সংস্কার ও ৩. অর্থনৈতিক সংস্কার। আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হ'ল অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত মানদণ্ড। উক্ত অহি-র সত্যকে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে প্রতিষ্ঠা করা ও সেই আলোকে সমাজের আমূল সংস্কারের লক্ষ্যে আমরা উক্ত তিনটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি।

তিনি বলেন, আমাদের নেতৃত্ব নির্বাচনের সাথে অন্যান্য সংগঠনের নেতৃত্ব নির্বাচনের মিল নেই। এমনকি আহলেহাদীছ নামের অন্যান্য সংগঠনের সাথেও আমাদের নেতৃত্ব নির্বাচনে পার্থক্য রয়েছে। এখানে যোগ্য নির্বাচকদের পরামর্শের মাধ্যমে নেতা নির্বাচন করা হয়। শুধুমাত্র ইলম দিয়ে নেতা হওয়া যায় না। ইলমের সাথে যোগ্যতা লাগে। যোগ্যতার সাথে লাগে সাহস। রাজতন্ত্রে রাজার ছেলে নেতা হয়। গণতন্ত্রে অধিকাংশের রায়ে নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়। আমাদের এখানে এর কোনটাই নেই।

'যুবসংঘে'র নতুন কমিটি গঠন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমার ছেলে 'যুবসংঘে'র সভাপতি হোক তা আমি কখনো চাইনি। কিন্তু বৈঠকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয় যে, তাকেই সভাপতি করা হবে। আমি আমীর হিসাবে কাউন্সিল সদস্যদের সিদ্ধান্তকে বাতিল করতে পারতাম। কিন্তু যেহেতু পরামর্শের ভিত্তিতে সর্বসম্মতিক্রমে এটা করা হয়েছে, তাই বাতিল করিনি। সকলের মতামতকে সম্মান জানিয়েছি। আমরা আল্লাহ্র কাছে দো'আ করছি, আল্লাহ যেন তাকে সার্বিক যোগ্যতা দান করেন এবং সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের তাওফীক দান করেন।

আমীরে জামা'আত বলেন, আমরা যাওয়ার পথে। ভবিষ্যতে যুবসংঘের ছেলেরাই নেতৃত্ব দিবে। বিদায়বেলায় এটুকুই বলতে চাই, তোমরা লক্ষ্যে দৃঢ় থাকবে এবং স্থির অটল একটি দেহের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে। কেননা ঐক্যবদ্ধ একটি সংগঠনকে ধ্বংস করার ক্ষমতা কারু নেই। আমাদের লক্ষ্য দৃঢ় থাকার কারনেই আজ এ পর্যন্ত আসতে পেরেছি। তিনি বলেন, আমরা দু'ধরণের বাধার সম্মুখীন হয়েছি। ১. লোভের বাধা। সেটি হ'ল মাল ও মর্যাদার লোভ। ২. ভয়ের বাধা। আর এই উভয় বাধা মোকাবেলা করেই লক্ষ্যপানে এগিয়ে যেতে হবে। অতঃপর ২য় দিনের সম্মেলনে সমাপনী বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার।

উল্লেখ্য যে, সম্মেলনের ২য় দিন শুক্রবার বাদ ফজর মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদে 'দরসে কুরআন' পেশ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত এবং একই সময়ে পশ্চিম পার্শ্বস্থ মসজিদে 'মৃত্যুকে স্মরণ' বিষয়ে দরসে হাদীছ পেশ করেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম।

দু'দিন ব্যাপী কর্মী সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত করেন, হাফেয লুৎফুর রহমান (প্রধান, হিফয বিভাগ, মারকায), হাফেয সাইফ আলী (শিক্ষক, মারকায), হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির (সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, আল-'আওন), হাফেয মুখলেছুর রহমান (বগুড়া) ও হাফেয দেলোয়ার হোসাইন (ছাত্র, মারকায)। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট), রাক্বীবুল ইসলাম (মেহেরপুর), আব্দুল্লাহ আল-মামুন (সাতক্ষীরা), হাফেয আব্দুল্লাহ শাকিল (নাটোর), কেরামত আলী (পাবনা) প্রমুখ। সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে সঞ্চালক ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আলতাফ হোসাইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম আযাদ।

**সম্মেলনের অন্যান্য রিপোর্ট :**

**১. 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মনোনয়ন :** সম্মেলনের ১ম দিন

রাতে 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের সর্বসম্মত পরামর্শের ভিত্তিতে ২০১৮-২০২০ সেশনের জন্য 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসাবে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের জ্যেষ্ঠ পুত্র আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবকে মনোনীত করা হয়। অতঃপর ২৭শে সেপ্টেম্বর পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন ও শপথ গ্রহণ সম্পন্ন হয়। পূর্ণাঙ্গ কমিটি নিম্নরূপ :

| নাম | পদবী | শিক্ষাগত যোগ্যতা | যেলা |
|---|---|---|---|
| আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব | সভাপতি | এম.এ | রাজশাহী |
| মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল | সহ-সভাপতি | এম.কম | নারায়ণগঞ্জ |
| মুস্তাক্বীম আহমাদ | সাধারণ সম্পাদক | বি.এ | রাজশাহী |
| আবুল কালাম | সাংগঠনিক সম্পাদক | কামিল | জয়পুরহাট |
| আব্দুল্লাহিল কাফী | অর্থ সম্পাদক | এম.এ | রাজশাহী |
| ইহসান ইলাহী যহীর | প্রচার সম্পাদক | দাওরায়ে হাদীছ, এম.এ | কুমিল্লা |
| মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ | প্রশিক্ষণ সম্পাদক | এম.পি.এইচ (শেষ বর্ষ) | ঝিনাইদহ |
| আব্দুল্লাহ আল-মামূন | ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক | এম.এ (অধ্যয়নরত) | বগুড়া |
| মুখতারুল ইসলাম | তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক | এম.এ | রাজশাহী |
| শামীম আহমাদ | সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক | আলিম | সিরাজগঞ্জ |
| সা'দ আহমাদ | সমাজকল্যাণ সম্পাদক | এস.এস.সি | মেহেরপুর |
| মুহাম্মাদ আজমাল | দফতর সম্পাদক | এম.এ | রাজশাহী |

**২. কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন :** সম্মেলনের ২য় দিন শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯-টা থেকে ১১-টা পর্যন্তমারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদের ২য় তলায় মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সভাপতিত্বে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অতঃপর ২০১৭-২০১৮ বর্ষের কেন্দ্রীয় বার্ষিক আয়-ব্যয়ের অডিটকৃত হিসাব পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম। এরপর সংগঠনের সার্বিক রিপোর্ট পেশ করেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। সংগঠনের অগ্রগতি সম্পর্কে পরামর্শমূলক বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলার উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ, দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার প্রশিক্ষণ সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম প্রমুখ। অতঃপর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত। এ সময়ে তিনি সংগঠনের বিভিন্ন যেলার অসুস্থ কর্মী ও সুধীদের জন্য দো'আ করেন। তারা হ'লেন, ১. হাবীবুর রহমান (যশোর), ২. নূরুযযামান (মাগুরা), ৩. দূররুল হুদা (রাজশাহী), ৪. আব্দুর রহমান সানা (সাতক্ষীরা), ৫. শরাফত আলী (কুমিল্লা), ৬. মীযানুর রহমান (জামালপুর-দক্ষিণ), ৭. রফীকুল ইসলাম (বগুড়া), ৮. আমজাদ হোসাইন (দিনাজপুর-পশ্চিম), ৯. দ্বীন মুহাম্মাদ (সাতক্ষীরা)। সেই সাথে সংগঠনের বিভিন্ন যেলায় সম্প্রতি মৃত্যুবরণকারী কর্মী ও দায়িত্বশীলবৃন্দের মাগফেরাতের জন্য দো'আ করা হয়। তারা হ'লেন, ১. সাতক্ষীরা যেলা আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাষ্টার আমীনুদ্দীন, ২. যশোরের কেশবপুর উপযেলাধীন দোরমুটিয়া শাখা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ নাযীর আহমাদ ও ৩. লালমণিরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ জাহিদ হোসাইন।

**৩. জুম'আর খুৎবা :** সম্মেলনের ২য় দিন জুম'আর খুৎবায় হাম্দ ও ছানা পাঠের পর আমীরে জামা'আত বার্ষিক কর্মী সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন। অতঃপর কর্মী সম্মেলনে আগত কর্মী, সুধী ও মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'যতদিন পর্যন্ত রাসূল (ছাঃ) তাওহীদের দাওয়াত দেননি ততদিন পর্যন্ত তিনি সবার কাছে সমাদৃত ছিলেন। যখন তিনি তাওহীদের দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন তখন থেকেই তার বিরুদ্ধাচরণ শুরু হয়ে গেল। যে ইবরাহীম মূর্তি ভেঙ্গেছিলেন সেই ইবরাহীমের পরবর্তী বংশধরেরা মূর্তি পূজা শুরু করেছিল। তাদেরকে এই শিরক হ'তে বাঁচানোর জন্য দাওয়াত প্রদানের জন্যই শেষ নবী (ছাঃ)-কে নির্যাতিত হ'তে হয়েছিল। তাকে মক্কা থেকে বহিষ্কৃত হ'তে হয়েছিল।

তিনি বলেন, আবূ জাহল ছিলেন তৎকালীন আরবের একজন ধর্মীয় ও সমাজ নেতা। তার দায়িত্বে হজ্জের ব্যবস্থাপনা সম্পাদিত হ'ত। অন্যদের কাফেলা লুট হ'লেও তাদের কাফেলা লুট হ'ত না। কারণ ধর্মীয় আভিজাত্য তাদের মধ্যে ছিল। কিন্তু তারা আল্লাহ্র বিধানকে মানেনি। ধর্ম, রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে তারা নিজেরাই বিধান তৈরী করেছিল। সূদী অর্থনীতিকে তারা গ্রহণ করেছিল। ফলে মানুষের মধ্যে পাঁচতলা ও গাছতলার মত বিশাল পার্থক্য সূচিত হয়েছিল। একদিকে বিশাল ধনীরা ছিল অপরদিকে ক্ষুধায় ক্রীতদাস হয়ে বাজারে বিক্রি হ'ত অনেকেই। রাজনীতি, অর্থনীতি এবং ধর্মীয় কোন ক্ষেত্রেই তারা আল্লাহকে মানত না। এই মানুষগুলিকে হেদায়াত করার জন্যই আমাদের প্রিয়নবী (ছাঃ) তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন।

আমীরে জামা'আত বলেন, অধিকাংশ ইসলামী দল ছুটছে বঙ্গভবনের দিকে। আর আহলেহাদীছ আন্দোলন চলছে স্রেফ কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে সমাজ সংস্কারের দিকে। তাদের আর আমাদের পথ আদৌ এক নয়। ধরুন! দেশের সবগুলি ইসলামী দল সংসদে গেল। এরপর সেখানে ফিতরা নির্ধারণ সম্পর্কে স্পিকার বললেন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক এবারের ফিতরা ৬৬/= টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। একজন মিসকীন আহলেহাদীছ এমপি দাঁড়িয়ে বললেন, হাদীছে খাদ্য দ্বারা ফিতরা দেয়ার কথা এসেছে। তাই আমরা হাদীছ মোতাবেক আড়াই কেজি চাউল দিব। স্পিকার বললেন, আপনি সুন্দর বলেছেন। কিন্তু যেহেতু সংসদের অধিকাংশই ৬৬/= টাকার পক্ষে রায় দিয়েছেন তাই এটাই বহাল রাখা হ'ল। আপনি একটি সংখ্যালঘু দলের নেতা। তাই আপনার বক্তব্য গৃহীত হ'ল না।

এখন আপনারাই বলুন! সংসদের এই রায় কি আপনারা মানবেন? মানুষ বড়, নাকি কুরআন-হাদীছ বড়? এখানে জনগণের সার্বভৌমত্বের জয় হ'ল, নাকি আল্লাহ্র? এটা কি শিরক নয়? অথচ আল্লাহ বলেছেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে ব্যক্তি স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হবে' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*।

আমরা বলছি আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি। আমরা কাউকে শত্রু মনে করি না। সবাই আমাদের ভাই। এটাই আমাদের দাওয়াতের তরীকা। যা অন্যান্য ইসলামী দলের তরীকার সাথে পার্থক্য সৃষ্টি করে। অন্যান্য দলের লক্ষ্য

দলকে বিজয়ী করা, আর আমাদের লক্ষ্য হ'ল, কুরআন-হাদীছকে বিজয়ী করা। সকল দলের কাছে কুরআন-হাদীছের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া। আমাদের লক্ষ্য সমাজ পরিবর্তন করা, আর অন্যদের লক্ষ্য দল ভারি করে সরকার পরিবর্তন করা। তাদের সরকারের মেয়াদ ৫ বছর। আর আমাদের সমাজের মেয়াদ আজীবন। আমাদের দাওয়াত সুদূরপ্রসারী, আর তাদের দাওয়াত সাময়িক টোটকা ঔষধের মত। তিনি বলেন, 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর' এটাই হ'ল সমাজকে স্থায়ীভাবে পরিবর্তনের একটি সর্বব্যাপী ঘোষণা। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' এই ঘোষণার মাধ্যমে সারা বিশ্বকে জানিয়ে দিয়েছে যে, তোমাদের সৃষ্ট মতবাদ দুনিয়া ও আখেরাতে অচল। সকল কল্যাণ রয়েছে অহি-র বিধান পালন করার মধ্যে। আমাদের দাওয়াতের পদ্ধতি হ'ল তিনটি। ১. তাযকিয়াহ তথা পরিশুদ্ধিতা। ২. তারবিয়াহ তথা পরিচর্যা। ৩. জামা'আতবদ্ধ দাওয়াত। অতএব আসুন! এই তিনটি মূলনীতি অনুসরণে দুর্বার গতিতে সম্মুখপানে এগিয়ে চলি। আল্লাহ আমাদের সকলকে সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

**৪. আল-'আওন-এর ক্যাম্পিং ও ব্লাড গ্রুপিং :** সম্মেলন উপলক্ষে মূল প্যান্ডেল সংলগ্ন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর আবাসিক ভবনের নীচতলার বারান্দায় আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ জাহিদ, প্রচার সম্পাদক রাক্বীবুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, দফতর সম্পাদক আব্দুল বাছীর প্রমুখ। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে মোট ৬০ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ১০৫ জন রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ করা হয়। এ সময় আল-'আওনের শ্লোগান সম্বলিত ফেস্টুন সমূহ প্রদর্শন করা হয়।

**৫. গ্যালারী :** সম্মেলন উপলক্ষে মারকাযের দশম শ্রেণীর ছাত্ররা পূর্ব পার্শ্বের প্রবেশ পথে গেইট সংলগ্ন বালু ও মাটিতে 'কর্মী সম্মেলন ২০১৮ সফল হোক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' লেখা সম্বলিত সুদৃশ্য গ্যালারী তৈরী করে। যা সকলের নযর কাড়ে।

## আমীরে জামা'আতের নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা সফর

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর শনিবার হ'তে ২রা অক্টোবর মঙ্গলবার পর্যন্ত চারদিন নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা সফর করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। এ সময়ে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগদান করেন। বিস্তারিত রিপোর্ট নিম্নরূপ :

**২৯শে সেপ্টেম্বর শনিবার :** অদ্য রাজশাহী হ'তে বিমান যোগে বেলা দেড়টায় ঢাকা বিমান বন্দরে পৌঁছলে সেখানে তাকে অভ্যর্থনা জানান নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ছফিউল্লাহ খান, সাংগঠনিক সম্পাদক ডা.আ.ন.ম. সাইফুল ইসলাম নাঈম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ছালাহুদ্দীন ভূঁইয়া, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সেখান থেকে ২টি প্রাইভেট কার ও একটি মাইক্রো যোগে আমীরে জামা'আত ও অন্যান্য দায়িত্বশীলগণ প্রথমে পূর্বাচল নতুন টাউনে 'ইসলামিক কমপ্লেক্স রাজশাহী'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত 'মাদরাসাতুল হাদীছ ও দারুল আইতাম' পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি পরিচালক মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলামের নিকট থেকে মাদরাসার সার্বিক খোঁজ-খবর নেন। এ সময়ে তিনি ইয়াতীম ছাত্রদের জন্য নগদ অর্থ হাদিয়া প্রদান করেন। অতঃপর জনাব ছালাহুদ্দীন মেম্বারের পূর্ব আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সেখান থেকে অনতিদূরে নির্মাণাধীন বৃহদায়তন পূর্বাচল শাহ ছাহেব বাড়ী জামে মসজিদ পরিদর্শন উপলক্ষে সেখানে গমন করেন। সেখানে পৌঁছে সাথীদের নিয়ে যোহর ও আছর ছালাত জমা-ক্বছরসহ আদায় করেন। অতঃপর সমবেত কর্মী ও মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন। এখানে রাজশাহী হ'তে সকাল সাড়ে সাতটার ট্রেন যোগে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন গবেষণা বিভাগের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব যোগদান করেন।

বৈঠক শেষে আমীরে জামা'আত সাথীদের নিয়ে মসজিদ সংলগ্ন জনাব ইউনুস আলীর বাড়ীতে দুপুরের আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। অতঃপর ছয়তলা ফাউণ্ডেশন দিয়ে বিশালায়তন নির্মাণাধীন উক্ত জামে মসজিদ পরিদর্শন করেন। তিনি একতলার ছাদে দাড়িয়ে ছালাহুদ্দীন মেম্বারের নিকট হ'তে মসজিদ নির্মাণ সংক্রান্ত সার্বিক খোঁজ-খবর নেন এবং অত্রাঞ্চলে আহলেহাদীছ আন্দোলনের মারকায হিসাবে মসজিদটি কবুলের জন্য মহান আল্লাহর নিকট দো'আ করেন।

**সুধী সমাবেশ ॥ কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ :**

বাদ আছর আমীরে জামা'আত শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্বপাড়ে নারায়ণগঞ্জ যেলার কাঞ্চন বাজারে অবস্থিত যেলা 'আন্দোলন'-এর কার্যালয়ে আয়োজিত সুধী সমাবেশে যোগদান করেন। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, প্রাণহীন লাশের যেমন কোন মূল্য নেই, কর্মহীন কর্মীর তেমনি কোন মূল্যায়ন নেই। আহলেহাদীছ আন্দোলনের কর্মীদের সর্বদা জামা'আতবদ্ধভাবে সমাজ সংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' 'সোনামণি' ও 'মহিলা সংস্থা'র কর্মীদের স্ব স্ব পরকালীন তাকীদে নেকীর পাল্লা ভারি করার আহ্বান জানান।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন ও নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কাযী আমীনুদ্দীন। উল্লেখ্য যে, নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন' 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীল, সুধী ছাড়াও পার্শ্ববর্তী নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলগণও সুধী সমাবেশে যোগদান করেন। এছাড়া 'মহিলা সংস্থা'-র বিশিষ্ট কর্মী মিনারা আপা ও তাঁর সাথীগণ পর্দার মধ্যে থেকে অংশগ্রহণ করেন।

অতঃপর কাঞ্চন বাজার আহলেহাদীছ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে আমীরে জামা'আত মাগরিবের ছালাত আদায় করতে গেলে অত্র মসজিদের ইমামের অনুরোধে তিনি ইমামতি করেন এবং ফরয ছালাত শেষে মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন। এ সময়ে তিনি সূরা যিলযালের 'অণুপরিমাণ নেক আমল ও মন্দ আমলও সেদিন প্রত্যেকে দেখবে' এই আয়াত উল্লেখ করে সকলকে সৎকর্মশীল হওয়ার আহ্বান জানান। এ সময়ে তিনি মসজিদ কমিটির সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানান ও তাদের জন্য দো'আ করেন। উল্লেখ্য যে, হঠাৎ করে অত্র মসজিদে আমীরে জামা'আতের উপস্থিতিতে মুছল্লীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায় এবং ছালাত শেষে কুশল বিনিময়ের হিড়িক পড়ে যায়।

ঢাকা ফেরার পথে তিনি বেশ কিছুদিন যাবৎ হৃদরোগে অসুস্থ যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ মুনীর হোসাইন

মিলনকে দেখার জন্য তার বাসায় গমন করেন। তিনি তার শারীরিক অবস্থা ও চিকিৎসার সার্বিক খোঁজ-খবর নেন এবং তার সুস্থতার জন্য দো'আ করেন।

**মাদারটেক, ঢাকা ৩০শে সেপ্টেম্বর রবিবার :** পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী অদ্য বাদ এশা নগরীর মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে সমবেত কর্মী ও সুধীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, জামা'আতবদ্ধ দাওয়াত ব্যতীত কোন লক্ষ্যই অর্জন করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম। এ নামে পরিচিত হওয়াটা গৌরবের বিষয়। এ গৌরব বুকে ধারণ করেই আমরা ইহকালে ও পরকালে সম্মানিত হতে চাই।

ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদের পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। এ সময়ে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অত্র মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।

উল্লেখ্য যে, মাদারটেক যাওয়ার পথে আমীরে জামা'আত ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকারকে দেখতে তার দক্ষিণ বনশ্রীর বাসায় গমন করেন। মাথার পিছনে ঘাড়ের উপরাংশে ফোঁড়া উঠায় তিনি মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অপারেশন করেন। আমীরে জামা'আত তার সুস্থতার জন্য দো'আ করেন।

**পুরানা মোগলটুলী, ঢাকা ১লা অক্টোবর সোমবার :** অদ্য বাদ এশা ঢাকার পুরানা মোগলটুলী ও মালিটোলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের মুতাওয়াল্লী ডা. আবূ যায়েদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আহলেহাদীছগণ তাদের পুরানো ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে। তাদেরকে সম্মান নিয়ে বাঁচতে গেলে অবশ্যই হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করে স্বীয় আদর্শ মূলে ঐক্যবদ্ধ হ'তে হবে। তিনি বলেন, অন্যান্য ইসলামী দলগুলির সাথে আমাদের মৌলিক পার্থক্য এই যে, তারা স্ব স্ব মাযহাব ও তরীকার আলোকে কুরআন ও সুন্নাহ্র ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু আমরা ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের ব্যাখ্যার আলোকে কুরআন ও সুন্নাহ মেনে চলি। অন্যদিকে সেক্যুলারগণ তাদের মনগড়া বিধান মেনে চলেন। অতএব আখেরাতে মুক্তি পিয়াসীগণ দ্রুত সঠিক পথ বেছে নিবেন বলে আশা করি। তিনি মহল্লার মসজিদগুলিকে নিয়মিত দাওয়াতের মাধ্যমে প্রাণবন্ত করে তোলার আহ্বান জানান।

সভাপতির ভাষণে ডা. আবূ যায়েদ অতীতের স্মৃতিচারণ করে বলেন, ৮০-এর দশকে পুরান ঢাকায় সিনেমা হলে চরিত্র বিধ্বংসী অশ্লীল ছবি প্রদর্শিত হ'ত। আমরা তা বন্ধের আন্দোলনে অগ্রণী সাথী হিসাবে একমাত্র আমীরে জামা'আতকে পেয়েছিলাম। এ আন্দোলনে আমরা সফলও হয়েছিলাম। আমীরে জামা'আত সম্পর্কে তিনি বলেন যে, দাওয়াতী স্বার্থে তিনি উদারভাবে যেকোন স্থানে গমন করে থাকেন। তাঁর এই উদারতাকে আমরা স্বাগত জানাই এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনের শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি ও অগ্রগতি কামনা করি।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীনের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আহসান।

## স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ

**২রা অক্টোবর, মঙ্গলবার :** অদ্য বেলা ২টায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী **আসাদুজ্জামান খান কামালের** সাথে ঢাকার সচিবালয়ে তাঁর অফিসে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** এবং 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র নব-নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। এ সময় মুহতারাম আমীরে জামা'আত মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন এবং জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সংগঠনের অবস্থান তুলে ধরেন। তিনি মন্ত্রীকে তাঁর লিখিত কয়েকটি বই ও মাসিক আত-তাহরীক উপহার দেন এবং দেশের কিছু কিছু স্থানে কর্মীদের মিথ্যা মামলায় হয়রানী ও ধরপাকড় বিষয়ে অবহিত করতঃ আহলেহাদীছদের উপর অন্যায়ভাবে প্রশাসনিক বাধা সৃষ্টির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানান। মন্ত্রী মহোদয় মনোযোগ সহকারে তাঁর বক্তব্য শোনেন এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। বৈঠককালে আরও উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী খাত উন্নয়ন বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ. রহমান।

**রাজশাহী প্রত্যাবর্তন :** স্বারাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ শেষে আমীরে জামা'আত ও 'যুবসংঘে'র সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব সরাসরি বিমান বন্দরে পৌঁছেন। অতঃপর বিকাল পৌনে চারটার 'নভোএয়ার' বিমান যোগে টানা চারদিনের সফর শেষে তাঁরা রাজশাহী এসে পৌঁছেন। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

## প্রশিক্ষণ ও অডিট

**মৈশালা, পাংশা, রাজবাড়ী ৯ই সেপ্টেম্বর, রবিবার :** অদ্য দুপুর ১২-টায় যেলার পাংশা থানাধীন মৈশালা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ও যেলা অডিট সম্পন্ন হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মকবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

**নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ২৭শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার :** অদ্য বাদ যোহর যেলার নবীগঞ্জ থানাধীন আমানুল্লাহপুরস্থ দারুল হুদা ইসলামিয়া মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা সংলগ্ন মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' হবিগঞ্জ যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর যেলা সভাপতি মাওলানা মুছলেহুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। উক্ত বৈঠকে যেলা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

**জৈন্তাপুর, সিলেট ২৮শে সেপ্টেম্বর শনিবার :** অদ্য বাদ আছর যেলার জৈন্তাপুর থানাধীন সেনগ্রাম মুহাম্মাদিয়া সালাফিইয়াহ দাখিল মাদরাসা সংলগ্ন মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিলেট যেলার উদ্যোগে যেলা বার্ষিক অডিট উপলক্ষে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ফায়যুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। উক্ত বৈঠকে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

**কুলাউড়া, মৌলভীবাযার, ২৮শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার :** অদ্য বিকাল ৩-টায় যেলার কুলাউড়া থানা সদরের দক্ষিণ মাগুরাস্থ মসজিদুত

তাক্বওয়ায় মৌলভীবাযার যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ও যেলা অডিট সম্পন্ন হয়। 'আন্দোলন'-এর যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ ছাদেকুন নূর-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

**মণিপুর বাযার, গাযীপুর সদর ২রা অক্টোবর মঙ্গলবার :** অদ্য বেলা ১০-টায় যেলার সদর থানাধীন মণিপুর বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল বৈঠক ও যেলা অডিট সম্পন্ন হয়। 'আন্দোলন'-এর যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

**বগুড়া ৪ঠা অক্টোবর বৃহস্পতিবার :** অদ্য বাদ আছর শহরের তিন মাথা রেল গেইট সংলগ্ন ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও বাদ মাগরিব যেলা 'আন্দোলন'-এর বার্ষিক অডিট সম্পন্ন হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর নব নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় মেহমানগণ বেলা ১২-টায় বগুড়া পৌঁছেন। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুর রহীমকে সাথে নিয়ে প্রথমে সারিয়াকান্দি থানা সদরে প্রতিষ্ঠিত ও ইসলামিক কমপ্লেক্স রাজশাহীর অধীনে পরিচালিত 'বাড়ইপাড়া মাদরাসাতুল হাদীছ আস-সালাফিইয়াহ' পরিদর্শন করেন। অতঃপর সেখান থেকে গাবতলী থানাধীন 'বাগবাড়ী দারুস সুন্নাহ মহিলা মাদরাসা' পরিদর্শন শেষে বগুড়া শহরে পৌঁছে উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

**বিরল, দিনাজপুর ৫ই অক্টোবর শুক্রবার:** অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার বিরল থানাধীন বিরল বাজার বায়তুন নূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন তারা মার্কেটের ২য় তলায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ আকবর হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অনুষ্ঠানে সহ-সভাপতি ছিলেন বিরল উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব ওছমান গণী ও সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রাশেদুল ইসলাম। উল্লেখ্য যে, প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা হয়। 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' দু'ভাগে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগীদের মধ্য থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারীকে আমীরে জামা'আতের লেখা 'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)' ও 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বই পুরস্কার হিসাবে প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিল বিরল উপযেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'।

উল্লেখ্য যে, বায়তুন নূর জামে মসজিদে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন 'যুবসংঘে'র নব নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। খুৎবায় তিনি 'কিতাব ও সুন্নাতের দিকে ফিরে চলো' বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দলীল ভিত্তিক আলোচনা পেশ করেন।

## তাবলীগী সভা

**জুমারবাড়ী, সাঘাটা গাইবান্ধা-পূর্ব, ১২ই সেপ্টেম্বর বুধবার :** অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সাঘাটা থানাধীন জুমারবাড়ী এলাকা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে জুমারবাড়ী বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। একই দিন সাঘাটা থানাধীন বারকোনা বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বাদ এশা তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

**ধনারুহা, সাঘাটা, গাইবান্ধা, ১৩ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার :** অদ্য বাদ যোহর যেলার সাঘাটা থানাধীন ধনারুহা হাফেযিয়া মাদরাসা মসজিদে ধনারুহা এলাকা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর যেলা সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ।
একই দিন সাঘাটা থানাধীন মুক্তিনগর বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বাদ আছর, বাগিচাপাড়া জামে মসজিদে বাদ বাগরিব, সিংড়িয়া জামে মসজিদে বাদ এশা তাবলীগী সভা অনুষ্ঠি হয়।

**মান্দুড়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা ১৪ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার :** অদ্য বাদ ফজর যেলার সাঘাটা থানাধীন মান্দুড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ-সম্পাদক মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ। একই দিন বাদ জুম'আ গাইবান্ধা সদর থানাধীন বোয়ালী হাজীপাড়া জামে মসজিদে তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

**মহিমাগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা-পশ্চিম ১৪ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার :** অদ্য বাদ আছর যেলার গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন মহিমাগঞ্জ রেলওয়ে জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ আওনুল মা'বূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ ও সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান প্রমুখ।

একই দিন বাদ মাগরিব গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন আরজি সাহাপুর (কোচাশহর) জামে মসজিদেও তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

**ছয়ঘরিয়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা-পশ্চিম ১৫ই সেপ্টেম্বর শনিবার :** অদ্য বাদ আছর যেলার গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন ছয়ঘরিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ আওনুল মাবুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি হাফেয ওবায়দুল্লাহ প্রমুখ। উল্লেখ্য, একই দিন বাদ এশা ছয়ঘরিয়া হাফেযিয়া মাদরাসা মসজিদেও তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

**মুরাদপুর, নন্দীগ্রাম, বগুড়া ১৭ই সেপ্টেম্বর সোমবার :** অদ্য বাদ মাগরিব যেলার নন্দীগ্রাম থানাধীন মুরাদপুর আহলেহাদীছ জামে

মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সুধী ইবরাহীম খলীলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

**দৌলতপুর বাযার, গাযীপুর সদর ৩০শে সেপ্টেম্বর রবিবার :** অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন দৌলতপুর বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর প্রাথমিক সদস্য মুহাম্মাদ শাজাহান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

**পিরুজালী, গাযীপুর সদর ১লা অক্টোবর সোমবার :** অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন পিরুজালী শিকদার পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ডাঃ ফযলুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ও 'যুবসংঘে'র কর্মী শরীফুল ইসলাম প্রমুখ।

## যুবসংঘ

### যেলা সমূহ পুনর্গঠন

**রাজশাহী ২৮শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার :** ২০১৮-২০ সেশনের নব-নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ২৭শে সেপ্টেম্বর'১৮ তারিখে দায়িত্ব গ্রহণের পর গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী ৪৫ দিনের মধ্যে দেশব্যাপী সকল যেলায় কমিটি পুনর্গঠনের কর্মসূচী হাতে নেয়। সে হিসাবে অদ্য বাদ আছর 'যুবসংঘ' রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ যেলা কার্যালয়ে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর নব নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে নাজীদুল্লাহকে সভাপতি ও আমীনুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

### প্রবাসী সংবাদ

**মক্কা, সঊদী আরব ২৮শে আগস্ট শুক্রবার :** অদ্য বাদ আছর মক্কায় মাসজিদুল হারাম সংলগ্ন আবুবকর মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সঊদী আরব শাখার উদ্যোগে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ ইমরানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন হজ্জব্রত পালন উপলক্ষে সঊদী আরব আগত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। সঊদী আরব কেন্দ্রীয় শাখা এবং রিয়াদ ও জেদ্দার বিভিন্ন শাখা থেকে দায়িত্বশীলবৃন্দ এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, ২৭শে আগস্ট বৃহস্পতিবার দাম্মাম শাখা থেকে ৭ জন কর্মী মক্কায় আসেন এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে মতবিনিময় করেন।

**আল-খাবরা, আল-ক্বাছীম, সঊদী আরব, ৮ই সেপ্টেম্বর শনিবার :** অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' আল-খাবরা শাখা (আল-ক্বাছীম) উদ্যোগে শাখা কার্যালয়ে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি হাফেয আখতার মাদানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে বক্তব্য রাখেন হজ্জব্রত পালন উপলক্ষ্যে সঊদী আরব সফররত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য আলহাজ্জ আব্দুর রহমান, ক্বাযী হারূনুর রশীদ ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন হাদীছ ফাউণ্ডেশন গবেষণা বিভাগের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব, আল-খাবরা শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুনীর হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ বিন রুস্তম আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক শহীদুল ইসলাম, বুরাইদা শাখার সহ-সভাপতি শফীকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক কবীর হোসাইন, সাংগঠনিক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আবুল কাসেম প্রমুখ।

### আল-'আওন

**কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ ৭ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার :** অদ্য বাদ জুম'আ যেলার কামারখন্দ উপযেলাধীন চক শাহবাজপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সিরাজগঞ্জ যেলা আল-'আওন-এর উদ্যোগে ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। সিরাজগঞ্জ যেলা আল-'আওন-এর সভাপতি সজীব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ব্লাড গ্রুপিং অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযা, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মতীন, আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আব্দুল বাছীর, যেলা 'আল-'আওন'-এর অর্থ-সম্পাদক জামালুদ্দীন, দফতর সম্পাদক শরীফুল ইসলাম প্রমুখ। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ১৬ জনের ব্লাড গ্রুপ নির্ণয় করা হয় এবং ১৬ জন রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত হন।

**নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৩ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার :** অদ্য সকাল ১০-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর পশ্চিম পার্শ্বস্থ জামে মসজিদে 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে 'রক্তদানের গুরুত্ব' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. আব্দুল মতীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক রাক্বীবুল ইসলাম। এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অর্থ সম্পাদক ইবরাহীম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল।

**মহারাজপুর, গুরুদাসপুর, নাটোর ৫ই অক্টোবর শুক্রবার :** অদ্য বাদ জুম'আ যেলার গুরুদাসপুর উপযেলাধীন মহারাজপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নাটোর যেলা আল-'আওন-এর উদ্যোগে রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ উপলক্ষে এক ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ক্যাম্পিংয়ে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওন-এর প্রচার সম্পাদক রাক্বীবুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও দফতর সম্পাদক আব্দুল বাছীর। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা আল-'আওন-এর সাধারণ সম্পাদক আল-আমীন, দফতর সম্পাদক ডা. ফারুক, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আলাউদ্দীন ও যুববিষয়ক সম্পাদক আফাযুদ্দীন প্রমুখ। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ৬৬ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৯৪ জন রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত হন। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে প্রথম দফা ক্যাম্পিংয়ে ৫০ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৭১ জন রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ করা হয়েছিল।

# প্রশ্নোত্তর

*দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ*

***প্রশ্ন (১/৪১) : 'গাযওয়াতুল হিন্দ' নামে এক যুদ্ধের কথা কোন কোন বক্তা প্রচার করে থাকেন। উক্ত যুদ্ধের সত্যতা ও বিবরণ সম্পর্কে জানতে চাই। এছাড়া আরেক শতাব্দী পর মুসলমানরা ইসলামী খেলাফত ফিরে পাবে মর্মে কোন ভবিষ্যদ্বাণী আছে কি?***

*-ছাদিক, দাপুনিয়া, ময়মনসিংহ।*

**উত্তর :** 'গাযওয়াতুল হিন্দ' নামে এক যুদ্ধের বর্ণনা বিভিন্ন হাদীছে রয়েছে, যার মধ্যে একটিমাত্র ছহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। যেমন ছাওবান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের দু'টি দল রয়েছে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। তাদের একটি দল হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। আরেকটি দল যারা ঈসা (আঃ)-এর পক্ষে থাকবে' *(নাসাঈ হা/৩১৭৫; আহমাদ হা/২২৪৪৯; ছহীহাহ হা/১৯৩৪)*। উপরোক্ত হাদীছে হিন্দুস্থানের যে যুদ্ধে বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী রাসূল (ছাঃ) করেছিলেন, তা ইতিমধ্যে ঘটে গেছে। কেননা মুসলমানগণ হিন্দুস্থানে বেশ কয়েকবার অভিযান পরিচালনা করেছেন। যেমন ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে সর্বপ্রথম ১৫ হিজরীতে ওছমান বিন আবুল 'আছের নেতৃত্বে একটি সেনাদল প্রেরিত হয়। যারা হিন্দুস্থানের থানা, ব্রূছ ও দেবল বন্দরে সফল অভিযান পরিচালনা করেন। থানাকে বর্তমানে মুম্বাই, ব্রূছকে গুজরাট এবং দেবলকে করাচী বলা হয়। তারা এ সময় 'সরনদীব' জয় করেন। যাকে বর্তমানে শ্রীলঙ্কা বলা হয় *(আতহার মুবারকপুরী, আল-ইক্বদুছ ছামীন ফী ফুতূহিল হিন্দ (কায়রো : দারুল আনছার, ২য় সংস্করণ ১৩৯৯ হি./১৯৭৯) ১/২৬, ৪০, ৪২, ৪৪)*। অতঃপর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (৪১-৬০ হি.) হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালিত হয় *(আল-বিদায়াহ ৬/২২৩)*। এরপর ৯৩ হিজরীতে খলীফা ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালিকের আমলে (৮৬-৯৬ হি.) মুহাম্মাদ বিন কাসেম ছাক্বাফী-র নেতৃত্বে সিন্ধু ও হিন্দুস্থান বিজিত হয় *(আল-বিদায়াহ ৯/৭৭, ৯৫; আল-ইক্বদুছ ছামীন ১/১৪১-৪২)*। এছাড়া ৫ম শতাব্দী হিজরীর প্রথম দিকে গযনীর সুলতান মাহমূদ (৩৮৮-৪২১ হি.) হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি ভারতের বিখ্যাত সোমনাথ মন্দিরে প্রবেশ করে সকল মূর্তি ভেঙ্গে চুরমার করেন। অতঃপর বিজয়ী হয়ে ফিরে আসেন *(আল-বিদায়াহ ৬/২২৩, ১২/৩০; আহলেহাদীছ আন্দোলন ২০৬-২০৮ পৃ.)*।

অপরপক্ষে হযরত আবু হুরায়রাহ, কা'ব ও ছাফওয়ান বিন 'আমর (রাঃ) থেকে দুর্বল সূত্রে এ বিষয়ে কিছু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যে, 'হিন্দুস্থানের নেতাদেরকে মুসলিম সেনারা বেড়ীবদ্ধ অবস্থায় শামে নিয়ে যাবে। অতঃপর ঈসা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করবে'। যেগুলির সবই যঈফ *(নাসাঈ হা/৩১৭৩-৭৪; আহমাদ হা/৭১২৮; হাকেম হা/৬১১; নু'আঈম বিন হাম্মাদ, আল-ফিতান হা/১২০২, ১২১৫, ১২৩৬)*। এসকল যঈফ বর্ণনা থেকে অনেকে ধারণা করেন যে, এই গাযওয়াতুল হিন্দ ক্বিয়ামতের পূর্বকালে সংঘটিত হবে। দ্বিতীয়ত, ক্বিয়ামতের পূর্বে ইমাম মাহদীর মাধ্যমে ইসলামী খেলাফত পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যা সাত বছর অব্যাহত থাকবে–মর্মে রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে *(আবূদাঊদ হা/৪২৮৪-৮৫; মিশকাত হা/৫৪৫৩-৫৪; ছহীহাহ হা/১৫২৯)*। তবে সেই খেলাফত এখন থেকে এক শতাব্দীকাল পর প্রতিষ্ঠিত হবে, এমন কোন সময়সীমা নির্দিষ্ট করার সুযোগ নেই।

***প্রশ্ন (২/৪২) : আমি আমার আত্মীয়ের নিকট থেকে বাজার মূল্যে জমি ক্রয় করব এবং রেজিস্ট্রেশনের সময় হেবা (দানপত্র) হিসাবে দেখাব। এটা জায়েয হবে কি?***

*-রফীকুল ইসলাম, গুলশান, ঢাকা।*

**উত্তর :** সরকার কর্তৃক বর্তমানে অত্যধিক হারে গৃহীত জমি রেজিস্ট্রি ফী নিঃসন্দেহে জনগণের উপর যুলুম। তবুও তা ফাঁকি দেয়ার জন্য প্রশ্নে উল্লেখিত কৌশল কিংবা কোন অনৈতিক পন্থা অবলম্বন করা উচিৎ হবে না। কেননা যালেম শাসকদের অধীনে বসবাসরত নাগরিকদের করণীয় সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা তাদের হক তাদের দিয়ে দাও এবং তোমাদের হক আল্লাহ্র কাছে চাও' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৭২)*।

***প্রশ্ন (৩/৪৩) : কুকুর আল্লাহ্র সৃষ্টি। অথচ তা বাড়িতে প্রতিপালন করা নিষেধ, এমনকি প্রতিদিনের বিপরীতে এক ক্বীরাত্ব বা দু'ক্বীরাত নেকী কমে যায়। এর কারণ কি?***

*-যামান, গোপালগঞ্জ।*

**উত্তর :** শূকরের মত কুকুরও সত্ত্বাগতভাবে নাপাক। সেকারণে কুকুর পালনে নিষেধ করা হয়েছে *(মুসলিম হা/১৫৭৪, ২১০৬)*। তাছাড়া কুকুরের লালা ও মলমূত্র মুছল্লীর কাপড়ে লাগলে কাপড় অপবিত্র হয়ে যায় *(তায়সীরুল আল্লাম ২/২০৯)*। এদের লালায় ভয়ংকর জীবাণু থাকে, যার স্পর্শকৃত পাত্র সাতবার ধৌত করার বিধান রয়েছে *(মুসলিম হা/২৭৯, ২৮০, উছায়মীন, শরহ রিয়াযুছ ছালেহীন ৬/৪২৯-৪৩০)*। এমনকি এই প্রাণী বাড়িতে থাকলে সে বাড়ীতে রহমতের ফেরেশতারা প্রবেশ করে না *(বুখারী হা/৩৩২২)*। তবে সব কুকুর পালন নিষিদ্ধ নয়। যেমন শিকারের কাজে ব্যবহৃত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর এবং পাহারায় নিয়োজিত কুকুর পালন করা জায়েয *(মায়েদা ৫/৪; বুখারী হা/২৩২২; মুসলিম হা/১৫৭৪)*। তবে এমন কুকুরকেও গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না *(বুখারী হা/৩৩২২)*।

***প্রশ্ন (৪/৪৪) : সূরা রহমানের 'ফাবিআইয়ে আলা-ই রব্বিকুমা তুকাযযিবান' পাঠ করার পর বা শোনার পর প্রতিবার কি 'লা বি শায়ইন মিন নি'আমিকা রব্বানা নুকাযযিবু ফালাকাল হাম্দ' বলতে হবে?***

*-আবুল হোসাইন, লালপুর, নাটোর।*

**উত্তর :** রাসূল (ছাঃ) থেকে উক্ত দো'আটি পাঠের কোন দলীল

পাওয়া যায় না। তবে রাসূল (ছাঃ) জিনদের সামনে সূরা রহমান পাঠ করলে উক্ত আয়াতের জওয়াবে জিনেরা প্রতিবার উত্তরটি দিয়েছিল বলে রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদেরকে সংবাদ দিয়েছিলেন *(তিরমিযী হা/৩২৯১; ছহীহাহ হা/২১৫০)*। যা তাঁর অনুমোদনের ইঙ্গিতবাহী হিসাবে কোন কোন বিদ্বান দো'আটি পাঠ করা মুস্তাহাব বলেছেন। যেহেতু উক্ত হাদীছে রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদের চুপ থাকা দেখে বলেছিলেন, 'জিনেরা তোমাদের চাইতে উত্তম জবাবদাতা ছিল' সেহেতু ক্বিরাআত শেষে অন্ততঃ একবার উক্ত দো'আ পাঠের মাধ্যমে জওয়াব দেওয়া 'মুস্তাহাব' বলে অনুমিত হয়।

মিশকাত-এর ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, ছালাতের মধ্যে হৌক বা বাইরে হৌক, পাঠকারীর জন্য উপরোক্ত আয়াত সমূহের জওয়াব দেওয়া মুস্তাহাব। যা বর্ণিত হাদীছ সমূহে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু শ্রোতা বা মুক্তাদীর জন্য উপরোক্ত আয়াত সমূহের জওয়াব দেওয়ার প্রমাণে স্পষ্ট কোন মরফূ হাদীছ আমি অবগত নই। তবে আয়াতগুলিতে প্রশ্ন রয়েছে। সেকারণ জওয়াবের মুখাপেক্ষী। কাজেই পাঠকারী ও শ্রোতা উভয়ের জন্য উত্তর দেওয়া বাঞ্ছনীয় *(মির'আত (বেনারস, ভারত ১৪১৫/১৯৯৫) ৩/১৭৫ পৃ.)*। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, বক্তব্যটি মুৎলাক্ব অর্থাৎ সাধারণভাবে এসেছে। অতএব তা ছালাত ও ছালাতের বাইরে এবং ফরয ও নফল সব ছালাতকে শামিল করে। তিনি 'মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা'র বরাতে একটি 'আছার' উদ্ধৃত করেন এই মর্মে যে, ছাহাবী আবু মূসা আশ'আরী ও মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) ফরয ছালাতে উক্ত জওয়াব দিতেন। ওমর ও আলী (রাঃ) সাধারণভাবে সকল অবস্থায় জওয়াব দিতেন *(আলবানী, ছিফাতু ছালা-তিন্নবী, পৃ. ৮৬ হাশিয়া; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৫১-৫২ পৃ.)*।

তবে শায়খ বিন বায এবং উছায়মীন (রহঃ) প্রমুখ বিদ্বান প্রথমোক্ত হাদীছটির দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করে দো'আটি পাঠের ব্যাপারে আপত্তি করেছেন *(দ্র. ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট : শায়খ বিন বায)*।

***প্রশ্ন (৫/৪৫) : আইয়ামে বীযের ছিয়াম মাসের যেকোন দিন রাখতে পারবে কি?***

*-আহমাদুল্লাহ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

**উত্তর :** প্রতি আরবী মাসের মধ্যবর্তী ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ, আইয়ামে বীয-এর ৩ দিন ছিয়াম পালন করা মুস্তাহাব *(তিরমিযী হা/৭৬১, নাসাঈ হা/২৪২৪; মিশকাত হা/২০৫৭)*। তবে কোন সমস্যা থাকলে মাসের অন্য যেকোন দিনেও রাখতে পারে। যেমন আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে জানতে চাওয়া হ'ল যে, রাসূল (ছাঃ) কি প্রতি মাসে তিন দিন ছিয়াম পালন করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করলাম, মাসের কোন কোন দিন তিনি ছিয়াম পালন করতেন? তিনি বললেন, রাসূল (ছাঃ) মাসের যে কোন দিন ছিয়াম পালন করতে দ্বিধা করতেন না *(মুসলিম হা/১১০৭; মিশকাত হা/২০৪৬)*। ইমাম নববী বলেন, উক্ত তিন দিন ছিয়াম রাখা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে বিদ্বানগণের ঐক্যমত রয়েছে। তবে ঐ তিন দিন নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। জমহূর বিদ্বানগণ ১৩, ১৪, ১৫ তিন দিন নির্দিষ্ট করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন *(মির'আত হা/২০৭৭ -এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

***প্রশ্ন (৬/৪৬) : যারা সাপের কামড়ে মারা যায় তারা কি শহীদের মর্যাদা লাভ করবে?***

*-আবুল কালাম, মাকলাহাট, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।*

**উত্তর :** সাপের কামড়ে মৃত ব্যক্তিরা শহীদের মর্যাদা লাভ করবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/১১৬৮৬; যঈফাহ হা/৩৯৬৭)*। তবে আলী (রাঃ) বলেন, মুমিন যেভাবেই মৃত্যুবরণ করুক না কেন তার মৃত্যু শাহাদতের মৃত্যু। তবে শাহাদতের মর্যাদায় স্তরভেদ রয়েছে *(ফাৎহুল বারী ৬/৪৪, সনদ হাসান)*। যেমন হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল কোনটি সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ? তিনি বললেন, যার ঘোড়া (বাহন)-কে হত্যা করা হয়েছে এবং যার রক্ত ঝরানো হয়েছে *(আহমাদ হা/৬৭৯২; মিশকাত হা/৪৬)*। ইবনুত তীন বলেন, অপঘাতে মৃত্যুতে কষ্ট রয়েছে বলে তাতে গুনাহ মাফ হয় এবং ছওয়াব বৃদ্ধি পায়, যা তাকে মর্যাদায় শহীদের স্তরে পৌঁছে দেয়। ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, উপরের হাদীছ সমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, শহীদ দু'প্রকার : একদল আখেরাতের হিসাবে শহীদ, যাদের ইখলাছ ও কর্মতৎপরতায় কোন খাদ নেই। এরা দুনিয়া ও আখেরাতে শহীদের সর্বোচ্চ মর্যাদা পাবেন। আরেকদল দুনিয়ার হিসাবে শহীদ, কিন্তু ইখলাছ ও তৎপরতায় খাদ রয়েছে। এরা আখেরাতে শহীদের মর্যাদা পাবে না *(ফাৎহুল বারী ৬/৪৪)*।

***প্রশ্ন (৭/৪৭) : আমার স্বামী বিয়ের চার মাসের মধ্যে প্রচণ্ড রাগের মাথায় আমাকে এক তালাক দেয়। পরে অনুতপ্ত হয়ে আমাকে ফিরিয়ে নেয়। এর চার মাস পর প্রচণ্ড রেগে গিয়ে আবার তালাক দেয়, তারপর আবার ফিরিয়ে নেয়। এর আট মাস পর আবার তালাক দেয়। উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক দেওয়ার সময় আমার মাসিক চলছিল। আর সে রেগে গেলে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে হুবহু পাগলের মত আচরণ করে। এক্ষণে এগুলি তালাক হিসাবে গণ্য হবে কি? আমরা এখন আবার সংসার করতে চাই। আমাদের জন্য করণীয় কী?***

*-ফরীদা ইয়াসমীন, বর্ণালী, রাজশাহী।*

**উত্তর :** এগুলি দু'টি কারণে তালাক হিসাবে গণ্য হবে না। প্রথমত, বর্ণনা মতে ছেলেটি মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত এবং কারণে-অকারণে তার মধ্যে অদ্ভুত সব কার্যকলাপ ও অসংলগ্ন কথাবার্তা প্রকাশ পায়। অতএব এরূপ ব্যক্তির রাগান্বিত অবস্থায় প্রদত্ত তালাক ধর্তব্য হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ক্রোধান্ধ অবস্থায় কোন তালাক হয় না' *(আবূদাঊদ হা/২১৯৩; মিশকাত হা/৩২৮৫; ছহীহুল জামে' হা/৭৫২৫)*। ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) বলেন, 'ইগলাক্ব' গালাক্ব ধাতু হ'তে উৎপন্ন। যার অর্থ বন্ধ হওয়া। ক্রোধান্ধ, পাগল ও যবরদস্তির অবস্থায় মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি লোপ পায়। তাই এ অবস্থাকে 'ইগলাক্ব' বলা হয় *(ঐ, হাশিয়া ২/৪১৩ পৃঃ)*। রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, 'তিন ব্যক্তি হ'তে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। (১) পাগল যতক্ষণ না সে সুস্থ হয় ... *(আবূদাঊদ হা/৪৪০১; মিশকাত হা/৩২৮৭)*। আলী (রাঃ) বলেন, পাগল ব্যক্তির তালাক ব্যতীত সকল তালাকই জায়েয *(বুখারী তা'লীক, 'তালাক' অধ্যায়, 'ইগলাক্ব অবস্থায় তালাক' অনুচ্ছেদ)*। দ্বিতীয়ত, সে

স্ত্রীর হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছে। অধিকতর গ্রহণযোগ্য মতে, হায়েয অবস্থায় তালাক দিলে তা কার্যকর হবে না *(তালাক ৬৫/১; বুখারী হা/৫২৫১, ৫৩৩২, মিশকাত হা/৩২৭৫, বিন বায, ফাতাওয়া তালাক ৪৪ পৃ.; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২০/৫৮; উছায়মীন, ফাতাওয়া ইসলামিয়া ৩/২৬৮; বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : 'তালাক ও তাহলীল' বই)*। এক্ষণে তারা চাইলে তওবা করে সংসার করতে পারে। উল্লেখ্য যে, শরী'আতে তালাক নিয়ে কোন প্রকার স্বেচ্ছাচারিতা গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব ভবিষ্যতে এই বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখতে হবে।

***প্রশ্ন (৮/৪৮) : হজ্জে ইফরাদকারীরা ৮ই যিলহজ্জের পূর্বে ইহরাম বাঁধলে ৮ই যিলহজ্জে কি তার জন্য পুনরায় ইহরাম বাঁধা আবশ্যক হবে?***

*-আজমল ফুয়াদ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।*

**উত্তর :** পূর্বে ইহরাম বাঁধলে পরে আর বাঁধতে হবে না। সুন্নাত হ'ল ৮ই যিলহজ্জ যোহরের পূর্বে ইহরাম বেঁধে মিনায় গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা *(শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৭/২৫১)*। উল্লেখ্য যে, ইহরামের কাপড় পরিবর্তন করা যায় *(লাজনা দায়েমাহ, প্রশ্নোত্তর নং ৯৭৭৩)*।

***প্রশ্ন (৯/৪৯) : আমরা জানি যে, মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী দেওয়া যায় না। এক্ষণে যারা মৃতের পক্ষ থেকে হজ্জে তামাত্তু করবে, তারা কার পক্ষ থেকে কুরবানী করবে? হজ্জের সময় তাদের নাম কিভাবে উল্লেখ করতে হবে?***

*-আমীনুল ইসলাম, মোহনপুর, রাজশাহী।*

**উত্তর :** হজ্জে তামাত্তু পালনকারীদের জন্য হাদ্ই বা কুরবানী করা ওয়াজিব। যেহেতু এটি হজ্জের একটি অংশ, সেহেতু যার জন্য হজ্জ করা হবে তার পক্ষ থেকেই কুরবানী দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, বদলী হজ্জ করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা শর্ত নয়। বরং অন্তরে নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে *(আবূদাঊদ হা/১৮১১; মিশকাত হা/২৫২৯; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৭/৭১; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১১/৮২)*।

***প্রশ্ন (১০/৫০) : কোন মানুষের নাম রব্বানী রাখা যাবে কি? এছাড়া কাউকে নাম হিসাবে রাব্বী বলে ডাকা যাবে কি?***

*-ফযলে রাব্বী, বঙ্গবন্ধু কলেজ, রাজশাহী।*

**উত্তর :** 'রব্বানী' নাম রাখাতে কোন বাধা নেই। কারণ 'রব্বানী' অর্থ আল্লাহওয়ালা। তবে 'গোলাম রব্বানী' নাম রাখা যাবে না। কেননা এর অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহওয়ালা ব্যক্তির গোলাম। আর রাব্বী নয়, বরং ফযলে রাব্বী নামে ডাকা যাবে। যার অর্থ আমার রবের অনুগ্রহ।

***প্রশ্ন (১১/৫১) : জনৈক ইমাম ষাড়ের প্রজননের বিনিময়ে টাকা উপার্জন করেন। এরূপ কাজ জায়েয হবে কি? যদি এরূপ উপার্জন হারাম হয়, তাহ'লে ঐ ইমামের পিছনে ছালাত হবে কি?***

*-আবুল কালাম আযাদ, রাজশাহী।*

**উত্তর :** ষাড়ের প্রজননের বিনিময়ে টাকা উপার্জন করা তথা ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করা হারাম। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ষাড়ের প্রজননের বিনিময়ে উপার্জন করতে নিষেধ করেছেন' *(বুখারী হা/২২৮৪; মিশকাত হা/২৮৫৬ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। জাবের (রাঃ) বলেন, উট দ্বারা পাল দিয়ে তার মজুরী গ্রহণ করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন' *(মুসলিম হা/১৫৬৫; মিশকাত হা/২৮৫৭)*। তবে প্রয়োজনে শর্তহীনভাবে সম্মানী বা হাদিয়া স্বরূপ কিছু গ্রহণ করা যেতে পারে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৫/৭৪-৭৫)*। যেমন হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, বনু কিলাবের জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে ষাড়ের পাল বা প্রজননের মজুরীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে তা করতে নিষেধ করলেন। তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা ষাড়ের পাল দেয়ার বিনিময়ে কিছু হাদিয়া পেয়ে থাকি। তখন তিনি তাকে হাদিয়া গ্রহণের অনুমতি দিলেন' *(তিরমিযী হা/১২৭৪; মিশকাত হা/২৮৬৬, সনদ ছহীহ)*। অতএব নিছক ব্যবসা হিসাবে এটি করা যাবে না।

প্রশ্নমতে যে ইমাম এমন কাজ করেন, তাকে নছীহত করতে হবে। যদি হাদীছ জানার পরেও না মানেন, তাহ'লে তাকে অপসারণ করা যাবে। তবে তার পিছনে ছালাত আদায় হয়ে যাবে। কেননা একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না' *(আন'আম ৬/১৬৪)*।

***প্রশ্ন (১২/৫২) : জনৈক ব্যক্তি তার মা, ভাই, বোন এবং ছেলে-মেয়ে রেখে মারা গেছেন। এক্ষণে তার মা ছেলের সম্পদ হ'তে কতটুকু অংশ পাবেন?***

*-মুখলেছুর রহমান, রংপুর।*

**উত্তর :** এরূপ অবস্থায় মা মৃত পুত্রের সম্পদ থেকে এক-ষষ্ঠাংশ পাবেন। আল্লাহ বলেন, 'মৃতের পিতা-মাতার প্রত্যেকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ করে পাবে, যদি মৃতের কোন পুত্র সন্তান থাকে' *(নিসা ৪/১১)*।

***প্রশ্ন (১৩/৫৩) : শেষ রাতে আল্লাহ তা'আলা প্রথম আকাশে নেমে আসেন। এক্ষণে পৃথিবীর সর্বত্র একসাথে শেষ রাত হয় না। তাহ'লে হাদীছটির ব্যাখ্যা কী?***

*-মামূন, সাভার, ঢাকা।*

**উত্তর :** প্রতি শেষ রাতে আল্লাহ প্রথম আকাশে নেমে আসেন, যা বহু ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(বুখারী হা/১১৪৫, মুসলিম হা/৭৫৮ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১২২৩)*। কিন্তু তিনি কিভাবে নেমে আসেন তা অজ্ঞাত। এগুলি অদৃশ্য বিষয়ক জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। যা স্রেফ আল্লাহ্র ইলমে রয়েছে। অতএব হাদীছে যেভাবে এসেছে সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। প্রখ্যাত তাবেঈ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বলেন, তিনি প্রতি রাতেই অবতরণ করেন। তখন জিজ্ঞেস করা হ'ল, অবতরণের ফলে কি আরশ খালি হয়ে যায় না? জবাবে ইবনুল মুবারাক বললেন, 'রে যঈফ! তিনি যেভাবে ইচ্ছা অবতরণ করেন' *(আক্বীদাতুস সালাফ, পৃঃ ২৯)*। সুতরাং হাদীছের ভাষ্য মেনে নিতে হবে। এ বিষয়ে বিতর্ক উত্থাপন করা ছহীহ হাদীছে সন্দেহ করার শামিল। যা নেহায়েতই অন্যায় এবং অযৌক্তিক *(বি. দ্র. থিসিস ১১৬-১১৭ পৃঃ)*।

***প্রশ্ন (১৪/৫৪) : বিয়েতে দেনমোহরের টাকা বাকী রাখলে কি ঐ বিয়ে ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে? দেনমোহরের সঠিক নিয়ম ব্যাখ্যাসহ জানতে চাই।***

*-রেযাউল ইসলাম, সফীপুর, গাযীপুর*

**উত্তর :** মোহর বিবাহের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ *(নিসা ৪/৪)*। আর বিবাহের মোহর স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী নগদ প্রদান করাই উত্তম। তবে কারো নগদ অর্থ না থাকলে পরে দিতে পারে। এমনকি বিবাহের পূর্বে মোহর নির্ধারণ না করেই বিবাহ সম্পন্ন করতে পারে। যেমন রাসূল (ছাঃ) একজন ব্যক্তিকে বললেন, অমুক মহিলার সাথে তোমাকে বিবাহ দিব তুমি কি রাযী? সে বলল, হ্যাঁ। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, অমুক ব্যক্তির সাথে তোমাকে বিবাহ দিব তুমি কি রাযী? মহিলা বলল, হ্যাঁ। তিনি তাদের বিবাহ দিলেন। কিন্তু কোন মোহর নির্ধারণ করলেন না এবং মহিলাকে কিছু দিলেন না। ঐ ব্যক্তি হোদায়বিয়ার ছাহাবী ছিলেন। পরে তিনি খায়বারের গণীমতের অংশ পান। এ সময় তাঁর মৃত্যু উপস্থিত হ'লে তিনি বলেন, স্ত্রীর জন্য আমার কোন মোহর নির্ধারিত ছিল না। এক্ষণে আমি আমার খায়বারের প্রাপ্ত অংশ তাকে মোহর হিসাবে দান করলাম। যার মূল্য ছিল এক লক্ষ দেরহাম' *(হাকেম হা/২৭৪২; আবূদাঊদ হা/২১১৭; ইরওয়া হা/১৯৪০, সনদ ছহীহ)*। নবী করীম (ছাঃ) একদা মোহর বাকী রেখে এক ব্যক্তির বিবাহ দেন এবং কুরআন শিক্ষাদানের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তা আদায় করতে বলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২০২)*। আর মোহর না দেওয়ার নিয়ত করে থাকলে তাকে যেনাকারীর কাতারে দাঁড়াতে হবে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মোহরের বিনিময়ে কোন মহিলাকে বিবাহ করল, অথচ মোহর পরিশোধ করবে না বলে নিয়ত করল, সে যেনাকারী' *(বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান হা/৫৫৪৯; বাযযার হা/৮৭২১; ছহীহুত-তারগীব হা/১৮০৬, ছহীহ লিগায়রিহী)*। বস্তুতঃ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে অধিক পরিমাণ মোহরানা ধার্য করা এবং পরে স্ত্রীর কাছে মাফ চাওয়া ধোঁকার শামিল। সেই সাথে সমাজে মৃত্যুর সময় স্ত্রীর নিকট থেকে মোহর মাফ করিয়ে নেওয়ার যে কুপ্রথা রয়েছে, তা চরম অন্যায় ও প্রতারণাপূর্ণ। এমন কর্ম থেকে মুমিনকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। অতএব কাছে অর্থ এলেই সর্বাগ্রে স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করতে হবে। আর মোহর আদায় না করলে দুনিয়া ও আখেরাতে স্ত্রীর নিকটে ঋণগ্রস্ত থাকতে হবে।

***প্রশ্ন (১৫/৫৫) : আমাদের এলাকায় মাইয়েতের সম্পদ দ্বারা জানাযায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য খাবারের আয়োজন করা হয়। এরূপ কাজ জায়েয হবে কি? এছাড়া কোন নির্দিষ্ট দিন ধার্য ব্যতীত মৃতের পক্ষ থেকে খানার আয়োজন করা যাবে কি?***

*-ফখরুল ইসলাম, মাহিলাড়া, গৌরনদী, বরিশাল।*

**উত্তর :** মাইয়েতের সম্পদ দ্বারা এটা করা যাবে না। জারীর বিন আব্দুল্লাহ আল-বাজালী (রাঃ) বলেন, দাফনের পরে মাইয়েতের বাড়িতে সমবেত হওয়া এবং খানাপিনার আয়োজন করাকে আমরা বিলাপ হিসাবে গণ্য করতাম (যা নিষিদ্ধ)' *(আহমাদ হা/৬৯০৫; ইবনু মাজাহ হা/১৬১২, সনদ ছহীহ)*। হানাফী বিদ্বান কামাল ইবনুল হুমাম বলেন, মাইয়েতের পরিবারের পক্ষ থেকে দাওয়াত করে খানাপিনার আয়োজন করা মাকরূহ... বরং জঘন্য বিদ'আত *(ফাৎহুল ক্বাদীর ২/১৪২)*। এছাড়া ইমাম নববী, ইবনু তায়মিয়া, ইবনু কুদামা প্রমুখ বিদ্বান এরূপ কাজ শরী'আতসিদ্ধ নয় বলে ফৎওয়া দিয়েছেন *(রওযাতুল তালেবীন ২/১৪৫; মাজমূউল ফাতাওয়া ২৪/৩১৬; আল-মুগনী ৩/৪৯৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৯/১৪৫)*।

বরং সুন্নাত হ'ল প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনরা মাইয়েতের পরিবারের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করবে। জাফর বিন আবু তালিব (রাঃ) মুতার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করলে রাসূল (ছাঃ) প্রতিবেশীদের নির্দেশ দেন যাতে তারা জাফর (রাঃ)-এর পরিবারের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করে *(আবুদাঊদ হা/৩১৩২; ইবনু মাজাহ হা/১৬১০; মিশকাত হা/১৭৩৯; ছহীহুল জামে হা/১০১৫)*। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, প্রতিবেশী ও নিকটতমরা মাইয়েতের পরিবারের জন্য একদিন ও এক রাতের খাবারের ব্যবস্থা করবে। এটি আমার নিকট পসন্দনীয় *(কিতাবুল উম্ম ১/৩১৭)*। ইবনু কুদামা বলেন, মাইয়েতের পরিবারকে সান্ত্বনা দেওয়া ও তাদের কষ্ট লাঘব করার জন্য তাদের জন্য খাবার পাঠানো প্রতিবেশীদের জন্য মুস্তাহাব *(আল-মুগনী ৩/৪৯৬; বিস্তারিত দ্রঃ 'কুরআন ও কলেমাখানী' বই)*।

***প্রশ্ন (১৬/৫৬) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দুধমাতা হালীমা সা'দিয়া কি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন? তাঁর কবর কোথায় অবস্থিত?***

*-হারূণুর রশীদ, সাহাপুর, দারুসা, রাজশাহী।*

**উত্তর :** বিশুদ্ধ মতে রাসূল (ছাঃ)-এর দুধমাতা হালীমা সা'দিয়া (রাঃ) ইসলাম কবুল করেছিলেন। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তাকে ছাহাবীগণের মধ্যে গণ্য করেছেন *(আল-ইছাবাহ ক্রমিক ১১০৫০, ৭/৫৮৪)*। রাসূল (ছাঃ)-এর বিয়ের পর হালীমা ও তার স্বামী হারেছ বিন আব্দুল উযযা তাঁর নিকট আগমন করে এলাকায় দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করলে খাদীজা (রাঃ) তাদের চল্লিশটি ছাগল ও একটি উট দান করেন। রাসূলের নবুঅত লাভের পর পুনরায় আগমন করে তারা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন *(ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া ১/৬২; আল-বিদায়াহ ৪/৩৬৪; যিরিকলী, আল-আ'লাম ২/২৭১)*।

হালীমার কবর কোথায়, তার সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। বিশ্ব পর্যটক মরক্কোর মুহাম্মাদ ইবনু বতূতা (৭০৩-৭৭৯ হিঃ) হালীমার কবর বছরায় বলে উল্লেখ করেছেন *(রিহলাহ ইবনু বতুতা ২/১৪)*। কিন্তু এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কেননা মুসলমানগণ বছরা জয় করেন ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (১৩-২৩ হিঃ)।

হালীমা সা'দিয়া ছিলেন হাওয়াযেন গোত্রের বনু সা'দ শাখার অন্তর্ভুক্ত। যারা মক্কার আশপাশের এলাকায় বসবাস করতেন। মক্কার নেতারা তাদের সন্তানদের খোলামেলা উন্নত পরিবেশে এবং শুদ্ধ ভাষা শিখানোর জন্য এদের নিকট সন্তান পালনের জন্য প্রদান করতেন। বর্তমানে মক্কা থেকে দক্ষিণ-পূর্বে ৯০ কি.মি. দূরে ত্বায়েফ থেকেও ৮৫ কি.মি. দূরে বনু সা'দ যেলায় হালীমা সা'দিয়ার বাড়ী ও কবর রয়েছে বলে যা প্রসিদ্ধ হয়ে আছে, তা ভিত্তিহীন। সঊদী সরকার কল্পিত উক্ত স্থানকে কয়েক বছর আগে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। যা এযাবৎ বিদ'আতের আখড়া হিসাবে পূজিত হচ্ছিল। এমনি করেই শয়তান বকধার্মিকদের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শিরক ও বিদ'আতের কেন্দ্র সমূহ গড়ে তোলে। যাতে প্রকৃত মুমিনগণ পথভ্রষ্ট হয়।

***প্রশ্ন (১৭/৫৭) : ছোট ভাই একাই পিতা-মাতার যাবতীয় দেখা-শোনার দায়িত্ব পালন করে। এক্ষণে পিতা-মাতার মৃত্যুর***

***পর ছোট ভাইকে বড় ভাইদের তুলনায় অধিক সম্পদ দেওয়া যাবে কি?***

*-ছাদ্দাম হোসেন, রংপুর।*

**উত্তর :** সকল ভাই ও বোনদের সম্মতি থাকলে ছোট ভাইকে বেশী দেওয়া যাবে। কিন্তু কারো আপত্তি থাকলে কমবেশী করার কোন সুযোগ নেই। কারণ উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টননীতি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত *(নিসা ৪/১১-১২; বুখারী হা/২৫৮৭; মিশকাত হা/৩০১৯; ফাতাওয়াল জামেআ লি-মারাতিল মুসলিমা ৩/১১১৫-১১১৬)*।

***প্রশ্ন (১৮/৫৮) : জনৈক ইমাম রুকূ ও সিজদায় দীর্ঘ সময় থাকেন। এতে দিন দিন মুছল্লী কমে যাচ্ছে। ইমামকে বলা হ'লে তিনি বলেন, ছাহাবীদের রুকূ-সিজদা এমন ছিল যে তাদের পিঠে পাখি বসত। এক্ষণে সাধারণ মুছল্লীদের করণীয় কি?***

*-ফয়ছাল আহমাদ, নাটোর।*

**উত্তর :** ইমামের এমন আমল মোটেই সুন্নাত সম্মত নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ ইমামতি করবে, তখন ছালাত সংক্ষিপ্ত করবে। কেননা তাদের মধ্যে শিশু, বৃদ্ধ, দুর্বল ও রোগী ব্যক্তি থাকে। আর যখন একাকী ছালাত আদায় করবে তখন যেভাবে মন চায় তা আদায় করবে' *(মুসলিম হা/৪৬৭; মিশকাত হা/১১৩৪)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বিতৃষ্ণার উদ্রেককারী রয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ লোকদেরকে নিয়ে ছালাত আদায় করবে, সে যেন সংক্ষিপ্ত করে *(বুখারী হা/৭০৪; মুসলিম হা/৪৬৬; মিশকাত হা/১১৩২)*। মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) ছালাতে দীর্ঘ তেলাওয়াত করলে রাসূল (ছাঃ) তাকে 'ফিৎনাকারী' বলে ধমক দেন এবং ছালাত সংক্ষিপ্ত করতে বলেন *(বুখারী হা/৭০৫; মুসলিম হা/৪৬৫; মিশকাত হা/৮৩৩)*।

রুকূ অবস্থায় ছাহাবীগণের পিঠে পাখি বসে থাকত মর্মে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ)-এর আমলটি তাঁর ব্যক্তিগত আমল ছিল *(ইমাম আহমাদ, আয-যুহ্দ হা/৭৩৫)*। একাকী ছালাত আদায় করলে যে কেউ ইচ্ছামত ছালাত দীর্ঘায়িত করতে পারে। রাসূল (ছাঃ) রুকূর সময় তার পিঠকে এমনভাবে সমান্তরাল করতেন যে, তাতে পানি ঢেলে দিলে তা গড়িয়ে পড়ত না *(আহমাদ হা/৯৯৭; ছহীহাহ হা/৩৩৩১)*। এর অর্থ এই নয় যে, এটি রুকূ দীর্ঘায়িত করার কারণে ছিল। বরং পিঠ সোজা করার কারণে ছিল *(আহমাদ হা/৯৯৭; ছহীহাহ হা/৩৩৩১)*। অতএব ইমামকে সুন্নাত অনুযায়ী আমল করা কর্তব্য।

***প্রশ্ন (১৯/৫৯) : বড়শি দিয়ে মাছ ধরা মাছের সাথে প্রতারণার শামিল কি?***

*-আশরাফ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।*

**উত্তর :** প্রতারণা হবে না। কারণ প্রতারণার বিধান কেবল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, মাছ বা অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রে নয়। মাছকে আল্লাহ মানুষের খাদ্য হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি বলেন, '(লোনা ও মিঠা পানির দু'টি সমুদ্র থেকেই) তোমরা তাযা গোশত (মৎস্য) ভক্ষণ করে থাক... যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর' *(ফাত্বির ৩৫/১২)*। তিনি আরও বলেন, 'আমরা তোমাদেরকে যে রূযী দান করেছি, তার মধ্যে পবিত্র বস্তুসমূহ ভক্ষণ কর' *(বাক্বারাহ ২/৫৭)*।

***প্রশ্ন (২০/৬০) : তোমরা উন্নত মানের খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাক। কারণ তা মানুষের রন্ধ্রে শয়তানের চলার জন্য শক্তি বর্ধক' মর্মে হাদীছটির বিশুদ্ধতা জানতে চাই।***

*-ওয়ালীউল্লাহ, কাটাখালী, রাজশাহী।*

**উত্তর :** উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(ইবনুল জাওযী, আল-মাওযূআত ৩/৩০; আলবানী, যঈফাহ হা/১৮৭৯)*।

***প্রশ্ন (২১/৬১) : আমাদের সমাজে প্রচলিত একটি কথা আছে যে গোসলের পর ভাত অথবা রুটি ছাড়া কোন ফল খাওয়া যাবে না। এটা কি সত্য?***

*-এনামুল হক, জগতী, কুষ্টিয়া।*

**উত্তর :** এতে কোন শারঈ বাধা নেই। তবে চিকিৎসকদের মতে, গোসলের পর খালি পেটে ফল খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। যা পেটে অ্যাসিড সৃষ্টি করে। কারণ প্রতিটি ফলেই থাকে বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিড। সাধারণত কেউ যখন গোসল করে আসে, তখন তার ক্ষুধা অনুভূত হয়। তাতে পেটের খালি অন্ত্রের বিভিন্ন কোষ থেকে নির্গত হয় নানা প্রকারের রস এবং অ্যাসিড। তখন ফল খেলে তার অ্যাসিড ও অন্ত্রের অ্যাসিড এবং বিভিন্ন পাচক রসের মধ্য বিক্রিয়ার ফলে অম্ল রোগ দেখা দিতে পারে। তাই খালি পেটে ফল না খাওয়াই উচিৎ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ক্ষতি করো না ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না' *(ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০; ছহীহাহ হা/২৫০)*।

***প্রশ্ন (২২/৬২) : সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর জন্ম-মৃত্যু ও বয়স জানতে চাই।***

*-আব্দুল্লাহ, পুঠিয়া, রাজশাহী।*

**উত্তর :** সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর জন্ম সাল সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই। তিনি পারস্যে এক অগ্নিপূজকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। ফলে প্রথম জীবনে তিনি অগ্নিপূজক ছিলেন। পরে খৃষ্টধর্ম এবং সবশেষে মদীনায় এসে ইসলাম কবুল করেন। তিনি হযরত ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ৩৩-৩৬ হিজরী সালের দিকে মৃত্যুবরণ করেন *(যাহাবী, সিয়ার ১/৮৩-৮৬, ৫৫৫)*। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। ইবনুল আছীর বলেন, বিদ্বানদের মতে, তিনি সাড়ে তিনশত বছর জীবিত ছিলেন। আর আড়াইশ বছরের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই *(উসদুল গাবাহ ১/৪৬৪)*। যাহাবী বলেন, তাঁর দীর্ঘ জীবন লাভের ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। তবে এগুলি গ্রহণযোগ্য নয়। আমার ধারণা তাঁর বয়স সম্ভবতঃ ৭০-এর অধিক ছিল এবং তা একশত অতিক্রম করেনি *(যাহাবী, সিয়ার ১/৫৫৬)*। হাফেয ইবনু হাজার বলেন, তাঁর এত দীর্ঘজীবন লাভ ব্যতিক্রমী হ'লেও অসম্ভব নয়, যদি বর্ণনাসূত্রগুলি সঠিক হয়ে থাকে *(আল-ইছাবাহ ৩/১৪১)*। অতএব তাঁর মোট বয়স কত ছিল, তা নিশ্চিতভাবে বলার উপায় নেই।

***প্রশ্ন (২৩/৬৩) : আমার ও আমার স্ত্রীর মাঝে বিবাহপূর্ব প্রেমের সম্পর্ক ছিল। এ কারণে আমরা নিজে নিজে বিয়ে করি মেয়ের পিতার বিনা অনুমতিতে। তখন আমি ছহীহ হাদীছ ও ছহীহ দ্বীনও জানতাম না। পারিবারিক এবং নিজেদের কিছু ভুল বুঝাবুঝির কারণে আমি তাকে তালাকও***

***দিয়ে দিয়েছি। আমাদের একটি মেয়ে সন্তান আছে। আমার প্রশ্নটা যেহেতু ওলীর অনুমতি ছাড়া বিয়ে বাতিল, তাহ'লে আমি যে তাকে তালাক দিয়েছি এই তালাক কি গ্রহণযোগ্য হবে? আমি কি তাকে ফিরিয়ে নিতে পারব আবার তার ওলীর উপস্থিতিতে বিয়ের মাধ্যমে? না সে আমার জন্য হারাম? আমি আল্লাহকে ও তাঁর আযাবকে ভয় পাই। আমি কোন সুবিধা পাবার জন্য প্রশ্নটা করিনি। সঠিক ফৎওয়া জেনে সঠিক পথ অবলম্বন করতে চাই। যাতে করে আমার পক্ষ থেকে তার উপর যুলুম না হয়।***

*-নাম-ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।*

**উত্তর :** ওলীর অনুমতি ছাড়া বিবাহ হ'লেও সেটি বিবাহের অনুরূপই (শিবহে নিকাহ) ছিল। সুতরাং যদি তাকে তিন তুহ্রে তিন তালাক দেওয়া হয়ে থাকে, তাহ'লে তাকে ফিরিয়ে নেওয়ার কোন উপায় নেই। ইবনু কুদামা বলেন, মতপার্থক্যপূর্ণ বিবাহের ক্ষেত্রে তালাক দিলে তালাক হয়ে যাবে। যেমন ওলীর অনুমতি ব্যতীত বিবাহ *(আল- মুক্বনি' ফী ফিক্বহে ইমাম আহমাদ ১/৩৩৪; ইবনুল মুফলেহ, আল-মুবদী' ৬/২৯৯)*। ইমাম আহমাদকে এব্যাপারে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বলেন, তালাক হয়ে যাবে। অতএব অন্যত্র বিবাহ হওয়ার পর তালাকপ্রাপ্তা না হ'লে ফিরিয়ে নিতে পারবে না *(মাসায়েলে ইমাম আহমাদ ২/৩৩৮, মাসআলা নং ৯৭৫)*। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)ও অনুরূপ ফৎওয়া দিয়েছেন *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৩২/৯৯-১০০)*।

***প্রশ্ন (২৪/৬৪) : সাপ, বানর ইত্যাদি পশু প্রাণীর খেলা দেখিয়ে টাকা উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করা কি জায়েয হবে?***

*-তাজমাউল শেখ, সঊদী আরব।*

**উত্তর :** সাপ বিষাক্ত ও ক্ষতিকর প্রাণী। হাদীছে তা দৃষ্টিগোচর হ'লে মারার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে *(বুখারী, হা/৩২৩৩, ৩২৯৯)*। সুতরাং সাধারণভাবে সাপ পালন করা এবং তা দ্বারা খেলা দেখিয়ে অর্থ উপার্জন করা বিদ্বানদের ঐক্যমতে নাজায়েয *(আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের ২৮০ পৃ., আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ১৭/২৮০)*। আর বানরও কোন উপকারী প্রাণী নয়। এজন্য বিদ্বানগণ তা পালন করা অপসন্দনীয় এবং নিছক খেল-তামাশার জন্য তা ব্যবহার করা ও পয়সা উপার্জন করা অধিকতর মাকরূহ বলেছেন। তবে কেউ বাড়ী ও পশু পাহারা দেওয়ার জন্য বানর পালন করলে তাতে বাধা নেই *(নববী, রওযাতুত ত্বালেবীন ৩/৩৫১; মুগনী ৮/৪৮০; আল-ইনছাফ ৪/১৯৮)*।

***প্রশ্ন (২৫/৬৫) : আমার জানা মতে, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) সূরা নাস ও ফালাক্বকে কুরআনের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করতেন না। একজন ছাহাবী কর্তৃক এটা কিভাবে সম্ভব?***

*-আশরাফ, সোনাতলা, বগুড়া।*

**উত্তর :** উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। বরং কুরআনের সকল সূরা ও আয়াত সমূহ 'মুতাওয়াতির'। এবিষয়ে কোন ছাহাবীর কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে সে বিষয়ে বিদ্বানগণের বক্তব্য এই যে, তিনি এ সূরা দু'টিকে প্রথমে কুরআনের অংশ হিসাবে মনে করেননি। বরং ঝাড়-ফুঁকের দো'আ হিসাবে গণ্য করেছিলেন। সেকারণ তাঁর মুছহাফে এটা লেখেননি। পরবর্তীতে তিনি এ বিষয়ে একমত হন এবং এটিকে কুরআনের অংশ হিসাবে গণ্য করেন। *(বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৪৯৭৭-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*।

***প্রশ্ন (২৬/৬৬) : আমার বন্ধু বিবাহের সময় কবরপূজার শিরকে পুরোপুরি লিপ্ত ছিল। অন্যদিকে তার স্ত্রী বিশুদ্ধ আক্বীদাসম্পন্ন ছিল। পরবর্তী সে শিরকী কার্যক্রম থেকে ফিরে আসে। বিবাহের সময় ভ্রষ্ট আক্বীদাসম্পন্ন হওয়ায় এখন পুনরায় বিবাহ পড়াতে হবে কি?***

*-যিয়াউর রহমান, মহাখালী, ঢাকা।*

**উত্তর :** নতুনভাবে বিবাহের প্রয়োজন নেই। কারণ ইতিপূর্বে তিনি অজ্ঞতাবশে এটি করেছিলেন। যা তওবার কারণে আল্লাহ ক্ষমা করবেন। যেমন তিনি বলেন, 'যে কেউ দুষ্কর্ম করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অবিচার করে, অতঃপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পাবে' *(নিসা ৪/১১০)*। তিনি আরো বলেন, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অজ্ঞতাবশে কোন মন্দকাজ করে, অতঃপর যদি সে তওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তবে তিনি (তার ব্যাপারে) ক্ষমাশীল ও দয়াবান *(আন'আম ৬/৫৪)*। রাসূল (ছাঃ) আয়েশাকে বলেন, আর যদি তুমি কোন গুনাহে জড়িয়ে গিয়ে থাক, তাহ'লে আল্লাহ্র নিকট তওবা ও ইসতিগফার কর। কেননা বান্দা নিজের পাপ স্বীকার করে তাওবা করলে আল্লাহ তাওবা কবূল করেন *(বুখারী হা/৪৭৫০; মুসলিম হা/২৭৭০)*।

***প্রশ্ন (২৭/৬৭) : রাসূল (ছাঃ) পানিতে ফুঁ দিয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। এক্ষণে চা, কফি ফুঁ দিয়ে পান করা যাবে কি?***

*-আবু সাঈদ, দক্ষিণ সালনা, গাযীপুর।*

**উত্তর :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে এবং তাতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন *(তিরমিযী হা/১৮৮৮; মিশকাত হা/৪২৭৭, সনদ ছহীহ)*। পানীয়তে ফুঁ দিলে তাতে নিঃশ্বাস থেকে নিঃসৃত জীবাণু মিশ্রিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এজন্যই সম্ভবত রাসূল (ছাঃ) এ কাজ থেকে নিষেধ করেছেন *(উছায়মীন, শরহ রিয়াযুছ ছালেহীন, ৪/২৪৪)*। অতএব গরম চা বা কফি ঠাণ্ডা করার উদ্দেশ্যে হ'লেও ফুঁ না দেয়াই উত্তম। শায়খ উছায়মীন বলেন, পানীয় ঠাণ্ডা করার জন্য ফুঁ দেওয়া প্রয়োজন সাপেক্ষে জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কতিপয় বিদ্বান মত দিয়েছেন। তবে উত্তম হচ্ছে পরিহার করা। খাদ্য গরম হ'লে অন্য পন্থায় ঠাণ্ডা করা যেতে পারে *(শরহ রিয়াযুছ ছালেহীন ৪/২৪৪-৪৫)*।

***প্রশ্ন (২৮/৬৮) : 'আমার উম্মতের মধ্যে সবার আগে আমি মদীনাবাসীর জন্য শাফা'আত করব, অতঃপর মক্কাবাসীর, অতঃপর ত্বায়েফবাসীর জন্য'-মর্মে ত্বাবারাণীতে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ কি?***

*-রোকনুয্যামান, সরকারী আযীযুল হক কলেজ, বগুড়া।*

**উত্তর :** উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ। কারণ এর সনদে কাসেম, ইবনু যুহায়ের ও হামযা নামে তিনজন অপরিচিত বর্ণনকারী রয়েছে *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/১৮২৭; আলবানী, যঈফাহ হা/৬৮২)*।

***প্রশ্ন (২৯/৬৯) : তেল বা সুগন্ধি ব্যবহার করা কি সুন্নাত?***

*-মিনহাজ পারভেয, হড়গ্রাম, রাজশাহী।*

**উত্তর :** তেল ও সুগন্ধি ব্যবহার করা রাসূল (ছাঃ)-এর অভ্যাসগত সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন, 'দুনিয়ার মধ্যে আমার কাছে স্ত্রী ও আতরকে প্রিয় করা হয়েছে' *(আহমাদ হা/১২৩১৫; নাসাঈ হা/৩৯৩৯, ছহীহুল জামে' হা/৩১২৪)*। আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এক ধরনের মিশ্রিত খোশবু ছিল, যা তিনি সুগন্ধি হিসাবে ব্যবহার করতেন *(আবূদাঊদ হা/৪১৬২; মিশকাত হা/৪৪৪৪; ছহীহুল জামে' হা/৪৮৩১)*। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) কখনো সুগন্ধি দ্রব্য ফিরিয়ে দিতেন না *(বুখারী হা/২৫৮২; মিশকাত হা/৩০১৭)*। অন্যদিকে রাসূল (ছাঃ) নিজে তেল ব্যবহার করতেন এবং অপরকে ব্যবহার করতে বলতেন *(মুসলিম হা/২৩৪৪; তিরমিযী হা/১৮৫১; ইবনু মাজাহ হা/৩৩১৯; মিশকাত হা/৪২২১)*।

***প্রশ্ন (৩০/৭০) : তিনবেলা খাদ্যগ্রহণের সুন্নাতী কোন সময় রয়েছে কি?***

*-ছাকিবুল ইসলাম, রাজশাহী।*

**উত্তর :** এরূপ কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। যখনই ক্ষুধা অনুভব করবে তখনই খাবে। তবে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ দিনে-রাতে সাধারণত দু'বেলা খাবার গ্রহণ করতেন। যেমন আয়েশা (রাঃ) বলেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরিবারবর্গ একদিনে দু'বেলা খানা খেলে একবেলা শুধু খেজুর খেয়েই কাটিয়ে দিতেন *(বুখারী হা/৬৪৫৫)*। হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবার অনেক সময় এক বেলা খাবার খেয়ে কাটিয়ে দিতেন। আর দু'বেলা খাওয়ার সুযোগ হ'লে একবেলা খেতেন খেজুর *(ফাৎহুল বারী ১১/২৯২)*।

***প্রশ্ন (৩১/৭১) : কিছু কিছু মসজিদে যুবকদের মসজিদমুখী করার জন্য নানা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। যেমন একটানা ৪০ দিন জামা'আতে ছালাত আদায় করলে পুরস্কারের ব্যবস্থা। এরূপ করা জায়েয হবে কি?***

*-শামীম, পাইকগাছা, খুলনা।*

**উত্তর :** যে কোন সৎকাজে উৎসাহমূলক পুরস্কার দেওয়া যায়। কেননা এতে লোকেরা ভালো কাজের প্রতি উৎসাহিত হয় *(ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফুরুসিয়া ৩১৮ পৃ.; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৫/১৭৯, ১৮৯)*। আল্লাহ বলেন, 'আর এরূপ বিষয়েই প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/২৬)*। তিনি আরো বলেন, 'এরূপ (পরকালীন) সাফল্যের জন্যই (দুনিয়াতে) আমলকারীদের আমল করা উচিৎ' *(ছাফফাত ৩৭/৬১)*।

***প্রশ্ন (৩২/৭২) : জনৈক আলেম বলেন, পশ্চিম দিকে মাথা রেখে স্ত্রী সহবাস করা নাজায়েয। এটা কি দলীল সম্মত?***

*-রাশীদুল হাসান, গাযীপুর।*

**উত্তর :** বক্তব্যটি দলীল সম্মত নয়। কেননা এ বিষয়ে শরী'আতে কোন নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখিত হয়নি *(ফাতাওয়া ইমাম নববী ১৯০-১৯১ পৃ.)*।

***প্রশ্ন (৩৩/৭৩) : ইমাম মেহরাবের ভিতরে না বাইরে দাঁড়াবে? এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত জানিয়ে বাধিত করবেন।***

*-আবু যর গিফারী, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*

**উত্তর :** ইমাম মেহরাবের ভেতরে বা বাইরে যে কোন স্থানে সুবিধামত দাঁড়াতে পারে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, পিছনের মুছল্লীগণ যেন ইমামকে দেখতে পায় *(মিতালিবু উলিন নুহা ১/৬৯৬; আশ-শারহুল মুমতে' ২/২৭৫)*।

***প্রশ্ন (৩৪/৭৪) : আমার আপন ভাই নানা প্রকার সূদী ঋণ নিয়ে বেশুমার খরচ করে এখন ঋণগ্রস্ত। একই সাথে তার নেশাখোর সন্তান নানাভাবে বহু অর্থ নষ্ট করে চলেছে। এক্ষণে তার ঋণমুক্তির জন্য আমরা ভাই-বোনেরা যাকাতের টাকা প্রদান করলে তা জায়েয হবে কি? উল্লেখ্য যে, বিষয়টি স্বভাবগত হওয়ায় হয়তবা সে আবারো ঋণগ্রস্ত হবে। এমতাবস্থায় করণীয় কি?***

*-রূহুল হাসান, ধানমণ্ডি, ঢাকা।*

**উত্তর :** যাকাতের অর্থ থেকে ঋণগ্রস্ত ভাইকে দেওয়া যাবে *(তাওবাহ ৯/৬০)*। বরং আত্মীয়কে দিলে দ্বিগুণ ছওয়াব হবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মিসকীনকে ছাদাক্বা দিলে একটি নেকী হয়। কিন্তু সে যদি রক্ত সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয় হয়, তবে নেকী দ্বিগুণ হয়। এক- ছাদাক্বা এবং দুই-আত্মীয়তা *(আহমাদ, তিরমিযী প্রভৃতি, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৯৩৯ 'যাকাত' অধ্যায়, 'শ্রেষ্ঠতম ছাদাক্বা' অনুচ্ছেদ)*। দু'জন মহিলা ছাহাবীকে নিজ নিজ দরিদ্র স্বামীকে ছাদাক্বা প্রদানের নির্দেশ দিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, 'তাদের জন্য দু'টির পুরস্কার রয়েছে : (১) আত্মীয়তার পুরস্কার (২) ছাদাক্বার পুরস্কার' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৩৪)*। তবে প্রশ্নোল্লেখিত ভাইকে যাকাত প্রদান করলে যদি সে আবারও সূদী লেনদেনসহ আরও অন্যায়ে জড়িয়ে পড়ে, তবে তাকে যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পাপ এবং সীমালংঘনের কাজে কাউকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*। এমতাবস্থায় পাপ থেকে বিরত থাকার দৃঢ় অঙ্গীকার করলে তবেই তাকে যাকাত প্রদান করা যাবে, নইলে নয়।

***প্রশ্ন (৩৫/৭৫) : রাতে স্বপ্নদোষ হ'লেও বুঝতে না পারায় ওযূ করে ফজরের ছালাত আদায় করে নিয়েছে। পরবর্তীতে বুঝতে পারলে তখন করণীয় কি?***

*-মেহেদী হাসান, কালি গাংনী, মেহেরপুর।*

**উত্তর :** পরবর্তীতে বুঝতে পারলে গোসল করে উক্ত ছালাতের ক্বাযা আদায় করবে। কারণ অপবিত্র অবস্থায় ছালাত কবুল হয় না *(মুসলিম হা/২২৪; মিশকাত হা/৩০০, ৩০১; উছায়মীন, মাজমূ ফাতাওয়া ১১/১৫৯, ১৬৬)*। আয়েশা (রাঃ বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, সে স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ করতে পারছে না, অথচ তার কাপড় (বীর্যপাতের কারণে) ভিজা মনে হয়। জবাবে তিনি বলেন, তাকে গোসল করতে হবে। অতঃপর তাঁকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তার স্বপ্নদোষ হয়েছে বলে মনে হয়, কিন্তু তার কাপড়ে কোন চিহ্ন দেখতে পায় না। জবাবে তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তির গোসল করার প্রয়োজন নেই *(আবূদাঊদ হা/২৩৬; মিশকাত হা/৪৪১, সনদ ছহীহ)*।

***প্রশ্ন (৩৬/৭৬) : আমার মা মারা যাওয়ায় পিতা দ্বিতীয় বিবাহ করেছেন। আমার প্রতি তার বর্তমান আচরণ খুবই কষ্টকর।***

***এক্ষণে তার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে পৃথকভাবে বসবাস করলে আমি গুনাহগার হব কি?***

*-মা'ছুম বিল্লাহ, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।*

**উত্তর :** আচরণ খারাপের কারণে পিতাকে ত্যাগ করা যাবে না। কারণ পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। আর পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি *(তিরমিযী হা/১৮৯৯; মিশকাত হা/৪৯২৭; ছহীহাহ হা/৫১৬)*। আর আল্লাহ বলেন, 'আর যদি পিতা-মাতা তোমাকে চাপ দেয় আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহ'লে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পার্থিব জীবনে তাদের সাথে সদাচরণ করবে' *(লোকমান ৩১/১৫)*। এক্ষণে পিতাকে তার খারাপ আচরণের বিষয়ে অবগত করতে হবে। নিজে না পারলে অন্যের মাধ্যমে জানাতে হবে এবং পিতার হেদায়াতের জন্য দো'আ করতে হবে। এরপরেও পিতা খারাপ আচরণ অব্যাহত রাখলে উত্তমভাবে আলাদা হয়ে যাবে। তবে পরকালীন স্বার্থকে সামনে রেখে পিতার হক আদায় করে যেতে হবে।

***প্রশ্ন (৩৭/৭৭) : জীবিত বা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করার ব্যাপারে শরী'আতে কোন অনুমোদন আছে কি?***

*-মুহাম্মাদ ফরহাদ, টঙ্গী, গাযীপুর।*

**উত্তর :** জীবিত বা মৃত কারো পক্ষ থেকে কেবল তাওয়াফ করা ও এর ছওয়াব অন্যের জন্য বখশে দেওয়া শরী'আত সম্মত নয়। কারণ তওয়াফ ছালাতের মত *(নাসাঈ হা/২৯২২)*। আর ছালাতের মত শারঈ ইবাদত অন্যের পক্ষ থেকে আদায় করা যায় না। সুতরাং কেবলমাত্র কেউ যদি কারো পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ বা ওমরাহ পালন করে, তাহ'লে সেটা জায়েয *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১১/২৩৬; বিন বায, মাজমূ ফাতাওয়া ৪/৩৩৪)*।

***প্রশ্ন (৩৮/৭৮) : চেয়ারে বসে ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে অপর মুছল্লীর সাথে পায়ে পা লাগাতে হবে কি?***

*-কিফায়াতুল্লাহ, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*

**উত্তর :** এক্ষত্রে এমন চেয়ার ব্যবহার করা উচিৎ যাতে একজন মানুষের জায়গা দখল করে। আর পাশে যারা দাঁড়াবে চেয়ারের সাথে ঘেষে দাঁড়াবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) পায়ে সাথে পা ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছালাতে দাঁড়াতে বলেছেন *(আবূদাঊদ হা/৬৬২)*। এক্ষণে পুরো ছালাত বসে আদায় করলে চেয়ার কাতার বরাবর রাখবে। আর কিছু দাঁড়িয়ে কিছু বসে আদায় করলে ছোট চেয়ার ব্যবহার করবে *(আসনাইল মাতালিব ১/২২২; তোহফাতুল মুহতাজ ২/১৫৭)*। তবে মুছল্লীর জন্য উচিত হবে সাধ্যমত দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা এবং সিজদার সময় চেয়ার সামনে টেনে নেয়া। যাতে পিছনের মুছল্লীর সিজদা দিতে সমস্যা না হয়।

***প্রশ্ন (৩৯/৭৯) : আমার মামাতো বোন ৩ বছর বয়সে আমার মায়ের দুধ পান করেছে। এক্ষণে সে কি আমার দুধবোন হিসাবে গণ্য হবে? তাকে বিবাহ করা যাবে কি?***

*-হযরত আলী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাযীপুর।*

**উত্তর :** সে দুধবোন হিসাবে গণ্য হবে না। কারণ সে দুধপান করার সময় (২ বছর) অতিক্রান্ত হওয়ার পর তা পান করেছে *(তিরমিযী হা/১১৫২; মিশকাত হা/৩১৭৩)*। দুধ মাতা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত। ১. দু'বছরের কম বয়সে দুধ পান করতে হবে *(বাক্বারাহ ২/২৩৩; দারাকুৎনী হা/৪৪১৩, ৪৩৬৫)*। ২. পাঁচবারে দুধ পান করতে হবে *(মুসলিম হা/১৪৫২; মিশকাত হা/৩১৬৭; আল-আছারুছ ছহীহাহ হা/৯৭)*। এক্ষণে সে দুধবোন সাব্যস্ত না হওয়ায় তাকে বিবাহ করাতে বাধা নেই।

***প্রশ্ন (৪০/৮০) : লাইলী-মজনু নিয়ে সমাজে প্রচলিত কাহিনীসমূহের কোন ভিত্তি আছে কি? তাদের জান্নাতে বিবাহ হওয়ার বিষয়টির সত্যতা আছে কি?***

*-রায়হানুদ্দীন, চৌগাছা, যশোর।*

**উত্তর :** লাইলী-মজনু খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে রচিত বিখ্যাত প্রেমমূলক কাব্যকাহিনীর দু'টি প্রধান চরিত্রের নাম। তাদের প্রেমের ঘটনাকে উপলক্ষ করে লায়লী-মজনু নামে খ্যাতনামা সুন্নী মুসলিম ফার্সী কবি নিযামী গাঞ্জাবী (১১৪১-১২০৯ খৃ.) মহাকাব্য রচনা করেন। মজনু ও লায়লা উভয়ে শৈশবকালে মেষ চরানোর সময় পরস্পরের প্রেমে পড়ে। কিন্তু তাদের পরিবার তাদের বিয়েতে আপত্তি করে। ফলে মজনু লায়লার প্রেমে পাগল হয়ে ঘুরতে থাকেন ও অবশেষে মজনু (পাগল) নামেই বিখ্যাত কবি হিসাবে পরিচিত হন।

মজনুর প্রকৃত নাম সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। যেমন ক্বায়েস বিন মুলাউয়াহ, বাখতারী বিন জা'দ বা অন্য কিছু। তার গোত্রের নাম বনূ 'আমের বিন ছা'ছা'আহ অথবা বনূ কা'ব বিন সা'দ। প্রেমিকা লায়লার নাম লায়লা বিনতে মাহদী আল-'আমেরিয়াহ। আবু ওবায়দাহ বলেন, প্রেমে মত্ত হয়ে তিনি পাগল হয়ে যান। কথিত আছে যে, লায়লার গোত্র বাদশাহ্র নিকট তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করে। ফলে বাদশাহ তার রক্ত মূল্যহীন ঘোষণা করেন। লায়লার গোত্র তাকে বাড়ী নিয়ে যায়। অন্যদিকে মজনু তার গোত্রে গিয়ে লায়লার প্রেমে আত্মহারা হয়ে কবিতা গাইতে থাকে। যা ছিল গভীর প্রেমমূলক। যা ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রেমকাব্য হিসাবে স্থান পেয়েছে। পাগলপারা হয়ে মজনু কখনো নাজদে, কখনো শামে ও কখনো হিজাযে দিশেহারা হয়ে ঘুরতে থাকে। একসময় তার মৃতদেহ বড় বড় পাথরসমূহের মধ্যে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। যা তার গোত্রের লোকেরা উঠিয়ে নিয়ে যায় *(তথ্যসূত্র : ওয়েবসাইট)*।

লায়লী-মজনুর এই ঘটনা ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়া ও আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ)-এর শাসনকালে সংঘটিত হয়। যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হি.) বলেন, লাইলী-মজনুর প্রেমকাহিনীকে অনেকে ভিত্তিহীন বলেছেন। তবে তারা তাদের দাবীর পক্ষে কোন প্রমাণ পেশ করেননি *(যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/৫১১)*। আরবী সাহিত্য সমালোচক ড. ত্বহা হোসাইন (১৩০৬-১৩৯৩ হি.) মনে করেন, লায়লী-মজনু নামে কিছুই নেই। বরং এগুলি বিভিন্ন যুগের কবিদের কল্পনা প্রসূত নাম। কবিগণ নিজেদের মজনু কল্পনা করে ও প্রেমিকাদের লায়লা ভেবে কবিতা রচনা করেছেন *(হাদীছুল আরবি'আ ১/১৭৪-১৮০)*।

কিছু মানুষের ধারণা জান্নাতে তাদের বিবাহ হবে। এগুলি স্রেফ কল্পকাহিনী। যার কোন ভিত্তি নেই।